সকালবেলা
সাপ্তাহিকী

রবিবার সকালবেলা কাগজের সঙ্গে বিনামূল্যে

৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বইমেলা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

এ বছরের নতুন বই (২০১২-২০১৩)

কলকাতা বইমেলায় দে'জ স্টল : 251

নারায়ণ সান্যাল
বল্মীক ১৫০/- **মনামী** ১২৫/-
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
স্বপ্নের নিচে দাঁড়িয়ে ১০০/-
প্রফুল্ল রায়
সিন্ধুপারের পাখি ২৫০/-
মহাকাল পেরিয়ে এসে ১২০/-
নয়নতারার গয়নাগাটি
সাতটি উপন্যাস ৪৫০/-
শক্তিপদ রাজগুরু
বাঘা বায়েন ৮০/-
নিমাই ভট্টাচার্য
উপাসনা ১০০/-
গৌতম রায়
৫টি উপন্যাস ৩৫০/-
চিত্তরঞ্জন মাইতি
স্বপ্নের সওদাগর ১৫০/-
ড. দীপক চন্দ্র
অন্দরে রামধনু রঙ
কৃষ্ণের তিন পত্নীর সাতসতেরো
অমর মিত্র
ভুবনডাঙা ১০০/-
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
গর্জন সত্তর ২৫০/-

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
স্বামী বিবেকানন্দ :
এক অনন্ত জীবনের জীবনী
(১ম) ৩৫০/- (২য় খণ্ড) ৩৫০/-
কা তব কান্তা ১০০/-
ভগবানের কানে দিলেন
ভগবানের নাম ১০০/-
দেবল দেববর্মা
কাল যায় কাল আসে ১৩০/-
সেরা ৫০টি গল্প ৪৫০/-

সমরেশ মজুমদার
মনে পাপ নেই ৮০/-
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
হৃদয় ভরে দাও ১৩০/-
কিন্নর রায়
রেড করিডরের জানালা ২০০/-
ভগীরথ মিশ্র
পাঁচটি প্রিয় উপন্যাস
নলিনী বেরা
অমৃত কলস যাত্রা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অগ্নিপুত্র ৭০/-

মাতৃভূমিকে পরাধীনতা-শৃঙ্খল থেকে মুক্তিকামনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বহু ভারতসন্তান। ভারতের নানা প্রদেশের নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা ধর্মের মুক্তিকামী মানুষ। ভাষা, খাদ্য, পোশাক-আশাকে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, অন্তরে সকলের একটাই কামনা—মুক্ত হোক ভারত। পরাধীন দেশের দুঃখ বেদনা অপমানবোধ আর স্বদেশব্রতী বীর তরুণদের জীবন বাজি রাখা লড়াইয়ের সংবেদী ও প্রাণস্পর্শী বিবরণ মূর্ত হয়ে উঠেছে 'অগ্নিপুত্রে'।

দেবেশ রায়
শরীরের সর্বস্বতা ২৫০/-
৫টি নভেল মিলে এখন একটি নভেল
কর্পোরেট ১০০/-
জাহান আরা সিদ্দিকী
শিলালিপি ১২৫/-
কুমকুম সমাদ্দার
রামগরুড়ের নিষিদ্ধ বই ১৩০/-

নবনীতা দেবসেন
ভালবাসার বারান্দা (২)
কবিতা সিংহ
শ্রেষ্ঠ গল্প
সুচিত্রা ভট্টাচার্য
একের মধ্যে অনেক ৩০০/-
বাণী বসু
ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় ১০০/-

কবিতা

মমতা ব্যানার্জী
পছন্দের কবিতা ১২০/-
সে নেই ৩৫/-
অপরাজিতা মুখার্জি
আমি ৬০/-
কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়
গভীর নীল অন্ধকারে ১০০/-

গোয়েন্দা উপন্যাস

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র (৩) ৩৫০/-
ঘনশ্যাম চৌধুরী
গোয়েন্দা কেদার-বদ্রী রহস্য সমগ্র (১ম) ২০০/- (২য়) ২৫০/-
অপারেশন মিডনাইট
নবকুমার বসু
ধর্মের কল ১০০/-
দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
অপরাধ ও পুলিশ ১০০/-
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
কুসুমে রক্তের দাগ ৭০/-

স্মৃতিকথা

মহেন্দ্র গুপ্ত
স্মৃতিকথা মঞ্চকথা
শান্তিদেব ঘোষ
স্মৃতি ও সঞ্চয়
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
গগনেন্দ্রনাথ
শুভা দত্ত
মেজদা ২০০/-
প্রবীর ঘোষ
আমার ছেলেবেলা ৭০/-
Sankha Ghosh
An Album Gone to Sleep

জীবনী

সুধাংশু পাত্র
ছোটদের মাদাম কামা
দেবল দেববর্মা
ইতিহাসের বীরললনা রানী অহল্যাবাঈ হোলকার ৬০/-
চিন্ময় চৌধুরী
সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্যসেন ১০০/-

অন্যান্য

দেবাশিস কুণ্ডু
রান্নাঘরে রেসিপি
শর্মিষ্ঠা দে ও অভিষেক সাঁই
দেড়শো রকম মণ্ডা-মিঠাই
ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য
কাছে দূরে ঘুরে ফিরে ৮০/-
১০টি শ্রুতিনাটক

প্রবন্ধ ও অন্যান্য

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রবন্ধ সংগ্রহ ৫০০/-
অজিত দত্ত
বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ৩০০/-
ছবি বসু (রায়)
বাংলার নারী আন্দোলন
সংগ্রামী ভূমিকায় দেড়শ' বছর ১৫০/-
অরুণ নাগ
চিত্রিত পদ্মে ১০০/-
রণজিৎ গুহ
প্রেম না প্রতারণা
গৌতম ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি ও হরিজন পত্রিকা
শীতল চৌধুরী সম্পাদিত
বাংলা উপন্যাসের নানা কথা ৩৫০/-
পুষ্পেন্দুশেখর গিরি
বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিণী ১০০/-
জীবেশ নায়ক সম্পাদিত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি ১২৫/-
লীনা চাকী সম্পাদিত
শ্রীশ্রীদুর্গা
হীরেন চট্টোপাধ্যায়
সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য
Ananda Bhattacharya
Indigo Rebellion : Selections 350/-

মমতা ব্যানার্জী
এক পলকে এক ঝলকে
সুদক্ষিণা ঘোষ
সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা বুদ্ধদেব বসু
শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত
বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে ১০০/-
শ্যামল চক্রবর্তী
না ঈশ্বরকণা ১৩০/-

কিশোর সাহিত্য

সন্দেশ
সেরা উপন্যাস সংকলন
১৯৬১-২০০০
চল্লিশ বছরের সেরা উপন্যাস
ও তার মূল অলংকরণসহ এই সংকলন
সুবিনয় রায় চৌধুরী
কিশোর রচনাসংগ্রহ
নারায়ণ সান্যাল
শার্লক হেবো
ভগীরথ মিশ্র
জমজমাট কিশোর গল্প ১০০/-
সুনীল জানা
সেরা কিশোর গল্প ১৩০/-
কার্তিক ঘোষ
কিশোর রচনাসম্ভার ২০০/-
কিন্নর রায়
নীলফামারির নীলগাই ১০০/-
মহেন্দ্র বসু সম্পাদিত
ছত্রিশ বছরের সেরা চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ

রচনাসংগ্রহ

শঙ্খ ঘোষ
গদ্য সংগ্রহ (৮) ৪০০/-
হেমাঙ্গ বিশ্বাস
রচনাসংগ্রহ ১ ৬৫০/-
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
রচনাসমগ্র (৪) ৪০০/-
জগদীশচন্দ্র বসু
রচনাসংগ্রহ ৩০০/-
রবিশঙ্কর বল সম্পাদিত
সদত হসন মন্টো রচনাসংগ্রহ ২০০/-
বুদ্ধদেব বসু
নাটক সমগ্র (১ম) ৫০০/- (২য়) ৫০০/-
শিশির কুমার দাস একত্রে ৮০০/-
গ্রীক নাটক সংগ্রহ ২৫০/-
মনোজ মিত্র ও ময়ূরী মিত্র সম্পাদিত
সুন্দর নাট্যসম্ভার

অভিধান

ড. দীপক চন্দ্র ও ইলা চন্দ্র
অভিনব দে'জ অভিধান ৩০০/-
বাংলা থেকে বাংলা
বাংলা থেকে ইংরেজি

সমাজবাদী গ্রন্থ

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়
কেমন আছ নারী ১৫০/-
সময় চলিয়া যায় ৮০/-

দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ফোন : 2219-7920/2241-2330
Fax : (033) 2219-2041 • e-mail : deyspublishing@hotmail.com
বর্ধমানে দে'জ যোগাযোগ 9434571823

সকালবেলা
সাপ্তাহিকী
৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

SARADHA

সূচিপত্র

সাধুসঙ্গ

সৎসঙ্গ মনের অসৎ প্রবৃত্তি নির্মূল করে : **শিবশংকর ভারতী** ২

গল্প

ভাদু নক্ষত্র **অনিন্দিতা গোস্বামী** ২০

কবিতা

বুবুন চট্টোপাধ্যায়, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়,
রাহুল দাশগুপ্ত, সুদীপ চক্রবর্তী ১৭

প্রচ্ছদ কাহিনি

বইমেলা **বুবুন চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়** ৮

বাইরে দূরে

বুদ্ধং শরণং **ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়** ১৮

বিশেষ রচনা

সার্ধশতবর্ষে স্বামী ব্রহ্মানন্দ (২) : **চঞ্চলকুমার ঘোষ** ২৩

সুনীল সান্নিধ্যে **কানাই কুণ্ডু** ৩০

সিনেমা-টিভি-নাটক ৩৩

খেলা

অলরাউন্ডার পারভেজ **অভিরূপ দত্ত** ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

বইপত্র-৪ চিত্র প্রদর্শনী-৬ সুস্থ থাকতে-২৫ কেনাকাটা-২৭
ভূরিভোজ-২৮ ভাগ্য-৪০

সম্পাদক : সুদীপ্ত সেন

সাপ্তাহিকী সম্পাদক : কাকলি চক্রবর্তী

যোগাযোগ— সকালবেলা সাপ্তাহিকী, দ্য নলেজ হাব, ষষ্ঠ তল,
ডি এন ২৩, সেক্টর-৫ কলেজ মোড়, কলকাতা - ৭০০০৯১
ই-মেল— sakalbela.saptahiki@sakalbela.com

অসাধারণ গ্রন্থ, বিষয়জ্ঞানে অপরিহার্য

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মালদহ জেলা — ড. শচীন্দ্রনাথ বালা ৭০০/
প্রান্ত উত্তর বঙ্গের লোকসঙ্গীত—ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক ১৫০০/
দেবব্রত রেজ প্রণীত
সাহিত্যে সমসাময়িকতার স্বরূপ ঃ দান্তে, গেটে, নীট্‌শে, রবীন্দ্রনাথ ২৫০/
প্রসঙ্গ সাহিত্য ও মিথ ১৫০/
ড. অরুণ ভট্টাচার্য প্রণীত
নন্দন তত্ত্বের সূত্র ৩৫০/
ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ৩০০/
বিশ-শতকের গণ-আন্দোলন ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—
ড. রিঙ্কি চক্রবর্তী ২৬০/
বিপ্লব মাজী প্রণীত
আশাপূর্ণ দেবী ঃ নারীসত্তার বিনির্মান ও শিল্পরূপ- সম্পাদিত ২৫০/
মানুষের কথা ২২৫/
আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতার তুলনামূলক পাঠকৃতি ১৫০/
মার্কসবাদ ও পোস্টমডার্নিজম ২০০/
মান্না দে মান্যবরেষু—ড. গৌতম রায় ৩০০/
ঠাকুরবাড়ি-আশুতোষ পরিবারের সংযোগ ঃ সমুদ্র
হিমাদ্রির মহাসঙ্গমে-ড. রীণা ভাদুড়ী ৫০০/
গীতাঞ্জলি ঃ যা দেখেছি, যা পেয়েছি—ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় ১৩০/
মেঘদূতের কবি ও তার কবিতা—ড. লায়েক আলি খান ১৬০/
লোকসংস্কৃতি ও আধুনিকতা—ড. তপন রায় ৭০/
জঙ্গলমহলের আদিবাসী সংস্কৃতি ঃ পরিপ্রেক্ষিত ও
পর্যালোচনা—ডঃ তপন রায় ও অতসী দাস ১৫০/
সাহিত্য ও সাহিত্যিক ঃ উপেক্ষার অন্তরালে—ড. স্বপনকুমার মণ্ডল ৪০০/
আত্ম-প্রত্যয়ের বিকাশে বয়স্ক শিক্ষা—ড. মিহির ঘোষদস্তিদার ৩০০/
তপস্বী ও তরঙ্গিনী—ড. তাপস হাইত ২০০/
চাঁদ বণিকের পালা—ড. তাপস হাইত ১৬০/
স্প্যানিশ ভাষার সহজ পাঠ—ড. সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০/
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলন—শিবশঙ্কর চক্রবর্তী ২৫০/
গ্রামসংগঠন প্রসঙ্গে—শিবশংকর চক্রবর্তী ১৫০/
বাঁকুড়া পরিচয় ৪০০/
বাংলা কাব্য-কবিতা কালের বৃত্তে—ড. মানস মজুমদার ৩৫০/
কথাসাহিত্যের কথকতা—ড. মানস মজুমদার ৩৫০/
আধুনিক ভারত ও ধর্মনিরপেক্ষতা—আমিনুল ইসলাম ৪০০/
ভারতীয় মুসলমান ও আধুনিকতা—আমিনুল ইসলাম ৫০০/
বিবাহ দর্পণ—সম্পাদনা ঃ ড. সমর ঘোষ ও অরুণ মুখোপাধ্যায় ৩৫০/

অঞ্জলি পাবলিশার্স
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কল-৭০০ ০০৯
www.anjalipublishers.com
M:9830067904 ☎:২২৪১-৬০৩১

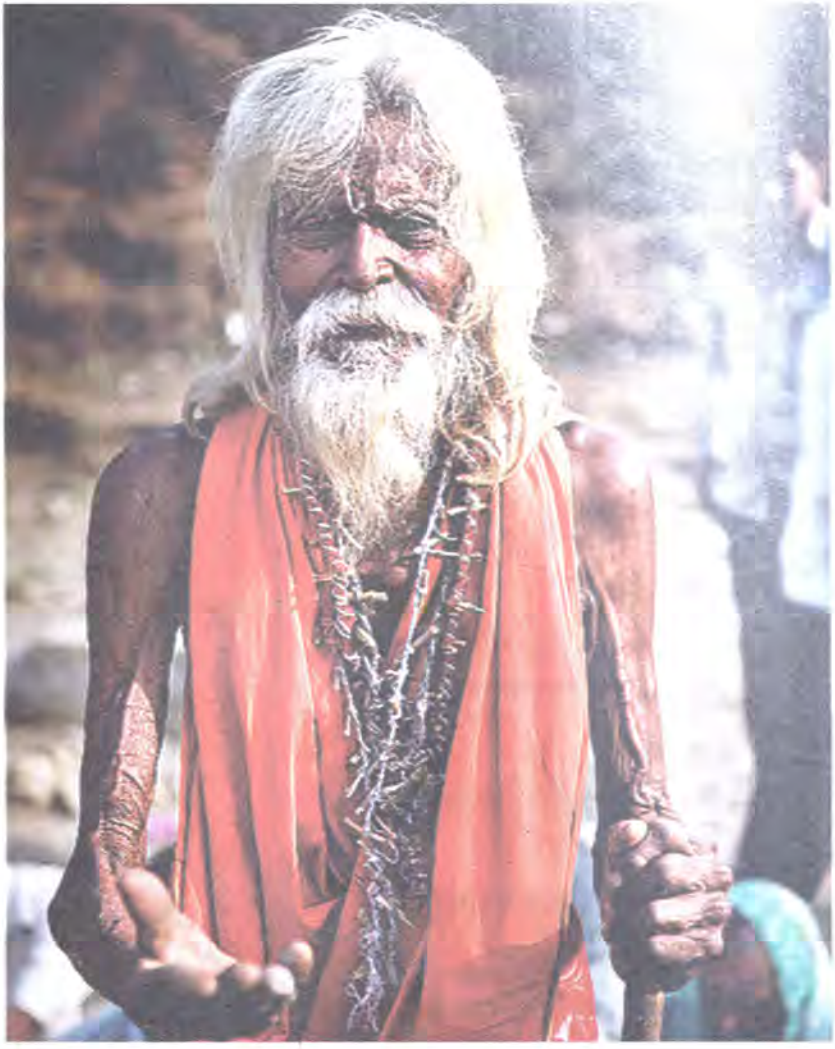

যতদিন বেঁচে থাকবি, ভুল করেও ভগবানকে তোর ডাকার দরকার নেই। প্রয়োজন নেই কোনও দেবদেবীর পুজোপাঠ, সাধন-ভজন করার। শুধু একটা কাজ করলে আমৃত্যু শান্তি তো তুই পাবিই, মৃত্যুর পরও পরলোকে থাকবি পরমানন্দে। লেগে পড় বেটা, যতদিন বাঁচবি ততদিন শুধু নিজের দোষ খুঁজবি, গুণ খুঁজবি অন্যের। ব্যস, বেটা ইসিসে তেরা সব কুছ মিল যায়গা, ভগবান কো ভি।

।। ৫ ।।

সাধুবাবার সঙ্গে কথা বলছি, হঠাৎ চিন্তা এল মাথায়। সাধুবাবা যখন নাথ সম্প্রদায়ের উচ্চমার্গের ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শিষ্য তখন এই বৃদ্ধ হেলে বা জলঢোঁড়া নয়, নিশ্চিত কেউটে। বললাম,

সৎসঙ্গ মনের অসৎ প্রবৃত্তি নির্মূল করে

শিবশংকর ভারতী

— বাবা, আপনার গুরুজি মহারাজ উচ্চকোটি সাধক মহাত্মাদের মধ্যে যে একজন তা বুঝতে আমার আর বাকি নেই। আপনি তাঁর চেলা। আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বিস্ময়কর যেসব ঘটনা, তা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেছি। সাধুমুখনিঃসৃত এইসব কথা ও কাহিনি আর কারও ভাগ্যে শোনা সম্ভব হবে কিনা তা আমার জানা নেই। দুটো পায়ে ধরেছি, আপনার গুরুজির মতো এই মুহূর্তে অসাধারণ যোগৈশ্বর্যের ভাণ্ডার নিয়ে আপনি বসে আছেন ভিখারিবেশে। দয়া করে এমন কিছু করে দেখান যাতে মরার দিন পর্যন্ত আপনি যেন হৃদয়মন জুড়ে থাকেন।

সাধুবাবার মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে এল আমার কথা শুনে। বললেন,

— না বেটা, আমার কোনও যোগৈশ্বর্য কিছু নেই। আমি চলি আমার জীবনমরণের পরমধন গুরুজিকে আশ্রয় করে। তাঁর কৃপাতেই দু'বেলা দুটো সবজি রুটি মিলে যায়। তাঁর অপার অনন্ত করুণায় সর্বদা আছি আনন্দে। ওই সব যোগবিভূতির প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নেই। গুরুজি দেহে থাকাকালীন, দেহরক্ষার পরও দেখেছি তাঁর বিস্ময়কর যোগৈশ্বর্যের প্রকাশ। আমার কোনও শক্তি নেই। তোদের মতো যারা, তাদের দেওয়া ভিক্ষায় আমার পেটটা চলে। বয়েস তো অনেক হল! বাকি দিনগুলো এইভাবেই কেটে যাবে।

বৃদ্ধের এসব কথাগুলো শুনে বুঝে গেলাম এড়িয়ে যাওয়ার ধান্দা। শক্তিমান সাধুসন্ন্যাসীদের এই ধরনের কথাবার্তা এর আগে আমি বহু শুনেছি। মনে মনে বললাম, 'ওসব কথা বলে বাবা কিছু লাভ হবে না।' ছোটবেলা থেকেই সম্মানজ্ঞান বা বোধটা আমার নেই। কে কী করল তা নিয়ে ভাববার সময় নেই। আমার সম্পর্কে কে কী বলল তা নিয়ে এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। এইভাবে চলে এলাম জীবনের এতগুলো বছর। এই মুহূর্তে আর কোনও কিছু ভাবলাম না। প্রকাশ্য দিবালোকে, নেপালবাসী ও বিদেশি অগণিত লোক চলাচলের পথের ধারে ঝপ্ করে সাধুবাবার পা দুটো একেবারে শুয়ে পড়লাম রাস্তার উপরে। পরে বুঝেছিলাম, বৃদ্ধ বুঝতে পারেননি এমনটা আমি করতে পারি। এখন সাধুবাবা একটা অপ্রস্তুত অবস্থায়। তিনি বারবার আমার মাথা আর হাত দুটো ধরে ওঠানোর চেষ্টা করতে করতে আবেগমথিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন,

— ওঠ ওঠ বেটা, মেরা বাচ্চা ওঠ, লোকেরা দেখলে কী ভাববে বলত? এরকমভাবে রাস্তার ধারে তুই পায়ে হাত দিয়ে পড়ে থাকলে লোকেদের মনে একটা কৌতূহল সৃষ্টি হবে। এখানে এসে নানা প্রশ্ন

করবে। মেরা বাচ্চা, ওঠ ওঠ। তেরা বাত ম্যায় শোচুঙ্গা।

তিরানব্বই-এর অতি বৃদ্ধ এই সাধুবাবার অনুরোধকে উপেক্ষা করলাম না, তা করলে অপমান করা হয়। উঠে বসলাম। আমার চোখে জল দেখে বললেন,

— বেটা তুই কাঁদছিস? নেহি বেটা, রোনা মত্। চোখের জল ফেলে তুই অন্তরের কোনও দুঃখ মোচন করতে পারবি না। শ্রীগুরুর চরণে যদি একফোঁটা জলও অন্তর থেকে ফেলতে পারিস, জানবি সমস্ত কষ্টের অবসান তোর হবেই হবে।

এই পর্যন্ত বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বুঝলাম সাধুবাবার ধান্দা আমি যা চেয়েছি তা এড়িয়ে যাওয়া। কিছু বললাম না। বৃদ্ধবাবা বললেন,

— বেটা, সংসারে একটা মানুষেরও আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আকাঙ্ক্ষার তৃষ্ণা যত বাড়বে, সংসার জীবনে তার রোগভোগ, দুঃখ তত বাড়বে। সংসারে আছিস, ভাল কথা। মন থেকে চাওয়াটাকে মুছে ফেলে দে। আকাঙ্ক্ষা থেকে চাওয়ার সৃষ্টি হয়। তোর কপালে যেটা ভগবান লিখে দিয়েছেন, সেটা নির্দিষ্ট সময়ে চেষ্টা করলেও পাবি, চেষ্টা না করলেও পাবি এবং সেটা তাঁর বিচারে তোর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হতেও পারে, নাও হতে পারে। এটাই অনাদি অনন্তকালের সত্য। এর বাইরে জীবজগতের কোনও মানুষ কখনও যেতে পারবে না। এই কথাটা সারাজীবন মনে রাখবি, দেখবি মানসিক কোনও কষ্ট তো থাকবেই না, মন সদা সর্বদা থাকবে আনন্দে।

আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে পায়ে পড়লাম, সে পথে না গিয়ে সাধুবাবা অন্যপথে ড্রাইভ করে চলেছেন। কিছু বললাম না। দেখি না কী করেন। বললেন,

— বেটা, সারা পৃথিবীতে কোনও মানুষেরই এতটুকু কর্তৃত্ব নেই তার নিজের চুলের উপর। যখন সে ধীরে ধীরে সাদা হতে থাকে তখন তাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। একটা সাদা চুলকে কোনও শক্তিবলেই কালো করতে পারে না। মানুষ কত অসহায়, অথচ যে কোনও ভাবে সে চায় অন্যের উপর কর্তৃত্ব করতে। একটু ভেবে দেখ, মানুষ কত বোকা, তাই না? বেটা, সংসারে যখন আছিস তখন ভগবানের কর্তৃত্ব মেনে নিবি, জীবনের কোনও আশাই তোর অপূরণ থাকবে না। এই দেখ না, ভারতের সমস্ত সাধক সম্প্রদায় তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন বলেই তো তাঁরা সব পেয়েছিলেন, হয়েছিলেন অসাধারণ শক্তির অধিকারী। আমার নেংটিসম্বল গুরুজির কথাই একবার ভেবে দেখ না?

আমি কিন্তু কথাগুলো শুনছি মন দিয়ে। নোট করছি প্রয়োজন মতো। মনে মনে ভাবছি, দেখি না বুড়োবাবা কতক্ষণ প্যাঁচাল পাড়ে। যোগৈশ্বর্যের প্রকাশ দেখতে চাওয়াতে এখন নানান কথা শুরু করেছেন বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। ধৈর্য ধরে বসে আছি। দার্শনিক এমেরসন বলেছেন, 'ধৈর্য তিক্ত হলেও তার ফল মিষ্ট।' তবে ধৈর্য এতটাই তিতো যে, উচ্ছে করলা ছেলেমানুষ, নিমপাতা, কালমেঘও হার মেনে যায়। সাধুসঙ্গের সময় আমার কখনও কোনও তাড়াহুড়ো থাকে না। এসময় কোনও আত্মীয় বন্ধুকে সঙ্গে রাখি না। যখন যেখানে কেউ না কেউ সঙ্গে থেকেছে, তাদের সম্পর্কে ধারণা আমার এতটাই খারাপ যে তা অক্ষরে প্রকাশের নয়। যাইহোক, সাধুবাবা বললেন,

— বেটা, সব সময় সৎ মানুষের সঙ্গ করবি। এতে ভিতরের অসৎ প্রবৃত্তি (তমো ও রজোগুণ) নষ্ট হবে। মন নির্মল হবে। মন নির্মল হলেই হয় জ্ঞানের বিকাশ। তারপর একমন হয় বিশ্বমনে পরিণত। সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ ছাড়া অন্য কোনওভাবে চট্ করে মনের নির্মলতা আসে না। মেরা বাচ্চা শিউশঙ্কর, দধিমন্থন (সাধু ও সৎসঙ্গ) করলে তার সারবস্তু ননী (আবিলতা মুক্ত মন) পাওয়া যায়। আর জলমন্থন করলে শুধু জলই পাওয়া যায়।

একটু থামলেন। একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন এদিক-ওদিক। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক্স-রে করে নিলেন একনজরে। বললেন,

— বেটা, অনুরাগ বা প্রেমই হল সাধনভজনশীল মানুষ আর সাধকের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সম্পদ। গুরু বা আরাধ্য দেবতার উপর প্রেম জন্মালে পার্থিব জগতে আর কাউকেই সাধকের ভাল লাগে না। এই ভাল না লাগাটাই তাঁকে পরম পথের সন্ধান দেবে।

সাধুবাবা আর কোনও কথা বললেন না। এতক্ষণ একভাবে বসেছিলেন তাই একটু নড়েচড়ে হাত, পা-টা ছাড়িয়ে নিলেন। মনে মনে আমি বেশ অধৈর্যই হয়ে উঠলাম। কোনও কথা বললাম না। বৃদ্ধবাবা বললেন,

— বেটা তোকে যে প্রেমের কথা বলছিলাম, এই প্রেমের দ্বারা বিষ্ণুর যে উপাসনা ভারতে তাকে বলে গোপীধর্ম। ভগবান বিষ্ণু যে স্বয়ং প্রেমের দেবতা তাই তাঁর আর এক নাম গোপী। নারায়ণের আর এক নাম যে গোপী তা প্রায় কেউই জানে না। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তথা নারায়ণের প্রতি এই প্রেমকে বলে গোপীধর্ম।

সাধুবাবা গোপীধর্মের বিষয়ে যা বললেন তার একটা অক্ষরও আমার জানা ছিল না। মনটা আমার আনন্দে ভরে গেল। কোনও কথা বলছি না। মাথায় যে চক্করটা চলছে সেটা বৃদ্ধের চমৎকারী কিছু দেখা। উনি সে পথেই হাঁটছেন না। মনে মনে আরও অধৈর্য হয়ে পড়লাম তবে কথায় প্রকাশ করলাম না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললাম,

— বাবা, মহাত্মারা বলেন ভগবানের নামগান করলে তবেই মানুষ শান্তি পাবে। আপনার রামজি বলুন আর গুরুজিই বলুন, এঁদের কাউকে স্মরণ না করে, পুজোপাঠ, সাধন-ভজন না করে সংসার জীবনে শান্তিতে থাকতে পারব, এমন পথ কি আপনার জানা আছে?

কথাটা শোনামাত্র বৃদ্ধ তিরানব্বই-এর মাধুর্যে ভরা মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কেমন যেন একটা অপার্থিব ভাবে ছেয়ে গেল সারা মুখমণ্ডল। মাথাটা দোলাতে দোলাতে বললেন,

— হাঁ হাঁ বেটা জানা আছে। সারাটা জীবন, যতদিন বেঁচে থাকবি, ভুল করেও ভগবানকে তোর ডাকার দরকার নেই। প্রয়োজন নেই কোনও দেবদেবীর পুজোপাঠ, সাধন-ভজন করার। শুধু একটা কাজ করলে আমৃত্যু শান্তি তো তুই পাবিই, মৃত্যুর পরও পরলোকে থাকবি পরমানন্দে। লেগে পড় বেটা, যতদিন বাঁচবি ততদিন শুধু নিজের দোষ খুঁজবি, গুণ খুঁজবি অন্যের। ব্যস, বেটা ইসিসে তেরা সব কুছ মিল যায়গা, ভগবান কো ভি।

কথাটা শোনামাত্র মনে পড়ে গেল, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কঠিন কাজটা হল নিজের ভুল বা দোষ স্বীকার করা।' প্রণাম করলাম অতি বৃদ্ধের পায়ে মাথাটা ঠেকিয়ে। খুবই খারাপ লাগছে এখন বেলা প্রায় ১টা হতে চলল। না সাধুবাবার, না আমার পেটে একটা দানাপানি পড়েছে। চোখের সামনে একটা দোকান নেই যে একছুটে গিয়ে কিছু নিয়ে আসব। আর এখন এমন একটা মানসিক অবস্থায় আছি যে উঠে গিয়ে খাবার আনতে কম করেও মিনিট কুড়ি লাগবে। এই মুহূর্তে সেই সময়টা ছাড়তে রাজি নই না খেয়ে থাকলেও। আমরা যেখানে বসে আছি, মাঝে রাস্তার বিপরীতে ঝাউ, ফার বা পাইন জাতীয় ছোট একটা গাছ দেখিয়ে হঠাৎ সাধুবাবা বললেন,

— বেটা, ওই গাছটার গোড়ায় দুটো জঙ্গলি পাতায় তোর আর আমার খাবার দেখলাম গুরুজি রেখে দিয়ে আমাকে ইশারায় বললেন খেয়ে নিতে। একটু আগে তুই আমাকে খাওয়ানোর কথা ভাবছিলি অথচ দেখ, আমার গুরুজি তোর না খেয়ে থাকার কথা ভাবছে। বেটা, আমি ভাবতেও পারছি না, তোর উপরে আমার গুরুজির কী অপার করুণা।

কথাটা শেষ হওয়া মাত্র একছুটে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে গাছতলায় দেখছি এক ধরনের বেশ বড় বুনো পাতায় কিছু ফল, মিষ্টি আর ভুরভুর করে ধোঁয়া উঠছে গরম গরম পুরি-সবজি। খাবার বেশ অনেকটা তাই একবারে দুটো পাতা আনতে পারলাম না। আনলাম দুবার গিয়ে। আমার কিছু বলার নেই। যে কৌতূহল হয়েছিল সাধুবাবার বলা নর্মদা পরিক্রমাকালীন খাবার নিয়ে, আজ সেই ঘটনাটাই ভগবান পশুপতিনাথ আর মা গুহ্যেশ্বরী দেখিয়ে দিলেন চোখের সামনে। মনে মনে ভাবলাম, জগতে যা কিছু ঘটে, যা কিছু ঘটবে আর যা কিছু ঘটেছে তা সব সত্য, সত্য আর সত্য। এই মুহূর্তে এটুকু ছাড়া আর কিছুই ভাবলাম না। ⌘⌘

সমাপ্ত

এখানে ওখানে

নবনীতা ৭৫

নবনীতা দেবসেন ৭৫ পূর্ণ করলেন। কিন্তু তাঁর অগণিত বন্ধু-পাঠক এবং স্বজন আজও উজ্জ্বল নবনীতাকে ঘিরে পঁচাত্তরের গণ্ডি কাটতে নারাজ। তাদের মতে তিনি আজও সেই কিত কিত খেলার পনেরোর কিশোরী। এ কথা বলা হয়েছিল নবনীতা দেবসেনের বান্ধবী দল সইয়ের তরফ থেকে। ১৫ জানুয়ারি বাংলা আকাদেমি সভাঘরে নবনীতার ৭৫ বছরের জন্মদিন পালন করলেন অহর্নিশ পত্রিকা। সেদিন বাংলা আকাদেমি সভাঘরে নবনীতার গুণমুগ্ধরা তো ছিলেনই এছাড়াও মঞ্চে বসেছিল এককথায় চাঁদের হাট। ছিলেন অশোক মিত্র, তপন রায়চৌধুরি, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র মতো কিংবদন্তী মানুষেরা। এছাড়াও সেদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী কাকলি চক্রবর্তী, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু প্রমুখ। এ সবই সম্ভব হয়েছিল অহর্নিশ সম্পাদক শুভাশিস চক্রবর্তীর অক্লান্ত আন্তরিকতায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুষ্ঠান

গত ১৩ জানুয়ারি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শোভাবতী দাস ঘোষ স্মৃতি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হল। এই বক্তৃতায় বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বক্তৃতার বিষয় ছিল বাংলা সংবাদপত্রের ভাষা— সেকাল ও একাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ, রমাকান্ত চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার প্রমুখ।

সভার শুরুতে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'মাঠে সন্ধ্যা' কবিতাটি আবৃত্তি করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সচিব। সংবাদপত্রের ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে নীরেন্দ্রনাথ বলেন আগে সংবাদপত্রে সাধুভাষায় খবর পরিবেশন করা হত, কিন্তু সাধুভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না। আর গদ্যভাষা যদি সকলের বোঝার মতো না হয় তাহলে তা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে নিরর্থক হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন, অনেক সময় অন্য ভাষার শব্দ বাংলায় চলে এসেছে এবং তার মানেও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন 'খুব' শব্দটি মানেই সুন্দর, কিন্তু আমরা বেশি অর্থে ব্যবহার করি। অথবা 'খুন' মানে রক্ত। আমরা 'হত্যা' অর্থে ব্যবহার করি।

তাঁর মতে, সংবাদপত্রের ভাষা অবশ্যই সহজ হওয়া উচিত কিন্তু ইদানীংকালে খবরের কাগজের ভাষাকে ইংরেজি, হিন্দি মিশিয়ে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে তা কখনও রুচিহীন হয়ে পড়ছে। সভায় শোভাবতী দাস ঘোষ সম্পর্কে কিছু কথা বলেন তাঁর পুত্র মৃন্ময় দাস ঘোষ।

রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির অনুষ্ঠান

সম্প্রতি জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির ঠাকুর দালানে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল অশোককুমার সরকারের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' শ্লোকটি গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সব্যসাচী হাজরা। তাঁর পরের গান ছিল 'শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়'। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সোসাইটির বর্তমান সভাপতি। অশোককুমার সরকার ছিলেন রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সভাপতি ও আজীবন সদস্য। সেদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রসারভারতীর অধিকর্তা জহর সরকার। অশোককুমার সরকার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন স্বনামধন্য কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী এবং সাংবাদিক কাকলি চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ ছিল শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুরাতনী বাংলা গান।

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য

কাকলি চক্রবর্তী

আজকের এই প্রচারসর্বস্ব যুগে দাঁড়িয়ে ভাবাই যায় না মাত্র ২৫/৩০ বছর আগেও কত অসামান্য শিল্পী কত উল্লেখযোগ্য কাজ করেও তেমন প্রচার না পাওয়ায় আজ প্রায় বিস্মৃত হয়ে গেছেন। চলচ্চিত্র পরিচালক অসিত সেনের জীবনী বা স্মৃতিকথামূলক বই 'স্মৃতির সোনালি রেখা' পড়তে পড়তেই আমার এই উপলব্ধি। এই বই-এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে মণিমুক্তোর মতো সব ঘটনা। উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সেইসব কাহিনির নায়ক-নায়িকারা যখন রূপোলি পর্দার বহুপরিচিত এবং আকাঙ্ক্ষিত মুখ, তখন বইটি কতটা ইন্টারেস্টিং, তা সহজেই অনুমেয়।

যেমন সুচিত্রা সেনের খামখেয়ালিতে একবার লেখক তাঁর সঙ্গে কলকাতা থেকে বম্বে পাড়ি দিয়েছিলেন সুচিত্রারই বুইক গাড়ি চড়ে। সঙ্গে ছিলেন সুচিত্রার স্বামী দিবানাথ সেন ও কন্যা মুনমুন। সেই সফরের একটু অংশ— 'যাচ্ছি তো যাচ্ছি। রাত বাড়ছে, গাড়ি থামছে না কোথাও। বাচ্চা মুনমুন ঘুমে ঢুলছে। গাড়ি বর্ধমান পার হয়ে চলেছে আসানসোলের দিকে।... আসানসোলে ঢোকার একটু আগে একটা ব্রিজ ছিল তখন। তুতুর (সুচিত্রার স্বামী) মাথায় তখন কী চাপল কে জানে, সামনে ছিল একটা লরির কনভয়। হঠাৎ হর্ন দিয়ে সামনের এক একটা লরি ওভারটেক করতে লাগল। ড্রাইভার হিসেবে তুতু কলকাতা শহরের তখন এক নম্বর। দারুণ গাড়ি চালায়। প্রায় পুরো লরির কনভয়টা ডিঙিয়েছে, বাকি শুধু

সামনের একটা। আর সামনেই সেই সরু ব্রিজ। চোখের পলকে তুতু গাড়িটা কাটিয়ে নিয়ে যেমনি ব্রিজে উঠল, ঠিক তখনই বিরাট ফটাস শব্দে স্টেপনির মৃত্যু ঘটল। পেছনে তখন লরির কনভয় সাঁ সাঁ করে আসছে।' তারপর সারারাত কীভাবে কাচ তুলে ভাঙা গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে হল, অথবা ওই রাত্রে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুচিত্রা কীভাবে অন্য লরি থামিয়ে চাকা সারাবার ব্যবস্থা করলেন, এতজন যাচ্ছেন কিন্তু সঙ্গে খাবার বলতে শুধু এক বাক্স শোনপাপড়ি। আবার সেই যাত্রাতেই কীভাবে ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন, সেই সব গল্প পড়তে পড়তে পাঠকের লোম খাড়া হয়ে যাবে। এত কিছুর পরেও সুচিত্রা কেমন মজা করছেন বা তাঁর মাথায় কত দুষ্টুবুদ্ধি খেলছে, তার বর্ণনা পড়ে সত্যিই বিস্ময় জাগে। অথচ সাধারণ মানুষের ধারণায় সুচিত্রা সেন একজন 'দেমাকি মানুষ'। আর এখন তো তিনি একেবারেই পর্দার অন্তরালে।

একবার শিবাজী গণেশনের মাদ্রাজের বাড়িতে অসিত সেন ছিলেন অতিথি। একদিন শিবাজী এবং তিনি বসে ছবি দেখবেন। শিবাজীর কিছু ছবির এক্সসার্পস দেখা হবে। হঠাৎ শিবাজী বলছেন, 'আমার ছবি দেখার আগে, আই ওয়ান্ট টু শো য়ু মাই গীতা।' সেই 'গীতা' দেখে জানা গেল, সেটি আর কোনও ছবি নয়, অসিত সেনেরই ছবি 'দীপ জ্বেলে যাই'। এমনই সম্মান পেয়েছেন এই বাঙালি পরিচালক। অসিত সেনের বাংলা ছবির তালিকায় আছে চলাচল, পঞ্চতপা, জীবনতৃষ্ণা, দীপ জ্বেলে যাই, স্বয়ম্বরা, উত্তর ফাল্গুনী ইত্যাদি কালজয়ী ছবি। আর হিন্দিতে করেছেন মমতা, খামোশী, সফর, শরাফৎ প্রভৃতি ছবি। সুপারস্টার রাজেশ খান্নাও তাঁরই আবিষ্কার। এই বই-এর পরিশিষ্টে আছে অসিত সেনের সাক্ষাৎকার। সর্বাঙ্গ সুন্দর বইটিতে অমনোযোগে তথ্যের কিছু ভুল থেকে গেছে। আর আছে বাক্যগঠনে আপনি, তুমি-র গণ্ডগোল। এই ধরনের বই এর ক্ষেত্রে আরএকটু সচেতনতা প্রত্যাশিত। বইটি অনুলিখন করেছেন চলচ্চিত্র সাংবাদিক নির্মল ধর।

স্মৃতির সোনালি রেখা। অসিত সেন। দাম ২৫০ টাকা।
দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০০৭৩।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নীল লোহিতের সেরা ৯

৩৫০

জীবনের বর্ণচ্ছটা ৩৫০
সময়ের উপহার ৩৫০
নানা রসের ৯টি উপন্যাস ৪০০
২৫টি ছোটদের সেরা গল্প ১২৫

সুনীল আকাশ

সম্পাদনা

মানস চক্রবর্তী • শ্যামলকান্তি দাশ

একই সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর ১৬টি কবিতার আবৃত্তির সি ডি, আবৃত্তি করেছেন শোভনসুন্দর বসু ও অন্তরা দাস

১০০ লেখায় তোমার দেখা

আশাপূর্ণা দেবী প্রেমেন্দ্র মিত্র নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শঙ্খ ঘোষ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ইমদাদুল হক মিলন হুমায়ূন আহমেদ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় হাসান আজিজুল হক দেবেশ রায় নবনীতা দেবসেন বেলাল চৌধুরী বাণী বসু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মল্লিকা সেনগুপ্ত মৃণাল সেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সুধীর চক্রবর্তী আলোক সরকার জয় গোস্বামী স্বপ্নময় চক্রবর্তী সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায় অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সৈয়দ শামসুল হক রণজিৎ দাশ সুবিনয় রায় কমল চক্রবর্তী সুবোধ সরকার ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় পিনাকী ঠাকুর সুজিত দাস প্রমুখ।

অশ্রুকুমার সিকদার

কিল মারার গোসাঁই

দেশে-বিদেশে সেই শাসন-পীড়নের অতীত কথা, আর কমিউনিজমের সাম্প্রতিক পিছু-হটার দিনগুলিতে সেই শাসন-পীড়নের ইতিহাসের অবসানের কথা নিয়ে লেখা এই তীব্র বিতর্ক-জাগানো বই।

₹২৫০

ক্ষুধার্ত বাংলা

রাষ্ট্র ও বেনিয়াতন্ত্রের গণহত্যার দলিল

সম্পাদনা ঃ মধুময় পাল ₹ ৪০০

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এ বাংলা ও বিহারে এক কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এ, খুব কম হলেও, মারা যান বাংলার পঁয়তিরিশ লক্ষ প্রান্তিক হিন্দু ও মুসলমান। রাষ্ট্র ও বেনিয়াতন্ত্র এই গণহত্যার মূলে।

রবীন্দ্রনাথও মানুষই ছিলেন ₹ ৩০০

আবদুশ শাকুর

লোকভোলানো গালগল্প নয়, নয় প্রেমপার্বণের ক্রমাগত রসচারণা। আবদুশ শাকুর কবির জীবনের পর্বে পর্বে খুঁজেছেন মানুষ রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর অকৃতজ্ঞতা, ক্ষুদ্রতা, বিশ্বাস ও আচরণের বিরোধ, দাম্পত্যে অল্পেই ক্লান্তি ও পরকীয়ায় ক্লান্তিহীনতা ইত্যাদির মধ্যে আছেন সেই মানুষটি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

নানা রসের নয়টি উপন্যাস

₹ ৩০০

ফ্যাংগাস নৃত ভাইরাস ড্যান্স ₹ ২২৫
গৃহপালিত গিরগিটি ₹ ২২৫

ব্রাত্য

অজানা কথা অচেনা ছবি

সম্পাদনা

শোভন গুপ্ত

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

কলিযুগ ₹ ৩০০

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দীপ সংস্করণ

ভিতর-বাহির ₹ ২৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরকালের ছয় উপন্যাস ₹২৫০

সার্বজনীন নাগপাশ চালচলন মাশুল প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান শান্তিলতা

সেতুবন্ধ রামেশ্বরম ₹ ১৫০

সুমন গুপ্ত

দক্ষিণ ভারতের প্রধান শৈবক্ষেত্র রামেশ্বরম। শ্রীরামনাথস্বামী জাগ্রত দেবতা। রামেশ্বরম মন্দিরেই রয়েছেন পর্বতবর্ধিনী মাতা অর্থাৎ শ্রীরামনাথস্বামীর পত্নী দেবী পার্বতী। কিংবদন্তি, জনক-নন্দিনী সীতা স্বহস্তে শ্রীরামেশ্বরলিঙ্গ তৈরি করেন। তাঁকে পুজো-অর্চনা করেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র। যিনি রামের ঈশ্বর তিনিই শ্রীরামেশ্বর। রামেশ্বরম মন্দিরে শিবপুজো করেছেন মা সারদামণি। দু'বার এই মন্দিরে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। সর্বসাধারণের বিশ্বাস শ্রীরামনাথস্বামীর কাছে কায়মনোবাক্যে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তা পূরণ করেন।

জয়বাবা পশুপতিনাথ ১১০/ মাতারাণী বৈষ্ণদেবী ১১০/ কালীক্ষেত্র কালীঘাট ৭০/ তারাপীঠের তারা মা ৯০/ দেবীপীঠ কামাখ্যা ১২৫/ বৃন্দাবনের কৃষ্ণ দ্বারকার কৃষ্ণ ১০০/

ডা. শ্যামল চক্রবর্তী-র

বাচ্চাদের রবীন্দ্রনাথ

₹ ১৫০

শিশু থেকে বৃদ্ধ, রবীন্দ্রনাথ সবার। এ বইয়ের পাতায় পাতায় রবি ঠাকুরের গল্প আর গল্প। কবির দুষ্টু ছাত্রদের গল্প। এ বই পাঠককে নিয়ে যায় অচিনপুরের দেশে। রবি ঠাকুরের জাদুকাঠির ছোঁয়ায় গুপ্তধনের সন্ধান দেয় এই বই। বাচ্চা থেকে বুড়ো সব্বাইকে।

ডা. অমরনাথ মল্লিকের নতুন বই

শৈশব ও কৈশোরের কাউন্সেলিং

ভালো থাকুন কেমন করে কাউন্সেলিং করবেন ₹ ১০০ ₹ ১৫০

দীপ প্রকাশন

১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ফোন ঃ ২২৪১২৫৩৮

এছাড়াও পাবেন ঃ অক্সফোর্ড বুক স্টোর্স, স্টার মার্ক, ক্রশওয়ার্ড ও ফ্লিপকার্টে। সিউড়ি, বড় ডাকঘরের সামনে

website : www.deepprakashan.com

বইমেলায় স্টল নং ৩৮০

লিটল ম্যাগাজিন

'পদ্য'-র এবারের সংখ্যাটি বইমেলা সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও কবিতা বিষয়ক এই পত্রিকাটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ছাপা। যেমন সুন্দর প্রচ্ছদ তেমনি তার বিষয়। বিশেষ করে এখানে কবিতার পাশাপাশি নবারুণ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার ও কয়েকটি গদ্যের কথা উল্লেখ করতেই হয়। যেমন ২০১১ সালে নোবেল জয়ী সুইডেনের বিখ্যাত কবি টমাস ট্রান্সট্রোমারকে নিয়ে লেখা সৈয়দ হাসমত জালালের প্রবন্ধটি। যা পড়ে বিদেশি এই কবির জীবন, জীবিকা এবং কবিতা সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। সঙ্গে ট্রান্সট্রোমারের চারটি কবিতার অনুবাদও প্রবন্ধকার এখানে করেছেন। এছাড়া রয়েছে ভিন্ন স্বাদের দুটি রচনা। একটি 'প্রত্যাখ্যানের মাতৃভাষা' নামে বুনুয়েলকে নিয়ে লিখেছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। অন্যটি রাজদীপ্ত রায়ের লেখা 'যৌনতা ও ফিল্ম: একটি নিবিড় পাঠপ্রয়াস'। এখানে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে কবিতা লিখেছেন আলোক সরকার, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শংকর চক্রবর্তী, ছন্দম মুখোপাধ্যায়, রিমি দে প্রমুখ। তবে প্রতিষ্ঠিতদের লেখা ছাপলেও শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা কিন্তু তার মাটিকে ভুলে যায়নি। তাই এই কাগজের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি উত্তরবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিন কেন্দ্রিক কাব্য আন্দোলনের অতীত ও বর্তমানের নানা খবরাখবর। এটিও এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

পদ্য। সম্পাদক: রিমি দে। সংবেদন, লেকটাউন (বিদ্যাপীঠ রোডের কাছে) পো: শিলিগুড়ি টাউন-৭৩৪০০৪।

কবিতা বিষয়ক পত্রিকা 'নীল অক্ষর'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যাটি হাতে এল। ছোট, ছিমছাম এই পত্রিকায় কয়েকজন জনপ্রিয় কবির কবিতার পাশাপাশি অনেক নবীন কবির কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। এবং উল্লেখ্য এইসব তরুণ কবিদের লেখার মধ্যে যথেষ্ট চর্চার ছাপ রয়েছে। যেমন, পঙ্কজ মণ্ডলের কবিতা 'জ্বালিয়ে রাখলে কি প্রদীপ, রাত মুছে যাবে?/ আমি এনে দিতে পারি দূরন্ত নদীর স্রোত...' (উন্মোচন) কিংবা ঝিলম ত্রিবেদীর লেখা 'ব্যারিকেড পার হয়ে ঈষদুষ্ণ রাত/ দৃশ্যপায়ী চোখ পাতে ভিড়ে—/ তোরঙ্গে কারচুপি ভরছে ও কে!/ আঁধারে আঁধার লাগা অন্ধকার ভরছে ও কে!' তখন সত্যিই তা ভাবায়। এছাড়া এখানে তৈমুর খানের প্রবন্ধ 'নতুন কবিতা,' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ পঞ্চাশের পাঁচজন বিশিষ্ট কবির কবিতা নিয়ে হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চাশের পঞ্চস্বর' আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। তবে আরও ভাল হত যদি এই সময়ের কবি অর্থাৎ যাঁরা সদ্য কবিতা চর্চায় মেতে উঠেছেন তাঁদের কবিতা সম্পর্কে একাধিক আলোচনা থাকত। একই সঙ্গে লেখায় বানান ভুল যাতে না হয় তার দিকেও নজর দেওয়া আবশ্যক।

নীল অক্ষর। সম্পাদক: পঙ্কজ মণ্ডল। ফ্ল্যাট- এইচ/এক, দমদম হাউস, ২৪৬/১১, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০২৮।

কয়েকটি কবিতা, গল্প এবং নিবন্ধ নিয়ে 'প্রতান'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যা। কিন্তু এই ক্ষুদ্র উদ্যোগের মধ্যেও এমন কিছু বিষয় এখানে পাওয়া গেল যার উল্লেখ করতেই হয়। নিবন্ধকার স্বপন সোমের লেখা 'শিল্পী গওহরজানের জীবন ও গান' এবং ড. আনন্দমোহন পালের 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: কাঁটা ও কাদা বিড়ম্বিত জয়যাত্রা' নিবন্ধ দুটি তার মধ্যে অন্যতম। আজ থেকে বহুকাল আগে সম্ভবত বিশ শতকের প্রথম ভাগে গওহরজানের শিল্পীজীবন শুরু হয়েছিল। তারপর ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের তৃপ্ত করে তাঁর উঠে আসার অনেক অজানা কাহিনি এই লেখাটির মধ্যে পাওয়া যায়। অন্যটিতে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। তবে এটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়া ড. মলয় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাণিজ্যিকতার তোড়জোড়ে আনন্দরসে ভাটা' শীর্ষক লেখায় ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের 'মিরাটি' গ্রামের কথা, তাঁদের পরিবারের কথা নিয়ে এক সুন্দর স্মৃতিচারণ করেছেন। এই পত্রিকায় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে গল্প লিখেছেন ভগীরথ মিশ্র। রয়েছে দেবদাস আচার্য, গৌড় খাঁড়া, অমিত চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতা।

প্রতান। সম্পাদক: স্বপন চট্টোপাধ্যায়।
২৪ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড, কলকাতা-৭০০০৫৭।

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

সময়ের প্রতিবিম্ব

দীপঙ্কর রায়

ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের সম্ভাবনাপন্ন কয়েকজন প্রাক্তনী একযোগে গড়ে তুলেছেন একটি শিল্পগোষ্ঠী। শিল্পীরা বিভিন্ন বয়সের ও বছরের হলেও শিল্পচর্চাকে নেশা ও পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন প্রত্যেকেই। মনোতোষ মল্লিক, সমীরকুমার বোস, তপন কর্মকার, দীপক ঘোষ, সন্তু সাহা ও সুখেন্দু ভট্টাচার্য এই ছয়জন চিত্রশিল্পীর এবারের প্রদর্শনীর শিরোনাম 'সেই সময়'। সম্প্রতি কেমোল্ড আর্ট গ্যালারিতে মূলত ছোট আকারের কয়েকটি ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী হয়ে গেল। শিল্পীরা নিজ নিজ বিষয় ভাবনায়, বিভিন্ন মাধ্যমে ও কলাকৌশলে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কেন এই প্রদর্শনী প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন তা পরিষ্কার নয়। মনোতোষ মল্লিক বিভিন্ন খবরের কাগজের শিরোনামগুলির প্রেক্ষাপটে কোলাজ এঁকেছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বক্তব্যধর্মী চারটি ছবিতে এই সময়ের সমাজচেতনা ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমান রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তাঁকে বেশ নাড়া ও উৎসাহ দিয়েছে বলা যায়। দীপক ঘোষ তাঁর ছবিগুলিতে প্রাণীদেহের গঠনকে কিছুটা জ্যামিতিক ও যান্ত্রিকভাবে ফুটিয়েছেন। পেঁচার ছবি দুটির রং, টেক্সচার ও গঠনশৈলী বেশ জমাট। সমীরকুমার বসুর ছবিতে নারীদেহকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আবার অন্য একটি ছবিতে খাদ্যের জন্য হাহাকারের নির্মম সত্যকে অলংকরণ করেছেন। সুখেন্দু ভট্টাচার্যের একটিই ছবির বিমূর্তায়ন প্রকৃতির আভাস দেয়। তপন কর্মকারের ছবিগুলিতে আছে বঙ্গ নারীর নিত্য পূজাপাঠ ও কর্মব্যস্ততার সহাবস্থান। সন্তু সাহা নারীর সৌন্দর্যের অন্য এক রূপ আধ্যাত্মিকতায় দেখিয়েছেন। নারী মুখমণ্ডলে ঐশ্বরীক প্রভা, দেবী দুর্গার ন্যায় দিব্য চক্ষু, গলায় রুদ্রাক্ষের মালার সহাবস্থান সাধারণের মাঝে অসাধারণের ইঙ্গিত বহন করে। ছবির করণ কৌশল, গঠন, মনন প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক দিকগুলিতে শিল্পীদের কাছ থেকে আগামীদিনে আরও বুদ্ধিদীপ্ত ও পরিশীলিত প্রতিফলনের আশা রইল।

সৃজনীর শিল্পে শ্রীবৃদ্ধি

সাধারণ মানুষের মধ্যে শিল্পচেতনার উন্মেষ ও সচেতনতা ঘটাতে রাজপথে কখনও কখনও শিল্পীরা বা শিল্প সংগঠকরা ছবি ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগেও দেয়ালে ম্যুরাল বা ছবি দিয়ে তাকে নান্দনিক করে তোলা হয়। এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে কে সি দাশ মিষ্টির দোকানের ম্যাজেনাইন ফ্লোরের রেস্টুরেন্টে সেরকমই একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। শিল্পী দেবশ্রী দত্ত মেহেতার বেশ ছোট আকারের কয়েকটি ছবি নিয়ে প্রদর্শনী। প্রধানত অ্যাক্রেলিক ও পেনসিল শেডের মাধ্যমে নিসর্গচিত্র রচনা করেছেন। মূলত ফোটোগ্রাফির অনুকরণীয় ছবিগুলিতে বর্ণ প্রয়োগের কৌশল শিল্পী কিছুটা রপ্ত করেছেন। নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা শৈলী বা করণ কৌশল তৈরি না হলেও এর মধ্যে অনেকগুলি একক প্রদর্শনী করে ফেলেছেন এই স্বশিক্ষিত শিল্পী। উদ্যমী এই শিল্পীর কাছ থেকে আগামীদিনে নতুন কিছু সৃষ্টিধর্মী কাজ দেখবার আশা রইল। ⌘⌘

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ-এর বই

স্টল নং 443

হীরেন চট্টোপাধ্যায়
কবি ও কবিতা : কায়া ও মায়া ৩০০
সাহিত্য প্রকরণ ১৫০ **এসেছে রবির কর** ১৫০
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য (সম্পাদিত) ৩০০
গল্পচর্চা (সম্পাদিত) ৪৫০ **গল্প পাঠকের ডায়ারি** ১৫০
তপোধীর ভট্টাচার্য
উপন্যাসের বিনির্মাণ ২০০ **ছোটগল্পের প্রতিবেদন** ১৫০
বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ ২০০ **আখ্যানের সাতকাহন** ১৫০
কথার সময় : সময়ের কথা ২০০
হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
অশ্বমেধের ঘোড়া ও অন্যান্য প্রবন্ধ ১২০
কবিতা নিয়ে ৮০ **আমার জীবনানন্দ** ১০০
সুভাষ ভট্টাচার্য
ভাষার তত্ত্ব ও বাংলা ভাষা ১৬০
স্বপ্নের ভুবন : রবীন্দ্রনাথের গান ১৫০
বিপ্লব চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য ১৫০
ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক ইতিহাস ৫০০
সমরেশ মজুমদার
রবীন্দ্রনাথের গল্প : বিশ্লেষণী পাঠ ২০০
জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য (সম্পাদিত) ২৫০
শুভাশিস চক্রবর্তী
ছুটির লেখা ১০০
পিনাকেশ সরকার
কবির কবিতা : কবির গদ্য ২০০
রবীন পাল
উপন্যাস চিন্তা : পাঁচজন আধুনিক কবি ১৫০
সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি ২০০
শেখ মকবুল ইসলাম
লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ ৪০০
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও লোকসংস্কৃতি ১০০
অঞ্জন সেন
ঔপনিবেশিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতা ১৩০
অঞ্জন সেন ও শেখ মকবুল ইসলাম (সম্পাদিত)
সর্প-সংস্কৃতি ও মনসা ১৮০
অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ (সম্পাদিত)
উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব ১২০ **কবিতার ভাষা** ১৫০
রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান২০০
মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান ১৩০
অনন্যা বড়ুয়া
হাসুলী বাঁকের উপকথা : প্রাসঙ্গিক পাঠ ৯০
প্রণয়কুমার কুণ্ডু
রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ২৫০
রাণু ঘোষ কর্মকার
সাহিত্যের খুঁটিনাটি ১২০
তিন সাহিত্যের কথা (সংস্কৃত, ইংরেজি, হিন্দি) ১৫০
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজসভার কবি ও কাব্য ১০০
প্রবীর প্রামাণিক
উনিশ ও বিশ শতকের নির্বাচিত প্রবন্ধকার ১৫০
ভবেশ মজুমদার
শ্রীকান্ত চর্চা ১০০ **ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল** ১৫০
মঙ্গলকাব্য : কবিকঙ্কন চণ্ডী ১৫০
কৃষ্ণগোপাল রায়
ঘরে বাইরে : নবনিরীক্ষা ১৫০ **মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য** ১৩০ **মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য** ১৫০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
শিল্পিত স্বভাব ১৫০
যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে ১৫০
সুদীপ বসু
বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা ২৫০
মীর রেজাউল করিম ও তন্ময় মিত্র
পুঁথি গবেষণার সহজ পাঠ ১৫০
উৎপল মণ্ডল ও কামনা মজুমদার
মহাশ্বেতার গল্প : মহাশ্বেতার সন্ধানে ১৫০
জহর সেনমজুমদার
মধ্যযুগের কাব্য : স্বর ও সংকট ১৫০
নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
ভোরের পাখিরা (উনবিংশ শতকের কাব্যসংগ্রহ) ৫০০
নাড়ুগোপাল দে
উনিশ শতকের বাংলা রেনেসাঁস ও বঙ্কিমচন্দ্র ২০০
অপূর্ব দে
নাট্য সাহিত্য : নাট্য ব্যক্তিত্ব ২০০
সৌগত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত)
বাংলার ছড়া : ছড়ার বাংলা ৩০০
স্বাগতা দাসমোহান্ত (সম্পাদিত)
ঢোঁড়াই চরিত মানস : অন্ত্যজ জীবনের মহাকাব্য ১৫০
সাহিত্য বার্তা (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস) ১৬০
শাওন নন্দী
পঞ্চাশ : কবিতার নয়াচর ৩৫০
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য
সালেমন, কবিরণ : বজবজে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫০
দিনময়ী, সারদাসুন্দরী : কিছু বুজে যাওয়া স্বর ৫০
জয়তী ঘোষ
বাংলা থিয়েটারের অভিনেত্রী : সংগ্রাম ও সৃজনশীলতা ২৫০
রামী চক্রবর্তী
কথাসাহিত্যে নারীপরিসর ও অন্যান্য ১৫০
বর্ণালী হাজরা
বাংলা কবিতায় প্রতিবাদ ২০০
জীবেন্দু রায়
কালান্তরের পথিক বিবেকানন্দ ১০০
রবীন্দ্রসৃষ্টি ও মননের ভূমিকা ২০০
মৌ চক্রবর্তী
সোনা নয় রূপা নয়, জ্যোর্তিময়ী দেবী সৃষ্টি ও মূল্যায়ন ২০০
শম্ভুনাথ কোলে
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী : জীবন ও সাহিত্য ১০০
গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট
দেবীগর্জন : গণদেবতার লোকায়ত প্রতিবাদ ১২০
ফটিক চাঁদ ঘোষ
নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য ৩৫০
চিত্রা সরকার
বাংলা কবিতা : সময়ের অন্তর্দাহ ১৫০
সামাজিক ও আত্মিক সংকট : প্রেক্ষিত বাংলা কথাসাহিত্য ১৫০
মণিলাল খান
বাংলা ও বাঙালীর অকথিত ইতিহাস ২০০
চন্দন কুমার কুণ্ডু
ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ : বাংলা উপন্যাসের দর্পণে ২০০
কেয়া চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যাসুন্দর কাব্যধারা : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার ১৫০
শ্রাবন্তী রায়
মরমিয়াবাদ ও তিন ভারতীয় কবি ১৫০
রেবা দাস
রবীন্দ্রগল্পে নারীর কথা ১৫০
কণিকা বিশ্বাস
মহাবিদ্রোহের একটি দুষ্প্রাপ্য উপন্যাস ও অন্যান্য ২০০
স্নিগ্ধা চট্টোপাধ্যায়
পথে প্রবাসে : প্রবাসের পথে ১০০
হেনা সিনহা
বাংলা উপন্যাসে দেশ ভাগ : ভগ্ননীড়ের বেদনা ২০০

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)
মধুসূদনের প্রহসন : একেই কি বলে সভ্যতা?
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ১৩০
বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর ১৩০
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক ১৮০
মীনাক্ষী সিংহ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান ৮০
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস ১৫০ **উপন্যাসের যৎকিঞ্চিৎ** ১৩০
মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরিক্রমা ১৩০
মনসামঙ্গল : জীবনবীক্ষার আলোকে ১৩০
জহরলাল বেরা
সুনির্মল বসু : জীবন ও সাহিত্য ১৫০
অচিন্ত্য বিশ্বাস
কঙ্কাবতী : বাস্তব ও স্বপ্নের নকশিকাঁথা ১৫০
রিয়া চক্রবর্তী
শামসুর রাহমান : কবিতার মানচিত্র ১০০
সমাজের চিত্রকল্প : কবিতার কোলাজ ১৫০
সুদীপ্তা তরফদার
বাংলা শিল্প-আলোচনার প্রথম পর্ব ১৫০
নন্দনতত্ত্বে পাঁচ শিল্পী ১০০
জ্যোর্তিময় সেনগুপ্ত
অসমের বাংলা লিটিল-ম্যাগাজিনে ছোটগল্প চর্চার প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ ১৫০
সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র অনুবাদে রবীন্দ্র নাটক : রূপান্তরিত সৃষ্টি ২৫০
সঞ্জীব দাস
বাস্তববাদের বহুরূপ ও শৈলজানন্দের কথাসাহিত্য ২০০
মীর রেজাউল করিম, সুবোধ যশ ও তন্ময় মিত্র (সম্পাদিত)
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গল ১৫০
শম্পা মিত্র
মুক্তধারা : মুক্ততন্ত্রের দিকে যাত্রা ১৩০
প্রতাপরঞ্জন হাজরা
অমরেন্দ্র ঘোষ : জীবন ও সাহিত্য সাধনা ১০০
রতনকুমার নন্দী
কর্তাভজা : ধর্ম ও সাহিত্য ১৫০
পথের পাঁচালী : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ১৪০
শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়
ছোটগল্প : তত্ত্বসন্ধান ও সমালোচনা চিন্তা ১৫০
তপন মণ্ডল
প্রসঙ্গ : বাংলা নাটক ১৫০
ক্ষীরোদচন্দ্র মাহাতো
মানভূমের আদিবাসী লোকদেবতা ১০০
অমরনাথ করণ
প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী ২০০
সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)
প্রবন্ধ ও সমালোচনা : ভাবনার আলাপন ১০০
রূপা ভট্টাচার্য
মেয়েদের কবিতা : আরেক পৃথিবী ১৫০
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় **তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ** ৫০
প্রলয় শূর **বিমলা এলা** ১২০
রজতকিশোর দে **দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী** ১১০
আলবিকা গঙ্গোপাধ্যায় **কবির গদ্য** ১৫০
ভাস্কর চৌধুরী **ছোটগল্পের অন্দরমহল** ১০০
উৎপল মণ্ডল **রামায়ণ : পয়ার থেকে সংলাপ** ৬০
মনোজ ভোজ **শাস্ত্রে প্রেমে যন্ত্রণায় ছেঁড়া তার** ১০০
নন্দিতা পাল **অরুণ মিত্র : সৃজন ও স্বাতন্ত্র্য** ১৫০
পঞ্চানন মালাকর **জীবনানন্দ : স্বাতন্ত্র্য সন্ধান** ২৫০
রীতা মোদক **কথা প্রগতি : দীপেন্দ্রনাথ** ১২৫
মালবিকা মণ্ডল **দেবীগর্জন : নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন** ১০০
রূপরাজ ভট্টাচার্য **ইলিয়াসের সৃষ্টি ভুবন** ১৫০
প্রসেনজিৎ মজুমদার **টলিউড দর্শন** ১২৫
শর্মিলা বাগচী **তারাশঙ্করের নিভৃত ভুবন ও ধাত্রীদেবতা** ৭০
বাদল সরকার **নাট্যসংগ্রহ** ১০০, **চারটি নাটক** ১০০

বইমেলা

পাবলিশার্স এবং বুকসেলার্স গিল্ডের উদ্যোগে বইমেলা শুরু হয়েছিল ১৯৭৫-এ। এই বছর অর্থাৎ ২০১৩-য় কলকাতা বইমেলা ৩৭তম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রতিবছর বহির্বিশ্বের একটি দেশকে কলকাতার বইমেলায় 'থিম কান্ট্রি' হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এই বছর বইমেলার থিম কান্ট্রি বাংলাদেশ। সেই কারণে এবারের কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৩৬টি প্রকাশনা সংস্থা এসেছে তাদের বইয়ের বিপুল সম্ভার নিয়ে। এছাড়াও মেলায় সর্বমোট শ-পাঁচেক বইয়ের স্টল এবং লিটল ম্যাগাজিনের জন্য প্রায় ২০০টি টেবল রয়েছে। ব্রিটেন, ইজ্রায়েল, হংকং, চিন থেকে এসেছেন বেশ কিছু প্রকাশক সংস্থা। গিল্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে এবারের মেলায় ছ'টি হলকে সদ্যপ্রয়াত ছয়জন শিল্পীর নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, হুমায়ুন আহমেদ, পন্ডিত রবিশঙ্কর, ভূপেন হাজারিকা এবং ইন্দিরা গোস্বামী। ২০১৩-য় পাবলিশার্স এবং বুকসেলার্স গিল্ডের পক্ষ থেকে এবারের সাহিত্যিক শংকরকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হল।

বইমেলার এই দীর্ঘ পথের দিকে ফিরে তাকালে মণিমুক্তোর মতো অনেক স্মৃতিই ভেসে ওঠে। কবি শিল্পীরা যখন ফিরে তাকান তাঁদের স্মৃতি থেকে দ্যুতিও ঝড়ে। এবারের প্রচ্ছদকাহিনিও সেই বইমেলাকে ফিরে দেখলেন এ বঙ্গের কিছু কৃতী মানুষ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন **বুবুন চট্টোপাধ্যায়**। সঙ্গে থাকল মেলায় প্রকাশিত নতুন বইয়ের খবরাখবর। জানিয়েছেন **অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়**

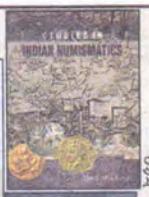

সন্ন্যাসী বীর স্বামী বিবেকানন্দের
অনন্ত জীবনের প্রথম আলো
জহর মুখোপাধ্যায়
সকাল বেলার বিলে ১২৫
অসংখ্য ছবিসহ
কেমন করে মানুষ ওড়ে ৮০, ময়লা হাতের থাবা ৮০,
উজ্জ্বলকুমার দাস
কথায় কথায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সামগ্রিক জীবন নিয়ে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার
এ বই ছাত্র-গবেষক-অধ্যাপক সহ সব ধরণের পাঠকের চিন্তাবিশ্বে ঝড় তুলবে।
ইমানুল হক
কথাসাহিত্যের ফাঁপা দুনিয়া ১৫০
অরূপ শঙ্কর মৈত্র
ছাঁচভাঙা মূর্তি ও অন্যান্য ২০০
৩টি নাটকের সংকলন
ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী রচিত
বুদ্ধ দেশে দেশে
মমি রহস্য ৫০, অজানা বামিয়ান ৬০,
বইয়ের বাড়ি বেলভেডিয়ার ৭০, সাতরাজ্যের মমি ১০০,
দি বামিয়ান বুদ্ধা ১০০, নবনারীকুঞ্জ ৬০,
গোপালকৃষ্ণ রায়
উপন্যাস
হরিলক্ষ্মীর আত্মকথা
জনজাতির জীবনকাব্য ১৫০,
মটুল বউ ৭০
ড. চিররঞ্জন পোদ্দার
ফিরে ফিরে দেখি
পশুপাখিদের অধিকার বনাম মানুষের নৃশংসতা ৩০০
সম্পূর্ণ আর্ট পেপারে ছাপা। রঙীন চিত্রসহ
ভীমনারায়ণ মিত্র
স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান নিউমিসম্যাটিক্স
(২৫০০ বছরের ভারতীয় মুদ্রার ইতিবৃত্ত)
চিত্রপরিচালিকা
শতরূপা সান্যাল
অনন্যা ও অন্যান্য
ড. নবনীতা বসুহক
রবীন্দ্রনাথ নারী সমাজ অর্থনীতি
বইটিতে রবীন্দ্র জীবন সম্পর্কিত সমাজ ও সাহিত্য যেভাবে ধরা পড়েছে তা বাংলা সাহিত্যে বিরল
অঞ্জলি দত্ত
সুর মঞ্জরী
ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এক অনবদ্য সংকলন
প্রয়াগ বন্দ্যোপাধ্যায়
দি ক্যাবালরি অফ ফরগোটেন ফ্লাওয়ার
ইংরেজী ৭৪টি কবিতা সংকলন
কালাচাঁদ রায়
উপন্যাস
মোহানায় দেখা
চৌমোহনা
চিত্তরঞ্জন পোদ্দার
যাপনকালের আয়নাপুকুর
রতন সন্যায়মত
৪০টি কবিতার সংকলন
সিদ্ধার্থ সিংহ
তৃতীয় চোখ
একটি রহস্য উপন্যাস
কলকাতা বইমেলায় আমাদের বই পাবেন
স্টল নং ৩৪০, ৩৩৫, ১৯৫ ও ১৮০
লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক
দেবাশিস বাগচীর
সাম্প্রতিক বই
ময়ূখ অর্ধশতাব্দীর পরিসরে লেখা কবিতা
১০০ টাকা
তাও কি জানি
চীনা 'তাও' দার্শনিকদের ৩৬৯টি মণিমুক্তার বাংলায় পদ্যানুবাদ
২০০ টাকা / US$ 15
এক প্রস্থ বাংলা হাইকু
২৫৬টি স্বরচিত বাংলা হাইকু
১৫০ টাকা / US$ 10
প্রবন্ধ বিচিত্রা
একুশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন
২৫০ টাকা / US$ 20
গ্রেনলেনডিংগা কথা ও লাল এরিকের কাহিনী
(ভাইকিংদের আমেরিকা আবিষ্কার) দুটি আইসল্যাণ্ডীয় সাগার অনুবাদ, মূল সাগা দুটি ও প্রশ্নানুশীলনসহ ১৫০ টাকা / US$ 10
দ্য ফরবিডিং থর্নস
রবীন্দ্রনাথের ১৫টি দেশাত্মবোধক গানের স্বচ্ছন্দ ছন্দবদ্ধ অনুবাদসহ ইংরাজী কবিতার সংকলন ৩০ টাকা
নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাবস্টান্স অ্যাবিউজ (৩ খণ্ড)
মাদক ওষুধ ও দ্রব্যের আন্তরিক বিশ্লেষণ ২৫০০ টাকা
নিম্বার্ক ফিলজফি
বৈষ্ণবাচার্য নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন
২০০ টাকা, ১২৫ টাকা / US$ 15; US$ 10
থ্রী বুকেস অব হাইকু
ইংরেজীতে রচিত ৫৬২টি হাইকু
১৫০ টাকা / US$ 15; US$ 10
গেইটওয়ে টু দ্য গীতা
ব্রজবিদেহী সন্তদাসজীর গীতার উপক্রমণিকার ইংরাজী অনুবাদ
২৯৫ টাকা / US$ 15
শ্রী শ্রী চণ্ডী
মূল সংস্কৃত ও বাংলাসহ ইংরাজী মুক্তছন্দে অনুবাদ
(সঙ্গে এমপি-৩ সিডিতে সম্পূর্ণ পাঠ) ৪৯৫ / US$ 30
প্রিটোনিয়া
পাবলিশার্স অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটরস্
১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
দুরভাষ: ২২৪১ ২১০৯ ● ৬৪৫৪ ২১০৯
e-mail : pritoniapublishers@gmail.com
দিল্লীতে : ডি বাগচী, নতুন দিল্লী- ১১০০৭৮
ফোন : ৯৮৯৯২৫২৫৯১ দীপক পাবলিশার্স : ৯৮১১৫৪৩৬১৯

বইমেলার স্মৃতি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (কবি)

গত কয়েক বছর ধরে সেরকমভাবে আর বইমেলায় যাওয়া হয় না। মানে শরীর পারমিট করে না, কিন্তু যেতে তো সবসময়ই ভীষণ ইচ্ছে করে। বইমেলায় কি আর শুধু বই কিনতে যাওয়া? তা তো নয়। এত বই চোখের সামনে দেখা সেটাও তো বিরাট প্রাপ্তি। এছাড়াও বইমেলায় গেলে কত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়। কাজেই যেতে খুবই ইচ্ছে করে কিন্তু ওই যে বললাম শরীর। তবুও মাঝে মাঝে কোনও কোনও প্রকাশক টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। সেরকম কিছু ঘটলে যাওয়া হয়ে যায়। বইমেলা প্রথম এবং তার পরবর্তী কয়েকটি বছর যখন কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখন আমার মাঝে মাঝেই মনে হত যা কিছু ভাল, শুধু কলকাতাতেই কেন হবে? সেই আনন্দের উদ্দীপনা কেন গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে না? সেই আক্ষেপ এখন আর নেই। এখন তো সারাবছর ধরে প্রতিটি জেলায় এমনকি মহকুমা সদরগুলোতেও বইমেলা হয়। শুধু বর্ধমানেই শুনেছি দশটি জায়গায় বইমেলা হয়। আমার মতে এটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। যদিও কেউ কেউ বলে এখন বইমেলায় অনেক ছেলেমেয়েরাই প্রেম করতে যায়। তা যাক না, বইয়ের ধারে-কাছে যদি প্রেম করে করুক না। আসলে বইয়ের কোনও বিকল্প নেই। পাশ্চাত্য জগতে written words-এর মূল্য কমে গেলেও আমাদের দেশে সেটি হওয়ার নয়। কারণ এখানে জনসংখ্যা এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী যে বিরাট বাজার— একে তো হেলাফেলা করা যায় না। আর যে কোনও উন্নয়নশীল দেশের ধর্ম হল পুরনোকে আঁকড়ে নতুনকে আহ্বান। কাজেই পাশ্চাত্য দুনিয়ার মতো এখানে কম্পিউটারের বোতাম টিপে পাঠাভ্যাস তৈরির পাশাপাশি ছাপার হরফ পড়ার অভ্যাসটিও থাকবে। যেমন রান্নার গ্যাস আছে বলে কি ঘুঁটে, কয়লা নেই? সেরকমই এখানে নতুন কোনও চিন্তা বা পদ্ধতি পুরনোকে displace করে না— আমার মনে পড়ছে কয়েক বছর আগেও কয়েকটি বাংলা কাগজে খ্রিস্টাব্দর পাশাপাশি বঙ্গাব্দ এমনকি শকাব্দেও ডেটলাইন দেখেছি। কাজেই বই এবং অজস্র বইয়ের বইমেলার কোনও বিকল্প হয় না।

প্রফুল্ল রায় (সাহিত্যিক)

রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকে বইমেলার সেই শুরুর সময়টা এখনকার মতো মেলায় এত গ্ল্যামার ছিল না। এখন যেমন মেলায় নানা ধরনের খাবারের স্টল, টিভি চ্যানেলগুলোর নিজস্ব স্টল, এসব ছিল না। শুধু কফি হাউসের একটি ছোট আউটলেট থাকত, সেখানেই সকলে মিলে চা-কফি খেত। ওই চত্বরটা কলকাতার যে কোনও দিক দিয়ে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। তাই প্রচুর মানুষও আসতেন। আমরা তখন মাঝবয়সি। লেখক হিসেবেও মধ্যমানের খ্যাতি। ওইখানেই মনে আছে জীবিতকালে কিংবদন্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মতো লেখকদের দেখেছি। ওইখানেই পেয়েছিলাম আমার ছেলেবেলায় হারিয়ে যাওয়া ঢাকার বন্ধুদের। ঢাকা থেকে আমার কিছু বন্ধু বইমেলায় এসে আমার নাম ঘোষণা করেছিল। ওইভাবে তাঁদের সঙ্গে আবার দেখা হওয়াটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত ছিল। এখন যেখানে মেলা হয়, বিস্তারে নিশ্চয় অনেক বেড়েছে, স্টল এবং প্রকাশনা সংস্থাও সংখ্যায় অনেক বেড়েছে, কিন্তু এই বয়সে আর আগের মতো প্রতিদিন মেলায় যাওয়ার সাহস হয় না। কোনও কোনও প্রকাশক নিয়ে গেলে তবে যাওয়া হয়। দু-তিনবছর আগে মিলনমেলায় গিয়েছি। আমার বইয়ের প্রকাশকের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ প্যান্ট-টি-শার্ট পরা দুই যুবতী আমার বই কিনে সই করে দিতে বলল। আমি একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, কী করো, ওরা বলল আই টি সেক্টরে কাজ করি। আরও একটু অবাক হয়ে বললাম, তোমরা বাংলা বই পড়? একটি মেয়ে সটান জবাব দিল, কেন পড়ব না? আমাদের সমাজ-রাজনীতি বুঝতে গেলে আপনাদের লেখা তো পড়তেই হবে। এখন বেশিরভাগ মানুষ যখন বলে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা বাংলা বই পড়ে না, সেখানে দুই তরুণীর বাংলা বইয়ের প্রতি এরকম আকর্ষণ সত্যিই ভাল লেগেছিল। আর একবার জানো, বইমেলা থেকে বাড়ি চলে এসেছি, রাত্রিবেলা বেল বাজিয়ে এক দম্পতি এলেন। এসে বললেন, আমরা নর্থ বেঙ্গলে থাকি, কাল ভোরে চলে যাব। শুনলাম মেলায় আপনি গিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা হয়নি। তাই বাড়িতে এলাম বইটি যদি সই করে দেন। লেখক হিসেবে পাঠকের থেকে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে? একবার জানো তখন ময়দানে বইমেলা হত। আমি এবং আমার সমসাময়িক কিছু বন্ধু মিলে ঠিক করলাম আমরাও বইমেলায় একটা স্টল দেব। স্টলের নাম হল 'লেখকদের বইয়ের দোকান'। সে যে কী বিক্রি হয়েছিল কী বলব। বিভিন্ন প্রকাশকরা তাদের নিজেদের বই আমাদের স্টলে দিয়ে যাচ্ছে। বিক্রির জন্য। কারণ পাঠকদের দাবি তারা শুধু এই দোকান থেকে বই কিনবেন। এমনকী অনেক লেখকও ওখান থেকে বই কিনেছিলেন। সে বেশ মজার ব্যাপার হয়েছিল। বইমেলাকে ঘিরে এইরকম কত স্মৃতি যে ভিড় করে আসছে।

প্রতিবছর শুনি বইমেলায় ভিড় বাড়ছে। তার মানে বইকে ঘিরে মানুষের মধ্যে একটি উৎসাহ সঞ্জীবিত হচ্ছে। এটা খুব বড় ব্যাপার। বাঙালির দুর্গাপুজো, কালীপুজোর পর বইমেলাই একমাত্র উৎসব যেখানে কোনও ধর্মের গন্ধ নেই। এটা নিঃসন্দেহে খুব বড় ব্যাপার।

বাণী বসু (লেখক)

১৯৭৫-এ প্রথম ময়দানে বইমেলা শুরু হল। তখন আমি কলেজে পড়াই। বেশিরভাগ দিনই কলেজ থেকে সহকর্মীদের সঙ্গে বইমেলা যেতাম। তিন-চারজন একসঙ্গে খুব হইহই করে যাওয়া হত। মনে আছে সেবার বইমেলা পুড়ে গেল, সেবার মেলায় জাঁক দেরিদার বক্তৃতা ছিল। সেবার সেই মেলায় যাওয়ার আকর্ষণটা খুব বড় ছিল। তারপর তো পুড়ে যাওয়ার পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একটি মেকশিফ্‌ট ব্যবস্থা করলেন। মনে আছে সেবার বুধসন্ধ্যার একটি অনুষ্ঠানে সেই পোড়া মঞ্চের উপর বসে কত মানুষকে মেলায় আসার জন্য উৎসাহিত করেছি। ময়দানে বইমেলায় ধুলোয় ধূসরিত হলেও অন্যরকম একটি টান ছিল। পরবর্তীকালে যুবভারতী এবং মিলনমেলায় ধুলো একটু কমলেও আমার যেন এখনও মনে হয় বইমেলা এখনও সেরকম Organized নয়। হয়তো হওয়ার চেষ্টা চলছে। তবু কোথায় মেলার অফিস, কোন পথে আমার প্রার্থিত স্টলটি এসব ব্যাপারে এখনও ধোঁয়াশা আছে। মেলার শুরুতেই যদি আমরা হাতে একটি নির্দিষ্ট ম্যাপ পেয়ে যাই, ঘুরতে অনেক সুবিধা হয়। এছাড়াও আগে মেলায় খুব ভাল ভাল অনুষ্ঠান

অভিযান-এর বই

কলকাতা বইমেলায়
অভিযান-এর
স্টল নং
৪০৪

২০১৩ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত অভিযান-এর নতুন বই

আচার বিচার সংস্কার নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি ১০০

কেন গড়ে উঠেছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার? হারিয়ে যাওয়া আচার বিচার বর্তমান জীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার গভীর বিশ্লেষণ ও সঙ্গে বুদ্ধিদৃপ্ত রসিকতায় তৃপ্ত হবেন পাঠক।

বাঘ শিকারী রাজামশাই রতনতনু ঘাটী (ছোটোদের গল্প) ৬০
তর্কে তক্কে সা'আদুল ইসলাম (প্রবন্ধ সংকলন) ২০০
জীবনচরিতে প্রবেশ দেবেশ রায় (উপন্যাস) ২০০

শৈলীতত্ত্ব ও ছোটোগল্পে জীবনানন্দীয় শৈলী
ঝন্টু দাস ৩০০

নষ্ট প্রেম অন্তর গুপ্ত ১১০

জসীম উদ্দীন: জীবন ও সাহিত্য
সম্পাদনা এন জুলফিকার ৪০০
পল্লিকবিতার ঘ্রাণ যে কবির কবিতার প্রধান বিষয় সেই জসীম উদ্‌দীনের জীবন ও সাহিত্য সাধনার নানান দিক নিয়ে দু-বাংলার স্বনামধন্য গবেষক ও প্রাবন্ধিকদের গদ্য ও প্রবন্ধের সংকলন।

এই প্রথম বাংলাদেশে প্রকাশের আগেই পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত হল **হাসান আজিজুল হক**-এর
টান
একদিকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিকালের দোলাচল অন্যদিকে শিকড়ের আকর্ষণে বারবার ফিরে আসা একজন মানুষের জীবন, তার ওঠা পড়া ধরা পড়েছে এই লেখায়। রাঢ়বঙ্গের জীবনবাদী লেখক ফিরে এসেছেন তাঁর নাভীমূলের টানে। ৮০

ছোটোবেলার প্রিয় শখ ২২৫
বিখ্যাত মানুষদের ছোটোবেলার প্রিয় শখ এবং আজকের ছোটোদের প্রিয় শখ নিয়ে একটি সংকলন

মুনলাইট সোনাটা অমর মিত্র ১৫০

মুনলাইট সোনাটা ও এখন মৃত্যুর ঘ্রাণ - এই দুই উপন্যাস নিয়ে এই বই। দুটি উপন্যাসই বলেছে ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করা মানুষের কথা। এই দুই উপন্যাস সেই ক্ষমতা অর্জন আর ব্যবহারের নানা বিন্দুকে নানা ভাবে ছুঁয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রেমের গান
সংকলন ও সম্পাদনা **শান্তি সিংহ** ১৫০
গানগুলির প্রয়োগ ও তার সঠিক প্রেক্ষিত বিশদভাবে আলোচিত। শিল্পী নূপুরছন্দা ঘোষের পরামর্শে একগুচ্ছ স্বরলিপি সংযোজিত।

অনুগল্প সংগ্রহ স্বপ্নময় চক্রবর্তী
গল্পের একটা ফর্ম এই 'অণুগল্প' বর্তমানে পাঠকেরা বিশেষভাবে সমাদর করে থাকে। বিখ্যাত গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কলমে বারবার এমন অনেক গল্পের স্বাদ পাওয়া যায়। তারই সংকলন এই গ্রন্থ।

পাতার পরিজন পল্লব কীর্ত্তনীয়া ১২৫
পল্লব কীর্ত্তনীয়াকে আমরা চিনি এক বিশিষ্ট প্রতিবাদী গায়ক হিসাবে। কিন্তু লেখক হিসাবেও তাঁর সুনাম বহুল প্রচারিত। পাতার পরিজন গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত কিছু রচনা যা ভিন্ন স্বাদের, যেখানে পাঠক পেয়ে যাবেন অন্য এক জগত।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্প
সম্পাদনা সাদ কামালী ৪০০
১৯৪৭ থেকে ২০০৭ — এই ৬০ বছর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য কালখন্ড। দেশভাগ, ভাষার লড়াই, স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতা উত্তর অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ এ-সবই উঠে এসেছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্পের এই মহৎ গ্রন্থে।

দুবাংলার আকাশ ও মাটি
বিমলেন্দু মজুমদার ৪০০
বাংলাদেশের পটভূমিকায় লেখা এক বৃহৎ উপন্যাস। ছেড়ে আসা মাটির যন্ত্রণার কথা।

পার্ল রহস্য রবিশংকর বল
এটি প্রথামাফিক কোনো গোয়েন্দা গল্প নয়। আবার গোয়েন্দা গল্পও বটে। একটি মনস্তাত্ত্বিক ট্রিটমেন্ট এই উপন্যাসটির মূলকেন্দ্র। কিন্তু তা জটিলতাহীন। পাঠক একবার পড়া শুরু করলে তা শেষ না করে উঠতে পারবেন না।

এলাটিং বেলাটিং ক্রিকেটিং
অলক চট্টোপাধ্যায় ১০০
রঙ্গময় ক্রিকেটের বিচিত্র রং-বেরঙের কাণ্ড, অদ্ভুত সব রেকর্ডের গল্প আর হারানো দিনের চরিত্র ইত্যাদি সব নিয়েই এই বই। ডাংগুলি-র বিলিতি দাদার কাহিনি অন্তহীন, এখানে তার একটা ছোট্ট অংশ ধরা পড়েছে।

এপিটাফ সুবীর সরকার ৭০
নয় দশকের কবির গদ্য সংকলন। উঠে এসেছে সময় ও সমাজ ভাবনার ব্যক্তিগত অনুভূতি।

অভিযান পাবলিশার্স
৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
+৯১ ৮০১৭০৯০৬৫৫
email: abhijan_publishers@rediffmail.com
Abhijan Publishers on Facebook:
www.facebook.com/abhijanpublishers

হত, দেশ পত্রিকা একটি বিতর্কসভার আয়োজন করত। এখন সেরকম অনুষ্ঠান কোথায়? উল্টে সবকিছু বড্ড কমার্শিয়াল মনে হয়। মেলায় যাওয়ার টান থাকলেও নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার অভাবে এখন যেতে হয় অনেক ভেবেচিন্তে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য (লেখক)

ময়দানের বইমেলার সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে গেছে। ময়দানে যখন বইমেলা হত তখন লেখক হিসেবে আমাকে সেরকমভাবে কেউ চিনত না, সেই সময় রাধানাথ মণ্ডলের একটি স্টল থাকত, সেই স্টলে বসেই আমাদের সারাদিন আড্ডা চলত। ওখানে বসে সারাদিন চা, মুড়ি সহযোগে আমরা নতুনরা সকলে সকলের বই বিক্রি করতাম। ক্রেতাদের বলতাম, নতুনদের বই পড়ে দেখুন। দিনের শেষে দেখা যেত কারোর একটা, কারোর বা ৮/১০টা বই বিক্রি হয়েছে। সেই নিয়েই কী আনন্দ। একবার হয়েছে কী, ময়দানে এসি হলে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেই অনুষ্ঠানে সুনীলদা ছিলেন। হঠাৎ একটি বাচ্চা ছেলে আমাকে চিনতে পেরে আমার অটোগ্রাফ চাইল। আমি তো সুনীলদার সামনে কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, এখানে নয়, এখানে নয়, বাইরে গিয়ে দেব। ওমা তারপর বাইরে এসে একজন থেকে দুজন, দুজন থেকে দশজন, শেষমেশে জনাকুড়ির একটা দল আমাকে ঘিরে ধরল। একে আমি বেঁটে মানুষ, তার উপর ওই জায়গাটা কীরকম অন্ধকার। মনে আছে, পাশ দিয়ে একজন অবাঙালি জিজ্ঞেস করল, ইধার কেয়া হো রহা হ্যায়। জনৈক বলল, অথর অটোগ্রাফ দে রহা হ্যায়, সেই শুনে ওই অবাঙালি ভদ্রলোক অটোগ্রাফ! মুঝে ভি এ চাইয়ে বলে ভিড়ে এগিয়ে এল। সেই বয়সে একজন উঠতি লেখক হিসেবে পাঠকদের এই আগ্রহ নিঃসন্দেহে ভাল লেগেছিল। কিন্তু সেই ভিড়ে আমার এমন অবস্থা হল, শেষে পুলিশ এসে জনগণকে সরিয়ে আমাকে একটি ফাঁকা জায়গায় এনে বসাল।

এখন বয়সটা অনেকটা বেড়ে গেছে। তবু বইমেলা আজও টানে। একটা উৎসব, একটা কার্নিভালের মতো মনে হয়।

জয় গোস্বামী (কবি)

একটা সময়ে বইমেলায় পায়ে হেঁটে ঘুরতাম। মেলায় লিটল ম্যাগাজিনের কত কবি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হত। সেই দেখা হওয়াটা খুব আনন্দের ছিল। সেই জন্য প্রতিদিন মেলার টানে, বন্ধুদের টানে রানাঘাট থেকে ছুটে আসতাম। এখন যখন আমার সেই বয়সের ছেলে-মেয়েদের দেখি নতুন লিখছে, পত্রিকা করছে, বইমেলার জন্য বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে সেই সময়ের স্মৃতিগুলো ভিড় করে আসে। সেই সময় আমি মেলার মাঠে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতাম। সেখানেই দেখা হত আরও অনেক পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু এখন আর সেই মানুষগুলোকে খুঁজে পাই না। বন্ধুতা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আমার পরিচিত দু-একটি স্টলে যাই। কিছুক্ষণ বসে চলে আসি। হয়তো আমার স্বভাব দোষেই পুরনো মানুষগুলোর সঙ্গে বিচ্ছেদ তৈরি হয়েছে। তবে এভাবে দূর থেকে দেখাটাও আমার খারাপ লাগে না। ময়দানের পর যখন বইমেলা সরতে সরতে মিলন মেলায় এল অনেকেই তখন ভয় পেয়েছিলেন মেলায় হয়তো আর সেরকম ভিড় হবে না। কিন্তু কোথায়? প্রতিবছরই তো দেখছি মেলার বিস্তার ঘটছে। এই যে প্রতিদিন বইকে উপলক্ষ করে এত মানুষ আসছেন এই ব্যাপারটা আমার বেশ ভাল লাগে। বইমেলা ক্রমশ বাঙালির কাছে একধরনের বার্ষিক মিলন মেলার জায়গা নিয়েছে। এটা আমাদের কাছে খুব কম পাওয়া নয়। কাজেই সামগ্রিকভাবে আমার বইমেলাটাকে মনে হয় মানুষের উৎসাহের সময়, বন্ধুত্বের সময়, পরস্পরের কাঁধে হাত রাখার সময়।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী (লেখক)

যে কারণে বইমেলাকে রবীন্দ্রসদন এবং ময়দান চত্বর থেকে সরে যেতে হয়েছে, সেই কারণটা আজও আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কী, না ওখানে নাকি বইমেলা দূষণ ছড়াচ্ছে। অথচ ওই ময়দান এবং রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকের মেলাই বারবার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। সেইসময় মেলায় প্রতিদিন বুদ্ধদেব গুহ, নারায়ণ সান্যাল, নিমাই ভট্টাচার্য-র মতো লেখকদের দেখতাম। তাঁরা প্রকাশকদের স্টলের সামনে একটি সোফায় বসে পাঠকদের অটোগ্রাফ দিতেন। এ ব্যবস্থা প্রকাশকরাই করতেন। কারণ তাঁরা ছিলেন প্রকাশকের ঘরে লক্ষ্মীমন্ত লেখক। তাঁদের দিয়ে অনেক বাণিজ্য হত। তাঁদের লেখার গুণেই বোধহয় তাঁদের মাথার পেছনে একটা হ্যালো থাকত। আমাদের প্রজন্মে সেরকম লক্ষ্মীমন্ত লেখক কই? যাঁদের লেখার গুণে প্রকাশক লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করতে পারে? কাজেই আমাদের কখনও প্রকাশকরা বলেন না, ওইভাবে বসে পাঠকদের সই বিলোতে। অবশ্য বললেও কি বসতে পারব? তখনকার লেখকদের সঙ্গে এ প্রজন্মের লেখকদের মানসিকতার অনেক পার্থক্য ঘটে গেছে। পাশাপাশি এখনকার বইমেলার নামে সংস্কৃতির যেভাবে পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে, বইমেলায় বইয়ের চেয়ে কীরকম অদ্ভুত একটা হই-হট্টগোলের পরিবেশ। প্রথমত টিভি চ্যানেলগুলো সর্বক্ষণ ক্যামেরা নিয়ে কিছু না কিছু করছে, আর তাতে একদল মানুষ উপচে পড়ছে। কারণ এখন টিভিতে মুখ দেখানোর মতো সোজা জিনিস আর কিছু নেই। আগে যেমন ফিল্ম আর্টিস্টদের যত্রতত্র দেখা পাওয়া একটু শক্ত ছিল, বলতে গেলে সেরকম পাবলিক প্লেসে তাঁদের দেখাই যেত না, এখন তো বইমেলাতেই দেখি হঠাৎ একদল মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল দ্যাখ দ্যাখ চুর্ণি, অথবা সুবর্ণলতার অনন্যাকে দেখে বলল, দেখ কীরকম প্যান্ট, টি-শার্ট পরেছে। সুবর্ণলতাকে কি এরকম পোশাকে মানায়? সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা জগাখিচুড়ি পরিবেশ।

প্রচেত গুপ্ত (লেখক)

কলেজ জীবনের পর থেকে আমার জীবনে বইমেলা এসেছে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে। ওই বয়সে বইমেলায় গিয়ে নানা সুন্দরী, অ-সুন্দরী মেয়েদের প্রেমে পড়ার চেষ্টা করেছি। 'ফেল' মেরেছি। তারপর একজন বান্ধবী হল, তাকে নিয়ে বইমেলায় ঘুরতে গেলাম, প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে দুজনে দু'দিকে ছিটকে গেলাম। সেই বান্ধবীকে বিয়ে করে যখন স্বামী-স্ত্রী মিলে বইমেলায় গেলাম, ভাবলাম এবার সব ঠিকঠাক চলবে। সেখানেও ঝগড়া। কারণ ওর পছন্দমতো স্টলে নাকি আমি ঢুকিনি। আর একটু বড় হয়ে যখন বইমেলায় গেলাম, কত বই কিনতে লোভ হত, কিন্তু সেখানেও প্রত্যাখ্যান, কারণ পকেটে পয়সা নেই। আর একটু বড় হলাম, লেখক হিসেবে একটু-আধটু নাম হচ্ছে, ভাবলাম এবার মেলার স্টলে গিয়ে আমার বই দেখব, ওমা, আমার বই একটাও নেই। অর্থাৎ আবার ফেল। এত কিছুর পরেও একমাত্র বইমেলা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেনি, বইমেলায় আবার যাব। বারবার যাব। গিয়ে দেখব, আর নতুন কী প্রত্যাখ্যান আমার জন্য বাকি আছে।

৩৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলায় (২০১৩)

প্রিয়শিল্প প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে

প্রবন্ধ □ জঙ্গলমহল—রাঢ়ভূম ও ঝাড়িখণ্ডের ভূমিব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও সংগ্রামী ইতিহাসের রূপরেখা: পশুপতি প্রসাদ মাহাতো □ এখনও রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ২২টি প্রবন্ধের সংকলন) : সংকলক — পিনাকী দাশগুপ্ত □ রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ বিভাবনে : প্রবন্ধ-বিভাস—শ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় □ গোধূলিলগ্নে নীল নির্জনতা : মালবিকা রায়চৌধুরী **গল্প** □ নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ (ছোট ও অনুগল্পের সংকলন) : কমল গুপ্ত □ নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ : কল্যাণ গুহ □ গুণমুগ্ধ : জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় □ পড়ন্ত বেলার গল্পকথা এবং অন্যান্য গল্প : ঝন্‌ঝা ভট্টাচার্য □ স্নেহের টান : মিনাক্ষী মজুমদার □ গল্প খোঁজা (নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ) : নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী

উপন্যাস □ তখন তারে চিনি : কমল গুপ্ত

অনুবাদ □ সাগরের শুক্তি : সতীশ দুবে (অনুবাদ : হীরালাল মিশ্র) **কবিতা** □ কবিতা সংগ্রহ (২য়): অজয় নাগ □ অবিনশ্বর জলযানে : পিনাকীনন্দন চৌধুরী □ দগ্ধ ডানা : অমৃতেন্দু মণ্ডল □ ইমনকল্যাণ কাঁদে চোখ : দিশারী মুখোপাধ্যায় □ প্যাপিরাসের পাতা থেকে : রমেশ পুরকায়স্থ □ নদী সেজে আছি : ভবেশ বসু □ মন খারাপের মন : নারায়ণ নন্দী □ সন্ন্যাসীর পায়ে শিকল : ভবেশ বসু □ উত্তম চৌধুরী সম্পাদিত: দৃশ্যমুখ কবিতা সংকলন □ আরও একটি সকাল : সুভাষ মজুমদার □ প্রাণের কথার তরী আমার : প্রতাপ সিংহ □ জলের বুকে দাঁড়িয়ে আছি : প্রবীর মিত্র □ রৌরবের পথে হাঁটি : সুপ্রিয় গুপ্ত □ অরণ্যে ধ্রুবতারা : সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস □ জুড়ন পুকুর : কুমারেশ তেওয়ারী □ শিবানী পাঁজার চারটে কবিতার বই : জীবনের ডাকবাংলো, প্রেমের আড়লায়, মানুষদ্বীপের রূপকথা, সংসার কবিতা □ ছন্নছাড়ার ছন্দের খোঁজ : বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী □ সমাপিকা : বিমলেন্দু সরকার □ দিগন্তে আলোর আভাস : সৌরভ গুপ্ত □ এক নদী মেয়ে : অসিত ঘোষ

আত্মজীবনী □ স্মৃতির সরণি বেয়ে : পদ্মা মিত্র □ মণিকথা (তৃতীয়) : মণিদীপা মুখার্জী

শিশু-কিশোরদের লেখা □ হেঁয়ালির উদ্ভাস: সম্পাদনা — কাবেরী ঠাকুর □ মায়াকাননের পাখিরা: পূরবী ঘোষ □ গল্পের উদ্ভাস : সম্পাদনা —কাবেরী ঠাকুর

চিকিৎসা □ ভেষজ (তৃতীয় খণ্ড) : মদনমোহন বেরা

আসন্ন কলকাতা পুস্তকমেলায় আমাদের স্টলে (২১৩) সবার সাদর আমন্ত্রণ

ছোট-বড় সবার নানারকম বইয়ের বিপুল সম্ভার

সমাদৃত কবিতা পত্রিকা কবিমন (১৫ বর্ষ) মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে

সম্পাদক : নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যাবতীয় যোগাযোগ : মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৩৩৯১০১৮৫০)

প্রিয়শিল্প প্রকাশন ৫ আনন্দপল্লী (ভূমিতল), যাদবপুর, কলকাতা-৩২

কথা : ৯৩৩৯১ ০১৮৫০

e-mail : sumanoj40@gmail.com • website : www.priyashilpaprakashan.com

সুধাংশু দে (প্রকাশক, দে'জ)

বইমেলার স্মৃতি বলতে তো ময়দান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া। এর চেয়ে বড় স্মৃতি আর কী হতে পারে? যদিও প্রকাশক হিসেবে বলতে পারি মিলনমেলাতেও বইমেলা ক্রমশ জমে উঠছে। এছাড়া এখানে শহরের বিভিন্ন দিকের মানুষের আসার অসুবিধার কারণে আমরা গিল্ডের পক্ষ থেকে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা বইমেলা স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা করেছি। এই বাসগুলি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পার্কসার্কাস, রুবি এবং উল্টোডাঙা থেকে ছাড়বে। এছাড়াও কিছু বইমেলাগামী সরকারি বাসও থাকবে। এবারে মেলার থিম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রায় ৩৫টি স্টল থাকবে। এছাড়াও চিন, হংকং, ইজরায়েল, ব্রিটেন, ইতালির স্টল থাকবে। এবারে গিল্ডের পক্ষ থেকে লেখক শংকর-কে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। পুরস্কারের মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা। শংকর বাঙালির অন্যতম প্রিয় লেখক। আরও অনেক লেখক আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। সুনীলদা নেই, শক্তিদা নেই, সিরাজদা নেই। মনে পড়ে সিরাজদাকে দেখেই অনেক পাঠক উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করত কর্নেল কেমন আছে। শ্যামল গাঙ্গুলি পাঠকদের অকাতরে সুনীল গাঙ্গুলির সই বিলোতেন। এইসব কথা আজ বড্ড মনে পড়ছে।

ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশক, পত্রভারতী)

বইমেলা মানেই তো আমাদের কাছে ময়দানের স্মৃতি। মেলার ভিতরে কফিহাউসে আড্ডা, আর একটু সন্ধে হলে কফিহাউসের পিছনে যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তু সেবন। মনে পড়ে বইমেলায় সমরেশ বসু আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পাশাপাশি হাঁটছেন আর পেছনে মহিলার ঝাঁক দৌড়চ্ছে ওঁদের কাছ থেকে সই নেওয়ার জন্য। তখন বইমেলায় কিছু কিছু রাজনৈতিক দল এসে মিছিল করত। একবার বুদ্ধদেব গুহ বললেন, এবার যারা আসবে তাদের পার্টির মেয়েগুলোকে আমি জাপটে ধরব। তারপর দেখি কেমন মিছিল করে। এখন তো মেলায় সেরকমভাবে বাচ্চা হারায় না। আগে কী হত বাচ্চা হারালেই তাদের অভিভাবকরা গিল্ডের অফিসে এসে তাদের নাম ঘোষণা করত। আমরা ঠিক করেছিলাম ১৪ বছরের কম হলে নাম ঘোষণা করা হবে। কোনও কোনও বুড়ো ধাড়ি নিজেদের নাম মাইকে শোনার জন্য ইচ্ছে করে নিজের নাম দিয়ে বলত অমুকে হারিয়ে গেছে। কোনও কোনও স্টল হোল্ডার-ও দুষ্টুমি করে বলতে বলত অমুক যেখানেই থাকো, এই স্টলের সামনে দাঁড়াও, অর্থাৎ বিনাপয়সায় তাদের স্টলের বিজ্ঞাপন হয়ে গেল। এক্ষেত্রে মিলনমেলা অনেক বেশি বাণিজ্যিক।

সাক্ষাৎকার : বুবুন চট্টোপাধ্যায়

বইমেলায় নতুন বই

দে'জ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুচর্চিত উপন্যাস **'অগ্নিপুত্র'** নতুন আঙ্গিকে বইমেলায় প্রকাশিত হল। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে অপ্রকাশিত থাকার পর বইটি প্রকাশ হল। শান্তিদেব ঘোষের **'অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা'** বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বইও প্রকাশ হল বইমেলা এই মেলায়। সঙ্গে থাকছে শান্তিদেব ঘেষের কণ্ঠে পাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিডি। বইটি সম্পাদনা করেছেন বিশ্বভারতীর আলপনা রায়।

'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ হল। বইটির সম্পাদনা করেছেন সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন মাইতি। বইটিতে অবন ঠাকুরের নানান মজার অভিজ্ঞতা ও তথ্যপূর্ণ ঘটনা স্থান পেয়েছে।সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা **'স্বপ্নের নিচে দাঁড়িয়ে'** প্রকাশিত হতে চলেছে। কথাসাহিত্যিকের আরও একটি সুখপাঠ্য রচনা নিঃসন্দেহে পাঠকমনকে নাড়া দেবে।

'সন্দেশ' পত্রিকার উপন্যাস সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে এ বছর। সমগ্র বইটি জুড়ে থাকছে **'ইলাসট্রেশন'**।

কলমিনী

সখারাম গণেশ দেউস্কর, জন্মসূত্রে মারাঠি, কিন্তু তাঁর বাংলা লেখার পারিপাট্য আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর লেখা **'দেশের কথা'** সর্বজনবিদিত। সুবিমল মিত্রের সম্পাদনায় এবার প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর বিপ্লবী সংগ্রহ বইটি। আরও একটি বিপ্লবীদের নিয়ে বই **'বিপ্লবীদের ডাইরি'** প্রকাশিত হবে। বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত দুর্লভ গবেষণাসমৃদ্ধ বইটিতে থাকছে জনপ্রিয় কয়েকজন বিপ্লবীর স্মৃতিকথা বিশেষ করে সেন্ট্রাল জেলে বন্দি থাকার দিনলিপি পড়ে শিহরিত হবেন আজকের পাঠক। বইটিতে অদ্ভুত সব বর্ণনার পাশাপাশি থাকছে দুষ্প্রাপ্য ছবি।

একসময় **'তত্ত্ববোধনী'** পত্রিকায় প্রকাশিত হত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ধারাবাহিক রচনা। এবার সেগুলি একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চলেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাতনি রত্নমালা দেবী। বইটি মূলত **'মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনী'** নামেই প্রকাশ পাবে আধুনিক পাঠকের জন্য।

মিত্র ও ঘোষ

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)-এর বই **'সেরা বিদূষক'** প্রকাশিত হল নতুন আঙ্গিকে। প্রকাশিত হল **'গ্রিক নাটক সংগ্রহ'** শীর্ষক নজরকাড়া সংকলন। গ্রন্থনায় থাকছেন সমীরকান্ত গুপ্ত।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা **'দশমাতৃকা তীর্থ'** নামক ভ্রমণ বিষয়ক বই।

আরেকটি ভ্রমণ বিষয়ক বই **'হিন্দুতীর্থ কাশী বারাণসী'**। এ বইটির লেখক অরুণ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশিত হল কঙ্কাবতী দত্ত লিখিত গল্প সংকলন **'কঙ্কাবতী দত্তর গল্প'**।

পত্রভারতী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা **'প্রেম ও অপ্রেম'** তিনটি উপন্যাসের সংগ্রহ এবং **'নবজাগরণের নায়কেরা'** শীর্ষক দুটি বই প্রকাশিত হল বইমেলায়। অনীশ দেব-এর লেখা **'দেখা যায় না শোনা যায়'** এবং **'কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র'** শীর্ষক দুটি বই প্রকাশ পাবে আগামী বইমেলায়।সমরেশ মজুমদারের লেখা দীর্ঘ কলেবরের বই **'কিশোরবেলা'**র প্রকাশ ঘটবে এই বইমেলায়। এটি উপন্যাস ও গল্পের সংকলন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের **'রাম থেকে কুম্ভ হয়ে পৃথিবীর ওপ্রান্তের ভ্রমণ সমগ্র'** শীর্ষক বইটি পাবেন বইমেলাতে । বইতে ধরা পড়বেন অন্য শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রচেত গুপ্তর গল্প সংকলন চাঁদ পড়ে আছেও প্রকাশিত হল বইমেলাতে।

অভিযান

বিষয়ে অভিনবত্ব আনতেই অভিযান-এর বই প্রকাশনার উদ্যোগ। আর সেই উদ্যোগের ফলস্বরূপ বইমেলা ২০১৩-তেও থাকছে উল্লেখযোগ্য

কিছু বই। প্রবন্ধ সংকলনের একটি সিরিয়াস বই লিখেছেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। **'আচার বিচার সংস্কার'** শীর্ষক বইটিতে হারিয়ে যাওয়া নানান ধর্মীয় আচার-বিচার বর্তমান সময়কে কতটা প্রভাবিত করেছে তারই অভিমুখ দেখিয়েছেন লেখক। কবি জসীমউদ্দীন-এর জীবন ও সৃষ্টির নানান বিশ্লেষণে এন জুলফিকার সম্পাদনা করেছেন **'জসীমউদ্দীন : জীবন ও সাহিত্য'** নামক গ্রন্থটিতে।

গদ্য সংকলন বিষয়ে প্রকাশিত হল বেশকিছু বই। অমর মিত্র লিখিত 'মুনলাইট সোনাটা' মূলত দুটি উপন্যাসের সংকলন। রয়েছে রতনতনু ঘাটীর **'বাঘশিকারী রাজামশাই'**, রবিশংকর বলের **'পার্ল রহস্য'**, স্বপ্নময় চক্রবর্তী **'অনুগল্প সংগ্রহ'**, সাদ কামালি সম্পাদিত **'বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্প'** (১৯৪৭-২০০৭ সময়কালকে চিহ্নিত করে গল্পের সংকলন) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বই। রয়েছে অলক চট্টোপাধ্যায় লিখিত বইটিও।

প্রতিভাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কল্যাণ মৈত্র সম্পাদিত ২৫টি সাক্ষাৎকার সংবলিত একটি বই হল **'আলাপ'**। আর্ভিন ঘোষ প্রবাসী লেখক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। তাঁর লেখা নতুন বই হল **'অভিবাসীর চোখে রবীন্দ্রনাথ'** ও নানা নিবন্ধ সংকলন। প্রবন্ধ বিষয়ে পরিমল দে রচিত গান্ধীজিকে নিয়ে বিশ্বের নানা দেশের গবেষণা গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। মঞ্জুভাষ মিত্র লিখেছেন **'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য'** শীর্ষক একটি প্রামাণ্য বই। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসন্ধিৎসার ফসল স্বরূপ প্রকাশিত হল **'বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব'** নামক বই। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যকে বাংলার ভাষান্তরে নতুন সংস্কৃতির সেতু রচনা করেছেন। সেদেশের চিন্তনবিদ্‌দের প্রবন্ধ বাঙালি পাঠকের মনে নতুন এক দিশা দেখাবে বলেই মনে করেছেন প্রকাশক। এছাড়াও বেশকিছু কবিতা সংকলন প্রকাশিত হল বইমেলায়। বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ১০০টি প্রেমের কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজীব সিংহের লেখা **'পাখিদের উপকূলে একা'**— কাব্যোপন্যাসের নতুন দিগন্ত সূচিত করেছে, অন্তত বিষয় বৈচিত্র্যে তো বটেই।

প্রিটোনিয়া

মূলত বিষয়ভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশেই আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখিয়ে আসছে এই প্রকাশনা সংস্থা। চিত্র পরিচালিকা শতরূপা সান্যাল লিখিত **'অনন্যা ও অন্যান্য'** বইটি নতুন সংযোজন। অঞ্জলি দত্ত লিখেছেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার একটি উপযুক্ত গ্রন্থ।

প্রিয়শিল্প প্রকাশন

নানা ধরনের বই-এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য বই হল— ড. পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো লিখিত একটি গবেষণাধর্মী বই। জঙ্গলমহল প্রেক্ষিত ও জীবনযাপন বিষয়ক বইটিতে উঠে এসেছে ঐতিহাসিক পটভূমির রূপরেখা। এরকমই অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবনযাপন নিয়ে বই লিখেছেন মনোরঞ্জন ব্যাপারি। বইটির নাম **'চণ্ডাল জীবন'**। নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ও কবিতার বই **'চমৎকার চিঠি'**। **'হেঁয়ালির উদ্ভাস'**- ছোটদের লেখা গল্প, ধাঁধা নিয়ে সুন্দর এই গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন কাবেরী ঠাকুর। রয়েছে মানব বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'ছবির মজা'** বইটি। প্রকাশিত হল প্রবীণ কবি অজয় নাগের কবিতা সংগ্রহ-র দ্বিতীয় খণ্ড।

দীপ প্রকাশনী

স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষকে মাথায় রেখে প্রকাশিত হচ্ছে **'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত অনুসন্ধান'** গ্রন্থটি। সম্পাদনা করেছেন শান্তিপ্রসাদ সিন্‌হা। বইটির বিশেষত্ব হল দেশ ও বিদেশের ৫০জন স্বনামধন্য লেখকের কলমে ধরা পড়েছে স্বামীজির জীবন ও কাজের নানা দিক।

'ক্ষুধার্ত বাংলা'— শিরোনামে প্রবন্ধ গ্রন্থটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ওপর গুরুত্বপূর্ণ এক গবেষণা। গ্রন্থটির সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন মধুময় পাল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে দুর্দান্ত এক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। **'সুনীল আকাশ'** নামক বইটিতে ৮০জন দেশি-বিদেশি লেখকের পর্যালোচনা রয়েছে বইটিতে। সম্পাদনায় আছেন শ্যামলকান্তি দাশ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সম্পাদনা করছেন লেখকপুত্র সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটির নাম **'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালে ছ'টি উপন্যাস এবং প্রবন্ধ সমগ্র'**।

এছাড়া শ্যামল চক্রবর্তীর লেখা **'বাচ্চাদের রবীন্দ্রনাথ'**, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর **'কলিযুগ'** (পুরাণের বিশিষ্ট চরিত্র নিয়ে লেখা), আশাপূর্ণা দেবীর ২৫টি ছোটদের সেরা গল্প উল্লেখযোগ্য।

শিশু সাহিত্য সংসদ

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যের সংকলন গ্রন্থ **'সাদা মেঘের ভেলা'** প্রকাশিত হল বইমেলায়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আনিসুজ্জামান সম্পাদিত এ বইতে নানা ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হল অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত বিদেশি রূপকথার সংকলন **'এক যে ছিল মোরগ'**।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নতুন বই **'নতুন ছড়া'** কিশোরদের জন্য প্রকাশিত হল। কিশোর গল্প, উপন্যাসের নানা বই উপহার দিয়েছেন শিশির বিশ্বাস, রাজেশ বসু, শ্যামল দত্ত, সৈকত মুখোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা। নতুন করে প্রকাশিত হল রঙিন **'শকুন্তলা'**। এছাড়া ভারতের ইতিহাস বিষয়ক অভিধানের ২য় খণ্ড প্রকাশ পেয়েছে।

পত্রলেখা

হারিয়ে যাওয়া বই পুনরুদ্ধার করে প্রকাশ করাতেই আনন্দ **'পত্রলেখা'**র। তবে এবার বইমেলা উপলক্ষে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ **'ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাংলা রচনা'** বিষয়ক গ্রন্থটি। দেড়শো বছরকে সামনে রেখে এই চিন্তাবিদের বাংলা রচনাগুলিকে একত্রিত করার কাজ এই প্রথম। রবীন্দ্রনাথও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের ইংরেজি গ্রন্থ পাঠকের পরিচিত হলেও বাংলা প্রবন্ধ সংকলনটি পত্রলেখার অগ্রণী একটি কাজ। বক্তৃতামালা, সাক্ষাৎকার সহ নানা ধরনের লেখা ও ছবি নিয়ে বইটি সম্পাদনা করেছেন তপনকুমার ঘোষ।

'বঙ্গশিল্পে চৈতন্যদেব'— অঞ্জন সেনের এ বইতে শ্রীচৈতন্যদেব-এর প্রভাব নিয়ে রয়েছে তথ্যনির্ভর একটি বিশ্লেষণ। মন্দিরগাত্রের মূর্তি থেকে বাংলা শিল্পকলাকে যুগ যুগ ধরে চৈতন্যদেব অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

বইটির প্রচ্ছদের দায়িত্বে শিল্পী গণেশ পাইন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের '**খেয়াল**' সহ নানা বিষয়ক রচনার একটি সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে '**স্মৃতিকথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ**' নামক গ্রন্থে। আসলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ-এর সঙ্গীতচিন্তা, ভ্রমণ বর্ণনা সহ নানা বিষয়ে ঠাকুরবাড়ির নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যুষকুমার রীতের সম্পাদনায় বইটি গ্রন্থিত।

'**সত্যজিৎ ও দুই পরিবার**'— বইতে উঠে এসেছে পিতা সুকুমার রায় ও ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির পরিবারের নানা অজানা তথ্য। দীপক রায় বইটিতে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে অন্য স্বাদের এক গবেষণা উপহার দেবেন পাঠকের কাছে।

'**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে**'— বইটিতে মূলত ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় সম্পর্কে যাবতীয় পত্রাবলি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বভারতীর পক্ষে গৌরচন্দ্র সাহা বইটি সম্পাদনা করেছেন।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বইমেলার ময়দানে এনে ফেললেন সর্বকালের জনপ্রিয় দুই মহাকাব্যের বিতর্কিত এক বিশ্লেষণ। '**রামায়ণ মহাভারতের দুর্নীতি**' নামাঙ্কিত বইটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হবে বলেই প্রকাশকের ধারণা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদে রচিত '**কৌরব**' নির্বাচিত গদ্য সংকলন অনন্যতার দাবি রাখতে চলেছে বইমেলায়। প্রতিটা গল্পই বিখ্যাত লেখকদের বিখ্যাত গল্প নিয়ে সংকলিত। সম্পাদনায় কমল চক্রবর্তী।

পরশপাথর

সীমিত সাধ্য নিয়ে কাজ চলছে। বইমেলায় প্রকাশিতব্য দুটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের নাম '**পুরীতীর্থ**' ও '**কালীঘাট ইতিবৃত্ত**'। পুরী বাঙালির জীবনযাপনের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ— তাই নগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত পুরীর ভ্রমণবৃত্তান্ত, ইতিহাস, শিল্পকলায়, শ্রীচৈতন্যের যোগাযোগ সহ নানা তথ্যনির্ভর বইটি নতুন করে আজকের পাঠকের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে। বারিদবরণ ঘোষের ভূমিকা তো থাকছেই, সঙ্গে গোটা বই জুড়ে সাম্প্রতিক টীকার সংযোজন ঘটিয়েছেন প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত। একটা সময় কালীঘাট মন্দিরে সেবায়িতদের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে যে বই লিখেছিলেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এবার কালীঘাট মন্দিরের প্রাচীন ইতিহাস, দলিল দস্তাবেজ সহ পরিচালন ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যনির্ভর বইটিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। এ দুটি বই শেষবার প্রকাশিত হয় প্রায় ৯০ বছর আগে।

কিশোর থেকে বুড়ো, গোয়েন্দা কাহিনি পাগল পাঠকদের জন্য আকর্ষণীয় এক খবর আছে। বইমেলায় '**সাহিত্যের গোয়েন্দা**' শীর্ষক প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত লিখিত একটি বই প্রকাশিত হতে চলেছে। দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা গল্পের জনপ্রিয় সব গোয়েন্দারাই হাজির, তবে অন্যভাবে। রহস্য সন্ধানের ধরন, অস্ত্র কিংবা মগজাস্ত্রের ব্যবহার, পোশাক থেকে শখ— কিছুই বাদ পড়েনি বইতে। পাতায় পাতায় কৌতূহল নিয়ে হাজির রহস্যের নায়কেরা। প্রচ্ছদে রচিষ্ণু সান্যাল।

'**ইউরোপের রূপকথা**'— অনুবাদগ্রন্থ তবে ডেনমার্ক, সুইডেন, সুইৎজারল্যান্ড-এর একটু অপরিচিত গল্প নিয়েই কাজ করা হয়েছে। জার্মানির গল্পও রয়েছে। বইটির বিশেষত্ব প্রতিটা গল্পেই থাকছে বিশেষ একটি বার্তা। কিশোর গ্রন্থের আকর্ষণীয় এই সংগ্রহটির ভাষান্তর করেছেন অমিতাভ কুণ্ডু।

ভ্রমণের হ্যান্ডবুক সিরিজ-এর চতুর্থ খণ্ড এবার '**পায়ে পায়ে পুরুলিয়া**'। যাবতীয় ভ্রমণবিষয়ক তথ্যের পাশাপাশি, ছবি, ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস, ধর্মীয় উৎসব ও মেলার তারিখ সহ বর্ণনাও থাকছে। রত্না ভট্টাচার্য ও শক্তিপদ ভট্টাচার্যের লেখনীতে বাদ যাবে না জেলার কোনও তথ্যই। এছাড়াও ১৫টি গল্প নিয়ে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে।

[illegible]

কবিতা নিয়ে কিছু বই-এর কথায় আসা যাক— সুব্রত চক্রবর্তীর '**কাব্যসংগ্রহ**', শ্যামলকান্তি দাশের '**আমাদের কবিজন্ম**', বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের (চলচ্চিত্র পরিচালক) '**কফিন কিংবা স্যুটকেশ**' গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। এছাড়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র লেখা '**স্বপ্ন সময় সিনেমা**' বইটি থাকছে সিনেমা বিষয়ক প্রবন্ধের পাঠকদের জন্য। '**ত্রয়োদশী**'-তে থাকছে বুদ্ধদেবের ১৩টি ছবির চিত্রনাট্য। অন্যান্যদের প্রবন্ধের মধ্যে '**আদিবাসী মিথ কথা**'— লিখছেন দিব্যজ্যোতি মজুমদার। আদিবাসীদের জীবনচর্চা, প্রবাদ, গল্প, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী বিশ্লেষণনির্ভর বই এটি।

'**রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার**', '**রবীন্দ্রনাথ ও বিদেশি**' প্রবীরকুমার দেবনাথ লিখিত দু'খানি প্রামাণ্য প্রবন্ধগ্রন্থ।

এছাড়াও ডা. শ্যামল চক্রবর্তীর '**সরস ডাক্তারি**', ডা. গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত '**বড়দের মনের অসুখ**', কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তীর '**সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগৎ**', রবিশংকর বলের '**আমাদের ছোটো রাস্তা**', প্রশান্ত সেনের '**শব্দজব্দ**' সহ আরও নানান আকর্ষণীয় বই উপহার দেবে '**পরম্পরা**' তার প্রকাশনার নিজস্ব আঙ্গিকে।

কারিগর

নারীকেন্দ্রিক বই-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য '**অগ্রন্থিত অনুভব, সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি নারীর কবিতা**'। মনস্বিতা সান্যালের সংকলনে ধরা পড়েছে ১৮৫০–১৯০০ সময়ের অপ্রকাশিত বাঙালি লেখিকার কবিতাগুলি।

সুতপা ভট্টাচার্যের '**মেয়েলি সংলাপ**' বইটিতে মেয়েদের লেখা গল্প-কবিতা ও প্রবন্ধের নানা আলোচনা উঠে এসেছে।

'**ঘর গেরস্থর রাজনীতি**'-তে মেয়েদের সমাজজীবনের অনুপুঙ্খ কথা তুলে ধরেছেন সেলিনা হোসেন।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী '**রমণী**' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে মহাভারত-এর সময় থেকে আজকের নারীর এক যাত্রাপথ সূচিত করেছেন।

শিশিরকুমার দাশ রচিত '**ইতিহাসের রঙ্গলোকে**' বইটিতে প্রধানত ঐতিহাসিক বিদেশি নারীচরিত্র প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

এছাড়াও প্রকাশিত হবে নিত্যপ্রিয় ঘোষের লেখা পুস্তক সমালোচনা বিষয়ক বই '**সমালোচকের চোখে**', উদয়নারায়ণ সিংহের কিশোর গল্প '**ভূত চতুর্দশী**', সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের '**অন্য শিক্ষার সন্ধানে**', বিভিন্ন মেলা নিয়ে লেখা লীনা চাকী-র বই '**মেলা মোচ্ছব ধুলোট**', হিরণ মিত্রের ভ্রমণ বিষয়ক স্মৃতি ও ছবি সহ অন্য ধরনের জীবনালেখ্য 'হঠাৎ ঘুম ভেঙে' ইত্যাদি।

গাঙচিল

প্রকাশনার জগতে নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে এসেছিল '**গাঙচিল**'। বইমেলায় এঁরা আনছেন—

অষ্টাদশ শতকের নারীদের নিজস্ব রচনার অনবদ্য সংকলন গ্রন্থ। কুচবিহারের বাসিন্দা সুচন্দ্রা ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ লেখা '**রাজবংশী ব্রতকথা**'।

বিস্তর আগ্রহের অবকাশকে সামনে রেখে প্রকাশিত হতে চলেছে '**ফুলমণি এন্ড কলকাতা**'। উনিশ এবং বিশ শতকের নারী ও গণিকা সমাজ শিরোনামের বইকে গ্রন্থিত করেছেন লেখিকা প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরি। শুধু যৌন চপলতা নয়, সমাজে বারবণিতাদের জীবনযন্ত্রণার ছবিও থাকছে বইটিতে।

দর্শনের প্রেক্ষিতে সমাজচিন্তার সুচারু পর্যবেক্ষণ নিয়ে ফণিভূষণ জানার বই '**অধিবিদ্যা বাগবিদ্যা ধর্ম-কর্ম, খাদ্য-খাদক, মানুষ, আধুনিক মানুষ**'।

'**পরিবেশ-ভাবনা ও প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ**' লিখেছেন দেবলীনা মুখোপাধ্যায়। বইতে শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রকৃতির ভূমিকা এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের নানা কাজকর্মের বিশেষ দিকনির্দেশ পাবেন পাঠক।

কথাসাহিত্য বিভাগে দেশভাগের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে লিখিত উপন্যাস '**আল্লার জমিতে পা**' এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। লিখেছেন অধীর বিশ্বাস।

অহনা বিশ্বাসের লেখা '**যদি একে রূপকথা বলি**' এক অন্য ধরনের উপন্যাস। লেখার সঙ্গে বিবেকানন্দ সাঁতরার আঁকা ছবির এক বিশেষ সঙ্গত রয়েছে। '**অসংকলিত প্রমথ চৌধুরি**'র রচনা সম্পাদনা করেছেন মলয়েন্দু দিন্দা। ✻✻

তথ্য সংগ্রহ : অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

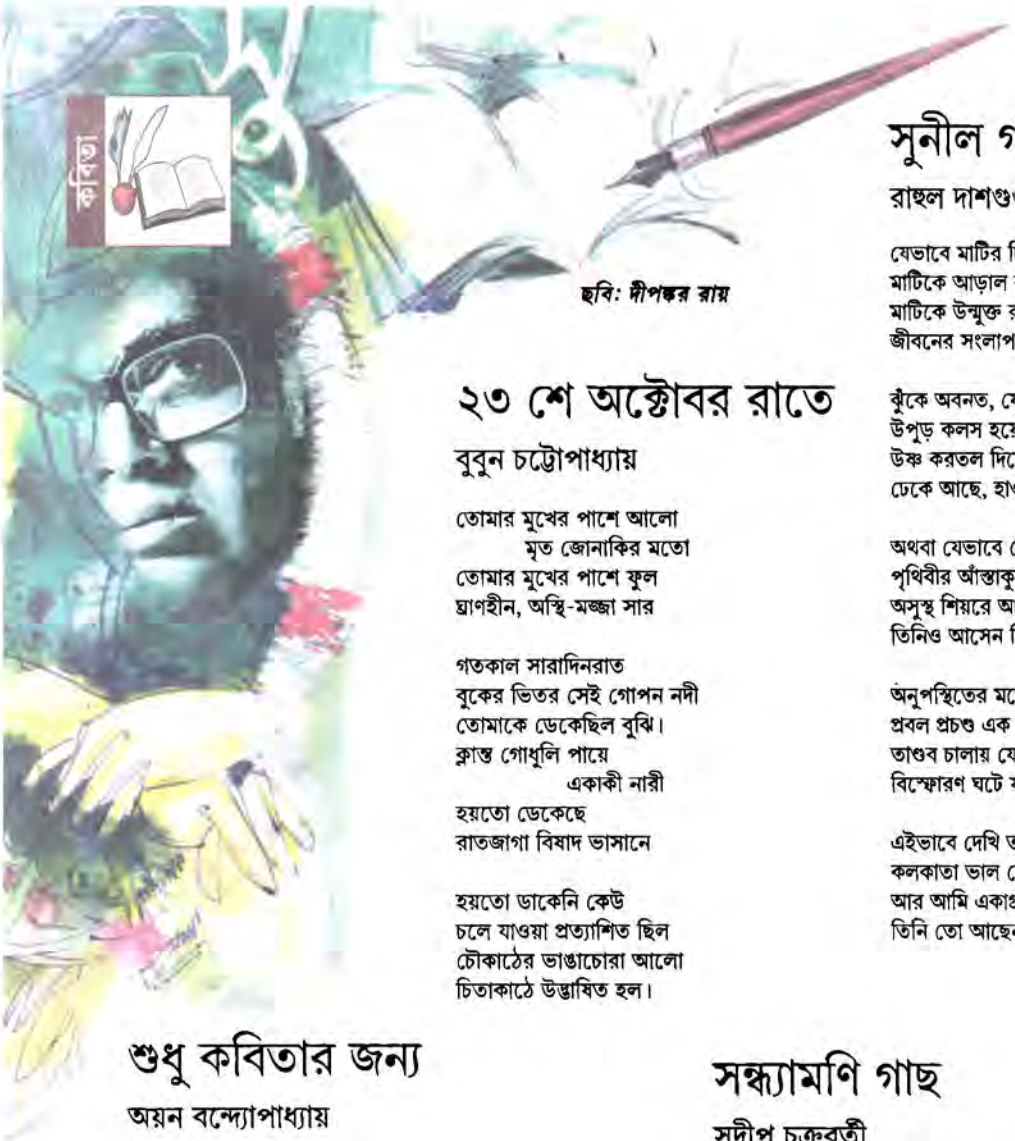

ছবি: দীপঙ্কর রায়

২৩ শে অক্টোবর রাতে

বুবুন চট্টোপাধ্যায়

তোমার মুখের পাশে আলো
মৃত জোনাকির মতো
তোমার মুখের পাশে ফুল
ঘ্রাণহীন, অস্থি-মজ্জা সার

গতকাল সারাদিনরাত
বুকের ভিতর সেই গোপন নদী
তোমাকে ডেকেছিল বুঝি।
ক্লান্ত গোধূলি পায়ে
একাকী নারী
হয়তো ডেকেছে
রাতজাগা বিষাদ ভাসানে

হয়তো ডাকেনি কেউ
চলে যাওয়া প্রত্যাশিত ছিল
চৌকাঠের ভাঙাচোরা আলো
চিতাকাঠে উদ্ভাষিত হল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি

রাহুল দাশগুপ্ত

যেভাবে মাটির দিকে ঝুঁকে থাকে বিশাল আকাশ
মাটিকে আড়াল রাখে, অথচ সে আবরণ নয়
মাটিকে উন্মুক্ত রাখে, এত স্বচ্ছ অথচ শেখায়
জীবনের সংলাপ, সেভাবে আমার দিকে তিনি

ঝুঁকে অবনত, যেন দেখি এক প্রবীণ স্থাপত্য...
উপুড় কলস হয়ে মহাকাশ নিঝুম গম্বুজ
উষ্ণ করতল দিয়ে সুগম ও তুচ্ছ তৃণজমি
ঢেকে আছে, হাওয়া এসে লুটোপুটি খেলে যাচ্ছে ঘাসে...

অথবা যেভাবে ভোর নিরাপত্তা বিলোয় অবাধে
পৃথিবীর আঁস্তাকুড়ে, ফুটপাথে, নিরাশ্রয়ে, ত্রাণে
অসুস্থ শিয়রে আসে অসুখ সারিয়ে দেবে বলে
তিনিও আসেন ঠিক সেইভাবে নিরাপত্তা নিয়ে

অনুপস্থিতের মতো, অথচ সে গাঢ় উপস্থিতি
প্রবল প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড় ধ্যানের ভিতরে
তাণ্ডব চালায় যেন, প্রজ্ঞা ও বিদ্যুৎ মিলেমিশে
বিস্ফোরণ ঘটে যায় সাধনার হেঁয়ালি-পাথরে

এইভাবে দেখি তাকে, খুব কাছে সম্ভ্রান্ত দূরত্বে
কলকাতা ভাল নেই, তিনিও তো গেছেন প্রবাসে
আর আমি একাগ্র দূরে, অনুভবে একা হয়ে দেখি
তিনি তো আছেন ঝুঁকে, ভোর হয়ে মহাকাশ হয়ে...

শুধু কবিতার জন্য

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঋণ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

কবিতার জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি
একদিন বুড়ো হব... চুপচাপ মরে যাব ঠিক
হয়তো তাঁর ভেতর জন্ম জন্ম যেনবা রয়েছি...
আমরা তো ছদ্ম-প্রেমী, তিনি হলেন অমৃত প্রেমিক

এত রক্তপাত শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী
কলম খোলার আগে গোপনে রাখব বাঘনখ
পরস্পর আঁচড়ে দিচ্ছি, শব্দে শব্দে বন্ধু হত্যাকারী
মুখে শেয়ালের হাসি, অকবিতা করেছে স্তাবক

হিম সন্ধেবেলা একা পার হয়েছেন এ ভুবন
কবিতার জন্য যিনি থেকেছেন মানুষেরই মতো
ফুঁ-দিয়ে ওড়ান ধর্ম, ছিল শুধু ঐশ্বরিক মন
স্নেহ... মায়া... ভালবাসা... সন্ন্যাসীর প্রিয় তিন-ব্রত

তেইশে অক্টোবর-মহাকাল-কোনও তারিখ নয়
আমাদের সাদা পাতা হয়ে উঠুক চিরসুনীলময়

সন্ধ্যামণি গাছ

সুদীপ চক্রবর্তী

(যদিও সুনীলদা আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না)

এত দেরি করলে সুনীল! আমি সতেরো বছর বসে আছি। তারাপদ শ্যামল, সন্দীপন, সমরেন্দ্র, মতি, মোহিত, শিবশম্ভু সবাই মিলে খাচ্ছি। দারুণ ব্র্যান্ডি ভাই, একটু চেখে দেখবে নাকি স্বর্গের সুরা? কীসব ব্লু লেভেল খাচ্ছিলে? আর কাদের সঙ্গে? জানো সেদিন উর্বশীর নাচ দেখে ফিরছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আমার সঙ্গে দেখা হতেই মুচকে হাসি, বুড়ো বড্ড লাজুক। বল এবার ওদিকের কথা বল, কেমন হল শেষ সংখ্যা কৃত্তিবাস? শক্তির কথা শুনে সুনীল ম্লান হাসল। সত্যিই তো, পিস হাভেন থেকে বার হবার সময়ও বুকেই তো ছিল কৃত্তিবাস। কিন্তু ভিড়-ভাট্টা, হট্টগোল কোথায় যে গেল, আপশোসই হল সুনীলের, শেষ সংখ্যাটা বন্ধুকে দেখাতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

আমরা এখানে মাথা খুঁড়ে মরছি। পাতাল কালীর চাঁদা আদায় করছি লরি থামিয়ে। কোনও মদে নেশা নেই চাঁদু ডাক্তারের কাছে লাগিয়ে আনছি ড্রাকুলার দাঁত। কবজি কেটে লাগালাম নেকড়ের থাবা অন্যদল শিকারি। অন্ধকারের উৎস হতে শুধু অন্ধকারের ফোয়ারা। সন্ধ্যামণি গাছে দারুণ দেখতে লাগছে হিংসার ফুল। যে করে হোক একদিন আপনাদের কাছে চলে যাব, নতুন কবিতা জমা দেব আপনাদের পত্রিকায়।

প্রথম এই বইমেলায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নেই। তাঁকে মনে রেখে এবারের কবিতার পাতায় আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ।

সাঁচীর স্থাপত্য

বুদ্ধং শরণং

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

হাওড়া থেকে ট্রেনে ভোপাল এবং সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে আমরা সাঁচী পৌঁছলাম ঘণ্টা দুয়েক পরে। মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলায়, ভোপালের ৪৬ কিমি দূরে, বেতোয়া নদীর ধারে, সিন্ধুসভ্যতার সবচেয়ে সংরক্ষিত নিদর্শন এই সাঁচীস্তূপ, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ মনুমেন্টটি এখনও রাজকীয়তায় পরিপূর্ণ।

সে অনেক যুগ আগের কথা। মৌর্য সম্রাট অশোক বিগলিত অন্তরে কেঁদে বললেন, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি।" প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ওড়িশার ধৌলী পাহাড়ের গায়ে, দয়ানদীর তীরে হাজার হাজার মানুষের রক্তপাত ঘটতে দেখে সাম্রাজ্যবাদের উচ্চাশা ত্যাগ করে শেষমেশ বেছে নিলেন অহিংস রাজনীতির পথ। কলিঙ্গ যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিণতি তাঁকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করল অন্য সত্তায়; সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের মধ্যে তিনি শুধুমাত্র বেছে নিলেন সত্ত্বগুণকে। শরণ নিলেন গৌতমবুদ্ধের, আশ্রয় নিলেন ধর্মের। সম্রাট অশোকের "চণ্ডাশোক" থেকে "ধর্মাশোকে" উত্তরণ ঘটল।

উজ্জয়িনীর ভাইসরয় অশোক তখন বিদিশার সওদাগরের কন্যা বেদিশা মহাদেবীকে বিবাহ করেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের মৃত্যুমিছিলের শোকে ব্যথিত, ক্লিষ্ট, অনুতপ্ত রাজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর এই স্ত্রী দেবী। বৌদ্ধধর্মের আদর্শে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বিদিশা মধ্যপ্রদেশের একটি শহর। যার দশ কিমি দূরে অশোক স্থাপন করলেন অধুনা বিশ্ব-হেরিটেজ মর্যাদা সম্পন্ন বৌদ্ধমন্দির যা সাঁচী স্তূপ নামে খ্যাত। বৌদ্ধ স্থাপত্যের সর্বপ্রকার বৈচিত্র অর্থাৎ স্তূপ, মন্দির, স্তম্ভ, বিহার এবং চৈত্য সবকিছুই নিখুঁতভাবে রয়েছে এখানে। কয়েক একর জায়গা জুড়ে সাঁচী স্তূপ, মন্দির চৈত্য এবং

স্তম্ভগুলি। সারাদিন লেগে যাবে ঘুরে ঘুরে দেখতে। কিন্তু সব স্থাপত্য সম্রাট অশোকের আমলে তৈরি হয়নি। বহুবছর ধরে গড়ে উঠেছিল সাঁচী। অশোক সাঁচীর মৃত্তিকায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন শান্তির টুকরো টুকরো কণা। সাঁচীর বাতাসে অনুভব করেছিলেন অহিংসার গন্ধ। উপাসনার আদর্শ স্থান, আরাধনায় দিব্যদৃষ্টি হয়তো পেয়েছিলেন অশোক। কিংবা নিছক শান্তির পরিমণ্ডল তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিল কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তপাত।

বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাঁচী স্তূপের অনেক সংযোজন,

সংস্করণ এবং পরিবর্তন হয়েছে। অশোকের মৃত্যুর পর শুঙ্গ বংশের রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের শত্রু পুষ্যমিত্র শুঙ্গের দ্বারা অনেক ক্ষতিসাধন হয়েছিল সাঁচীর আদি স্তূপের। পরে তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্রের আমলে এই সাঁচী স্তূপের বিবিধ উন্নতিসাধন হয়। অগ্নিমিত্র নিজে বৌদ্ধধর্মের অনুরক্ত ছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি যেমন একাধারে এই স্তূপের রক্ষণাবেক্ষণ করেন তেমনি ছোট-বড় অনেক তোরণ এবং স্তূপ তৈরিও করেছিলেন। শুঙ্গ বংশের পর সাতবাহনদের আমলে সাতবাহন রাজাদের চাঞ্চল্যকর স্থাপত্য কীর্তি সাঁচী স্তূপকে বিশেষ মাত্রা দেয়। স্তম্ভগুলিতে খোদাই করা ব্রাহ্মীলিপি থেকে অনেক কিছু জানা গেছে। সাঁচী শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত এবং পালি শব্দ সাঁচ থেকে যার অর্থ হল to measure বা মাপা। হিন্দিতে সাঁচীর অর্থ হল Moulds of stones.

যে প্রধান স্তূপটি অশোক তৈরি করেছিলেন সেটি বিশাল এবং রাজকীয়। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই বিশাল সাঁচী স্তূপটির ওপরে একটি তিন প্রস্থ ছাতা, যাকে বলে ছত্তাবলী রয়েছে। যা এক চতুষ্কোণ রেলিংয়ের মধ্যে আবদ্ধ। কিছুদূর উঠে একটি বারান্দা বা মেধি যার বাইরে দিয়ে পাথরের বেষ্টনী। পাথর বিছানো মিছিল পথ বা প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে মাটিতে যাকে ঘিরে আবার পাথরের বেষ্টনী।

প্রধান এই স্তূপের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে চারটি প্রবেশদ্বার বা তোরণ রয়েছে। প্রত্যেকটি তোরণ অসাধারণ সুন্দর পাথরের কারুকাজ করা। ওপরে জাতকের গল্প, গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনি এবং স্থপতির নাম ব্রাহ্মী লিপিতে খোদাই করা। বুদ্ধের রেলিক্স বা দেহাবশেষ (অস্থিভস্ম) রাখা রয়েছে স্তূপের নিচে। দক্ষিণ তোরণের বাঁদিকে লক্ষ করা যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লিপি যা পড়ে জানা যায় যে বিদিশার হাতির দাঁতের কারুশিল্পীর স্থপতিদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল এই স্থাপত্য। উত্তরের প্রবেশদ্বারে রয়েছে ধর্মচক্র যা আমাদের ভারতীয় জাতীয় পতাকার মধ্যে নীল রঙে আঁকা থাকে। সেখানে আরও দেখা যায় একটি বানরকে যে ধ্যানস্থ বুদ্ধকে মধু উৎসর্গ করছে। দেখা যায় বুদ্ধভক্ত সুজাতাকে যে পায়েস দান করছে। পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারে পাথরে খোদাই করা গাছ এবং পশুপাখি পরিবেষ্টিত সিংহাসনারূঢ় বুদ্ধকে। পশ্চিম দিকের প্রবেশদ্বারে কুশীনগরে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লক্ষ করা যায়। স্তম্ভের গায়ে পাথরের খোদাই যে কতটা নিপুণ এবং স্থপতির শিল্পীসত্তা যে কতটা উন্নতমানের তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। এইভাবে কোনওটিতে বুদ্ধের তাঁর শিষ্যদের বাণী প্রচার, আরেকটিতে অশোকের বোধগয়া যাত্রা, আবার আরেকটিতে দোলাছত্রধারী জনতার মাঝে বুদ্ধের নিরঞ্জনা নদীতে গমন। ছোটবেলায় ইতিহাস বইতে পড়া বুদ্ধের জন্মের কাহিনি, কপিলাবস্তুতে রাজা শুদ্ধোদনের রানির স্বপ্নে শ্বেতহস্তী দর্শন আর সর্বোপরি বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের সময় ঐহিক প্রলোভনের কাহিনি ওই পিলারগুলির গায়ে বিবৃত হতে দেখে মনে হল এতদিন ধরে যা আমরা পড়ে এসেছি এবং বিশ্বাস করে এসেছি কোনওটিই অসত্য নয়। দক্ষিণ দিকের প্রবেশদ্বারে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক অশোক স্তম্ভ যা ভারতের জাতীয় প্রতীক। সেই পাথরে নিখুঁত খোদাই করা চারমুখে চারটি সিংহের মুখ। এই অশোক স্তম্ভ এবং অশোকচক্রের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন গর্বিত মনে হল নিজেকে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর এই স্থাপত্যের চিহ্ন আমরা বহন করে চলেছি এখনও, অক্লেশে, ঐতিহ্যের সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে।

পড়ন্ত রোদের আলোয় সাঁচীকে বড় উজ্জ্বল মনে হল। সামনে সবুজ লন। সূর্যডোবার সেই মুহূর্তে সাঁচীস্তূপে দাঁড়িয়ে মনে হল সম্রাট অশোক

সাঁচী শহর

সাঁচীর স্থাপত্য

সাঁচীর স্থাপত্য

সেই খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কত প্রতিকূলতার মধ্যে এই সাঁচী পাহাড়ে পৌঁছেছিলেন আর এমন দৃষ্টিনন্দন একটি বৌদ্ধ মন্দির এবং স্তূপ তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিলেন যা এখনও এই একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষের মনে শিহরণ জাগায়। ⌘⌘

গল্প

ভাদু নক্ষত্র

অনিন্দিতা গোস্বামী

ছাদের ঠিক মাঝখানে মাদুর পেতে চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম আমি। মাথার নিচে হাত দুটো রেখেছিলাম বালিশের মতো। এটা আমার খুব প্রিয় ভঙ্গী। এভাবে আকাশ দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। এই তো দিব্যি বোঝা যায় আকাশটা ঢালু হয়ে থেমে এসেছে উল্টানো বাটির মতো। তার মানে পৃথিবীটা গোল। কই এটা বুঝতে তো আমাকে বড় মাঠ কিংবা কোনও দিগন্তের দিকে তাকাতে হয়নি। কী জানি হয়তো আগে থেকে জানি বলেই দুই-এ দুই-এ মিলিয়ে নিয়েছি। মানুষের স্বভাবই তো এই, যা জানা থাকে তার বাইরে সে বেরতে চায় না।

আজকাল ছাদে আর আসাই হয় না। আপিস থেকে ফিরতেই সন্ধে, তারপর ঘরসংসারের টুকিটাকি, ছেলেকে পড়ানো, তাছাড়া এসি-র ঠান্ডা, গদির আরাম ছেড়ে খামোখা আমি ছাদে আসতেই বা যাব কেন। সে ছিল আমাদের ছোটবেলায়। লোডশেডিং হলেই হ্যারিকেন নিয়ে আমরা উঠে যেতাম ছাদে। চারিদিকে অন্ধকার, তার মধ্যে ছোট্ট হলুদ গোল আলোয় বই পেতে পড়া, ওফ্ সে খুব মজার। কেমন একটা ভয় ভয় করত, নারকেল গাছের পাতাগুলো দুলত শনশন করে। কিছুক্ষণ পড়ার পরেই আমরা দুই বোন শুয়ে পড়তাম মাদুরে। বোন বলত আমাকে, ওই দেখ দিদি কেমন মেঘের হাতি শুঁড় তুলে আছে, আমি বলতাম আর ওই দেখ কেমন রাজবাড়ি, মেঘের ছবি বানাতে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়তাম দুজনেই। বাবা আপিস থেকে ফিরলে চিঁড়ে ভাজা আর চা নিয়ে গুটি গুটি উঠে আসত ছাদে, পিছন পিছন মা-ও। তারপর মা আর বাবা-ও যোগ দিয়ে দিত আমাদের ছবি বানানোর খেলায়।

বাবা এটা ওটা দেখানোর পর প্রতিদিনই প্রায় বলত, দেখেছিস ওই দেখ কেমন গান্ধীজি! মা অমনি, মুখ টিপে বলত, আর ওই দেখ কেমন কার্ল মার্কস। আসলে বাবা সবকিছুতেই গান্ধীজিকে এনে ফেলত। আমরা গান্ধী, মার্কস কিছুই খুঁজে পেতাম না কিন্তু মায়ের টিপ্পনীটুকু বুঝে খুক্ খুক্ করে হাসতাম।

এখন শহরে বিশেষ লোডশেডিং হয় না। কী একটা কারণে দু'দিন ধরে সন্ধেবেলায় আলো চলে যাচ্ছে। ইনভার্টারটাও আমার খারাপ হয়েছে হঠাৎ। একটা ব্যাটারির আলোয় ছেলে পড়ছে নিচে। আমার বর ঠিক করেছে ক্লাবেই কাটিয়ে আসবে সন্ধেটা। আর আমি মাদুর নিয়ে চলে এসেছি ছাদে। আজ আকাশটা ধূসর রঙের মেঘে ঢাকা। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মাঝখান দিয়ে যখন চকচকে রুপোলি চাঁদটা পেরিয়ে যাচ্ছে ঝক্‌ঝক্ করছে একটুকরো নীল আকাশ, যেন বোরখার ফাঁক দিয়ে দেখা দু'খানি চোখ। বোরখার বিরুদ্ধে লোকে যতই কথা বলুক না কেন আমার কিন্তু বেশ লাগে ব্যাপারটা, কেমন সবার থেকে আড়াল করে রাখা যায় নিজেকে। কথাই তো আছে না আপনা রূপে হরিণা বৈরী! শুধু ওই বহিরঙ্গের রূপটুকুর জন্যই না মেয়েরা মেধা, মনন, কোনও গুণেরই স্বীকৃতি পেল না সেভাবে।

এতসব ভারী ভারী চিন্তা কিন্তু ছোটবেলায় আমার মাথাতেই ছিল না।

Ori-Plast®

বিশ্বাসের ধারা

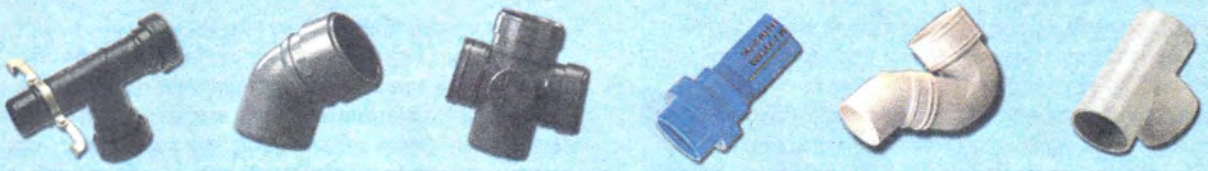

CPVC • uPVC • HDPE • SWR

পাইপস এবং ফিটিংস ও Heavy Duty

জলের ট্যাঙ্ক প্রস্তুতকারক

REGISTERED OFFICE : 40 Strand Road, Kolkata-700 001 Phs. : (033) 2243 3396 / 97 Fax : (033) 2243 2395
CORPORATE OFFICE : 9A, Wood Street, Kolkata-700 016 Phs. : (033) 2283 9054-58 Fax : (033) 2283 9059

মনে হত বোরখার মতো প্রয়োজনীয় জিনিস আর নেই। বিশেষ করে অরিত্রর সঙ্গে যখন প্রেম করতাম তখন। আমাদের সময়টা ছিল এমন যে প্রেম মানে শুধু পার্কে বসে দুটো গল্প করা কিংবা বড়জোর একঠোঙা চিনেবাদাম খাওয়া, তাও পাড়ার দুধওয়ালাকে দেখলেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেত আমাদের। মৌচাক সিনেমাটায় মুখোশের আড়ালে প্রেমটা বেশ মনে ধরেছিল। কিন্তু আশেপাশে খোঁজ করে মুখোশ কোথাও পাইনি। বরং পাশ দিয়ে যখন বোরখা পরা মেয়েগুলো চলে যেত ভাবতাম ইস্ ওদের কী মজা, কেউ চিনতে পারে না। আমার বোন বলত, এত ভয় কিসের রে তোর দিদি। আমি যখন প্রেম করব তখন তো তার কনুই ধরে গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে হাঁটব, বেশ করেছি প্রেম করেছি করবই তো।

আমি বলতাম, হুঁ! আর বাবা জানতে পারলে রক্ষা রাখবে?

বোন ঘাড় তুলে বলত, কী করবে? মারবে? মারুক। কতক্ষণ মারবে, যতক্ষণ বেঁচে থাকব ততক্ষণ তো।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, কী অসম্ভব জেদ ছিল ওর। এই বোনটা আমার বিষ খেয়েছিল। ওর যখন একুশ বছর বয়স, তখন। বরাবরের ফার্স্ট হওয়া মেয়ে ভাদু এমএসসি-তে খুব খারাপ রেজাল্ট করেছিল। সবাই জানত তাই। কিন্তু আমি জানি ব্যাপারটা ছিল অন্য। কারণটা ছিল একটা খয়েরি বোরখা, যেটা একদিন পড়তে বাধ্য হয়েছিল ও।

হ্যাঁ, আমার বোনের নাম ছিল ভাদু আর আমার নাম ছিল টুসু। ভাঁদু চলে যাবার পরে ও নাম ধরে আমাকে আর বিশেষ কেউ ডাকে না। আমিই ডাকতে দিই না। অনন্যা নামটিই এখন সর্বত্র প্রচলিত। আমার বাবা ছিলেন ভূমি রাজস্ব দফতরের আধিকারিক। প্রথম জীবনে ওঁর পোস্টিং ছিল পুরুলিয়ায়। তখনই আমাদের দুই বোনের নাম রাখেন টুসু আর ভাদু। আশ্চর্য বোনের এই নামের সঙ্গে লোকগাথার ভাদুর জীবনপ্রবাহ এমনভাবে মিলে যাবে একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। সে ভাদুও তো স্বামীর প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল।

বোন তখন এমএসসি পড়ে। বাবার কঠিন একটা স্নায়ু রোগ ধরা পড়ল। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করাতে বাবাকে নিয়ে যেতে হল কেরালায়। মাসের পর মাস থাকতে হবে সেখানে। সঙ্গে গেল মা-ও। বোনের তখন পরীক্ষা। কী করে থাকবে সে একা বাড়িতে, ওকে আমার বাড়িতে রেখে যাওয়াই মনস্থ করল মা-বাবা। আমার তখন বাচ্চাটা সদ্য উপুড় হতে শিখেছে, এই মাস চারেক হবে। বোন এসে থাকাতে অর্ধেক ঝক্কি যেন হালকা হয়ে গিয়েছিল আমার। স্টাডি লিভের তিন মাস তো বাঁধা, আয়াও রাখতে দেয়নি আমায়, বলেছিল তোর ছেলে তো সারা দুপুর ঘুমোয়। শুধু শুধু পয়সা খরচ করে আয়া রাখবি কেন? একটা লোক রাখ কাঁথা, কাপড় ধুয়ে দিয়ে যাবে। বাকি কাজ দিব্যি সামলে নিতে পারব আমি। আরে মাসি মানে তো মা-ই।

দক্ষিণ দিকের ছোট্ট ঘরটায় আত্মহত্যা করেছিল ও। ফলিডল খেয়েছিল। পিঁপড়ে মারার জন্য ফলিডল এনেছিলাম। লাল বড় বড় মাজালি পিঁপড়ে। আমার বাচ্চাটাকে কামড়ালে নীল হয়ে যেত। রাস্তার পাশে অর্জুন গাছ থেকে কেবলের তার বেয়ে ঘরে ঢুকত পিঁপড়েগুলো। কিছুতেই মরত না, কেরোসিন তেল, বেগন স্প্রে, গ্যামাক্সিন সব চেষ্টা করা হয়ে গেছিল। শেষ পর্যন্ত মা-ই বলেছিল ফলিডল দিয়ে দেখ। হ্যাঁ, কাজ হয়েছিল। জানলার ওপরে ছিটিয়ে দিয়ে দেখেছি পিঁপড়েগুলো কেমন ছটফট করে মরে। একটা পিঁপড়ে হত্যার পাপও বোধহয় জীবনে কাউকে ছাড়ে না।

ঘটনাটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম অনেক পরে। ভুরু কুঁচকে ডেকেছিলাম, ভাদু! ভাদু মন্থর গতিতে এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি, আমাকে বলিসনি কেন এতদিন।

ও জবাব দিয়েছিল, জানলেই তো মেরে ফেলতিস, তাই।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলাম খাটে। বলেছিলাম, আমি কী করে মা-বাবার কাছে মুখ দেখাব! কে ঘটাল এমন কাণ্ড? ও আমার পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়ে বলেছিল, সব বলব শুধু তুই বল একে মারবি না। না হয় তুই-ই মানুষ করলি। মাসি মানে তো মা-ই।

আমার ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল, ধড়ফড় করে উঠছিল বুক। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় আমি বলেছিলাম, কার না কার পাপ আমি মানুষ করব। ওসব আমি কিছুতেই পারব না। তাছাড়া তোরও তো ভবিষ্যৎ পড়ে আছে, এসব কথা কি চাপা থাকে। যত শিগগিরি সম্ভব আমি সব ব্যবস্থা করছি। ভয় পাস না গর্ভপাত এখন কোনও ব্যাপারই না। হ্যাঁ, তুই যদি এখন তাকে বিয়ে করতে চাস, সে কথা আলাদা। আগে তো আমাকে জানতে হবে কে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে? ভাদু বলল, বাচ্চাটাকে যখন রাখবিই না তখন জেনে আর কী করবি এর বাবা কে? হয়তো সে আর এই পৃথিবীতেই নেই। হয়তো সে আর এই দেশেই নেই কিংবা হয়তো সে এখানেই আছে।

— মানে তুই বলবি না কে?

— না। যদি তুই কথা দিস, বাচ্চাটাকে মানুষ করবি তবে বলতে পারি।

— তুই কি আমার ভরসায় ওকে পৃথিবীতে এনেছিলি?

— কেন তুই তোর মেয়েকে আমার ভরসায় রেখে অফিস করিস না?

— সেটা আর এটা এক হল?

— তুই ভেবে দেখ, সবটাই এক। বাচ্চাটাকে মেরে ফেললে তুই খুশি হোস?

— হ্যাঁ।

— বেশ যাব। তুই যা বলবি তাই করব।

অরিত্রকে আমার বিয়ে করা হয়নি। বিয়ে করেছিলাম বাবার পছন্দ করা ছেলেকেই। আমার বরও অবশ্য নিতান্ত ভালমানুষ টাইপের। ভাদুর সঙ্গে সখ্যও ছিল খুব। আমি ওকে বললাম কী করি বলোতো? ও বলল ভাদু যখন চাইছে না, ক্ষতি কী আমরা না হয় আর একটা বাচ্চা মানুষই করলাম। আমি যেন আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলাম ভাদুর বাচ্চাটা মেরে ফেলার জন্য। একটা সন্দেহর কাঁটা এফোঁড় ওফোঁড় করছিল আমাকে। আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম কোনও দিন কি আমার বর আমি না থাকা সময়ে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে? কোনও দিন কি ওদের একা বাড়িতে রেখে আমি অফিস চলে গিয়েছি? আমার স্মৃতি আমাকে সাহায্য করছিল না, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। ভাদু কেন ছেলেটার নাম বলছে না!

আমি একটা খয়েরি বোরখা বড়বাজার থেকে কিনে এনে ছুড়ে মেরেছিলাম ভাদুর মুখের ওপরে। বলেছিলাম পরে নে। ও বাধ্য মেয়ের মতো কথা শুনেছিল। দূরের এক নার্সিংহোমে আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। বাড়ি ফিরে এসে আমি বোরখাটা মাটির নিচে পুঁতে দিয়েছিলাম। সেদিন রাতেই বিষ খেয়েছিল ভাদু। একটা ছোট্ট চিরকুটে লিখে রেখে গিয়েছিল, তুমি বাচ্চাটাকে বাঁচতে দিলে না, আমাকেও না। আমি তাই কিছুতেই লোকটার নাম বলব না, যাতে তুমি প্রতিদিন দন্ডে দন্ডে মরো একটু একটু করে। এটাই তোমার শাস্তি।

বাড়িটায় আর আমরা থাকিনি। বেচে দিয়েছিলাম জলের দরে। আসলে অপমৃত্যুর ছাপ লাগা বাড়ির দাম পাওয়া যায় না। বাড়ি মানেই মানুষের কাছে একটা শুভ জিনিস। প্রত্যেকেই যখন বাড়ি কেনে, ভাবে সে বাড়িতে শুধু হাসি, গান আর আনন্দ থাকবে। আমার বর শান্তশিষ্ট হলেও বেশ কাজের মানুষ, ওসব চিরকুট ফুট নিয়ে যাতে কোনও গোলযোগ না পাকে তার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। ভাদু মরে যাবার পর অবশ্য আমার বরের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া বেধেছিল। ভাদু বেঁচে থাকতে যে সন্দেহের কথা আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি সেকথা পরে আমি চিৎকার করে বলেছি আমার বরকে। ও বলেছে তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? ছি ছি তুমি এমন কথা ভাবতে পারলে? তাতেও আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস হয়নি সেকথা। সত্যি কথা বলতে কী সেই থেকে আমাদের সম্পর্কটাই চির খেয়ে গেছিল।

থাকতাম না ওর সঙ্গে আমি কিন্তু আমরা নতুন যে ফ্ল্যাটটা কিনেছি সেটা অপূর্ব সুন্দর একটা বহুতলের একেবারে উপরের দিকে। এটার দাম এত বেশি যে আমাদের দুজনকে মিলে লোনটা নিতে হয়েছে। এই ফ্ল্যাটের দক্ষিণের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে মনে হয় আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে হাওয়া। হাত বাড়ালেই বুঝি ছোঁয়া যাবে তারাদের। এই লোন শোধ করতে সারাজীবন লেগে যাবে আমাদের, কী করে আর ছেড়ে যাব ওকে।

সেই ফ্ল্যাটের ছাদে আজ শুয়ে আছি আমি। হাওয়া উঠেছে। মেঘগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়ে তৈরি করছে অবয়ব। পিঁপড়ে সারি, ফণা তোলা সাপ, কুমির। আমার দেখতে ইচ্ছে করছিল না ওই মেঘছবি। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। আমার চোখের কোণা দিয়ে গড়িয়ে নামছিল জল আর ঠিক তক্ষুনি আমার কপালের মাঝখানে টপ্ করে ঝরে পড়ল একফোঁটা বৃষ্টি, ভাদু নক্ষত্রের জল বুঝিবা। ⌘⌘

ছবি : দীপঙ্কর রায়

বিশেষ রচনা

সার্ধশতবর্ষে

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

চঞ্চলকুমার ঘোষ

(২)

কাশী সেবাশ্রমে হঠাৎ বিরোধ দেখা দিল। দুই পক্ষ কাশী সেবাশ্রম ও অদ্বৈত মঠ। কোনওভাবেই বিরোধ মেটে না। স্বামী সারদানন্দ গেলেন বিরোধ মেটাতে। ব্যর্থ হলেন তিনি। সংবাদ গেল ব্রহ্মানন্দর কাছে। তিনি এলেন কাশীতে। সকলে উৎকণ্ঠিত মহারাজ কী বলবেন। ব্রহ্মানন্দ সেসব নিয়ে একটি কথাও বললেন না। সকলকে একসাথে নিয়ে শুরু করলেন সাধন ভজন আধ্যাত্মিক আলোচনা। কয়েকদিনেই সব বিরোধ মিটে গেল। যাঁরা কর্মযোগে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা ভেবেছিলেন সন্ন্যাস নেবেন না। তাঁদের সব ভাবনা কোথায় হারিয়ে গেল। সকলে মহারাজের কাছে দীক্ষা নিলেন। আবার যারা কর্মকে সাধনার বিরোধী বলে মনে করতেন ঠাকুরের নিষ্কাম কর্মের ব্রত গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে এগিয়ে চললেন। তাই স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন, সাধু না হয়ে তোমার রাজা হওয়া উচিত ছিল। আমি আর হরি মহারাজ দুজনে মিলিত বুদ্ধিতেও যেখানে কূল পাচ্ছিলাম না, তুমি কত সহজে তার সমাধান করে দিলে।

কাশী থেকে গেলেন পুণ্যভূমি হরিদ্বারে। সেই সময় এখানে চিকিৎসার জন্যে কোনও ব্যবস্থা নেই। ব্যাধিতে ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনও উপায় ছিল না। স্বামীজির উৎসাহে ১৯০১ সালে একটি সেবাশ্রম শুরু হল। দায়িত্ব নিলেন স্বামীজির দুই শিষ্য কল্যাণ্যানন্দ আর নিশ্চয়ানন্দ। তারা সেখানকার অসুস্থ সাধুদের সাধ্যমতো সেবা করতেন। যদিও সহায় সম্বল বলে কিছু ছিল না। তাছাড়া স্থানীয় মানুষের কাছে তাঁদের পরিচয় ছিল ভাঙ্গী সাধু। স্বামীজির মৃত্যুর পর দুজনের মন ভেঙে গিয়েছিল। ব্রহ্মানন্দ যখন সেখানে পৌঁছলেন দুজনেই তাঁকে নিবেদন করলেন সেবার কাজ ছেড়ে দিয়ে তারা বাকি জীবন সাধনা করতে চায়। কোনও জবাব দিলেন না ব্রহ্মানন্দ। এক মাস সেখানে রয়ে গেলেন তিনি। চলতে থাকে পূজা পাঠ, ধর্ম আলোচনা উপদেশ। তার মধ্যেই মনের পরিবর্তন ঘটে গেল দুই সন্ন্যাসীর। দুজনেই অনুভব করলেন সেবাই তপস্যা, এর মধ্যে দিয়েই তাদের ধর্ম জীবনে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিচ্ছেন ব্রহ্মানন্দ। তাই পরবর্তী কালে কল্যাণানন্দ লিখেছেন, মহারাজ ছিলেন চন্দ্রের মতন স্নিগ্ধ বিমল জ্যোতিস্বরূপ। তাঁর সান্নিধ্যে মানুষের সকল সংশয় দূর হয়। হতাশ প্রাণে বল আসে। মহারাজ এমনভাবে কথা বলতেন তাঁর আদেশ নির্দেশ বিনা দ্বিধায় পালন না করে উপায় ছিল না।

এক দু বছরের মধ্যেই ব্রহ্মানন্দ অর্থ যোগাড় করে শুধু যে কনখলে জমি কেনবার ব্যবসাথা করলেন তাই নয়। তৈরি করলেন পাকা বাড়ি হাসপাতাল। যেখানে আজও অসহায় সাধু, দীন দরিদ্র মানুষ সেবা পেয়ে চলেছে।

কাশী কনখল এর পর মহারাজ এলেন তাঁর প্রিয় বৃন্দাবনে। কয়েকজন ভক্ত এখানে সেবার কাজ শুরু করতে চাইলেন। সানন্দে সম্মতি দিলেন তিনি। একটা বাড়ি পাওয়া গেল। এক ব্রহ্মচারিকে সেখানে পাঠানো হল। ১৯০৮ সালে বৃন্দাবনে তৈরি হল পূর্ণ সেবা কেন্দ্র।

১৯০১ থেকে ১৯২২ সংঘ প্রধান হিসেবে তিনি এই পথই দেখিয়েছেন। একদিকে প্রশাসন সেবার কাজ, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জগৎ। এই দুই জগতের মধ্যে এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে কোনও সঙ্ঘের বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে থাকে তার শৃঙ্খলা নীতি আদর্শের উপর। তিনি কখনও কোনও নীতি আদর্শ বিরোধী কাজকে

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

সমর্থন করেননি। ১৯১৩ সালের কথা, মহারাজ তখন কাশীতে। বেলুড় মঠের সংলগ্ন একটা জমি কেনার সুযোগ আসে। এক ভক্ত টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কাজ এগিয়ে যাবার পর কোনও কারণে সেই ভক্ত টাকা দিতে অসমর্থ হয়। তখন মঠের তত্ত্বাবধায়ক স্বামী প্রেমানন্দ ঠিক করলেন মঠের ফান্ডের টাকায় ওই জমি কিনবেন। মহারাজকে জানাতেই তিনি চিঠি পাঠালেন এক বিষয়ের টাকা অন্য বিষয়ে খরচ করা যাবে না। সঙ্ঘের নীতি মাছের কড়িতে শাক কেনা বা শাকের কড়িতে মাছ কেনা চলবে না। আরেক জায়গায় দেখি ভুবনেশ্বর মঠের চিকিৎসালয়ে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি কেনবার জন্যে একজন দুশো টাকা দেন। কিন্তু যন্ত্রপাতির বিশেষ প্রয়োজন না থাকায় মঠের অধ্যক্ষ সেই অর্থ অন্য কাজে খরচ করেন। তাতে বিরক্ত হয়ে মহারাজ তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেন। এর থেকেই বোঝা যায় কি সুকঠিন নিয়ম আর নিষ্ঠার উপর স্বামী ব্রহ্মানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনকে গড়ে তুলেছিলেন।১৮৯৫ থেকে ১৯২২ এই দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে তিনি যে শুধু রামকৃষ্ণ মঠ মিশনকে নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাই নয়। স্বামী শিবানন্দর কথায় পিতা যেমন সন্তানকে মানুষ করে সমাজ সংসারের উপযুক্ত করে তোলেন মহারাজও সেই ভূমিকা পালন করেছেন।

জীবন দর্শন

ব্রহ্মানন্দ স্বামীজির মতো বিশেষ কিছু লিখে যাননি। তিনি শিষ্য ও ভক্তদের কাছে যে সব উপদেশ দিতেন তাই অন্যরা লিখে রাখতেন। সেই সব উপদেশবাণী সংকলন করা হয়েছে 'ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' নামে ছোট একখানি বইতে। আকারে ছোট হলেও অমূল্য এক সার সংকলন। সত্যানুভূতির এক জীবন্ত প্রকাশ। এক একটি উপদেশ যেন ছোট বীজ। যার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশাল এক বৃক্ষের পূর্ণ রূপ।

পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বলেছেন এ সবই ঠাকুরের কথা। তিনিই আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। একদিন এক ভক্ত এসে বললেন, যখন ধ্যান করতে বসি কিছুতেই মন স্থির হয় না। মন স্থির না হলে কী করে ধ্যান করব?

এ জিজ্ঞাসা তো শুধু কোনও একজন ভক্তের নয়, সব সংসারী মানুষের। যাদের মন হাজারো সমস্যায় দীর্ণ। বড় সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ধ্যান না করলে মন স্থির হয় না। আবার মন স্থির না হলে ধ্যান হয় না। এই অবস্থায় মন স্থির করে ধ্যান করব ভাবলে কখনও ধ্যান হবে না। খুব জপ কর। খুব জপ কর। কলিতে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। জপ করতে করতেই মন স্থির হবে। জপ করতে করতে ইষ্ট মূর্তি চিন্তা করতে হয়, তাতে জপ ধ্যান দুই এক সঙ্গে হয়ে যাবে। ওরে গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা আছে জানিস তো? সে রকম সব জিনিসেই জোয়ার ভাঁটা আছে জানবি। সাধন ভজনেও জোয়ার ভাঁটা আছে তবে সেটা প্রথম প্রথম। লেগে পড়ে থাকতে হয়। কিছুকাল নিয়মিত সাধন ভজন করতে পারলে তখন আর জোয়ার ভাঁটা খেলবে না। তখন একটানা গঙ্গা হয়ে যাবে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলছেন জীবের এত কষ্ট এত অশান্তি অনিত্য পদার্থে মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির জন্যে। আমি, আমার, এই অজ্ঞান বশত। তাই মন এত অস্থির চঞ্চল। মনের এই প্রবল ঝড়কে বশীভূত করাই হল ধ্যানের কাজ। সংসারে থাকতে গেলে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করতে হয়। এটাই সংসারের নিয়ম। তাই খুব ধৈর্য চাই। ক, খ, শেখার মতন। কিছু হচ্ছে না বলে ভেঙে পড়লে চলবে না। struggle, struggle, struggle—প্রতিমুহূর্তে struggle করতে হবে।

স্বামীজি বলতেন, রাখাল আধ্যাত্মিকতায় আমাদের সকলের চেয়ে বড়। শুধু আধ্যাত্মিকতায় নয়, কর্মযোগী হিসেবে যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কত বড় সে প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর উপদেশ আর জীবন চরিতের মধ্যে। ছোট বড় প্রতিটি কাজের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ নিষ্ঠা। তিনি বলতেন, বড় বড় কাজ করা সোজা, অনেকেই করতে পারে। নাম যশের জন্যে অনেক সময় অনেক বড় কাজ করতে পারা যায়। ছোট কাজের ভেতর দিয়েই মানুষকে বোঝা যায় তাঁর চরিত্র কতদূর গড়েছে। যারা ঠিক ঠিক কর্মযোগী তারা অতি হীন কাজ হলেও সে কাজে ভগবৎ বুদ্ধিতে মন প্রাণ ঢেলে দেয়। লোকের বাহবা নেবার জন্যে তারা কিছু করে না।

জীবনের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে মহারাজ বলছেন আমি কুড়েমির প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা করি না। তার চেয়ে পরিষ্কার ভাষায় বল, আমার ভোগ করবার ইচ্ছা আছে। মন মুখ এক কর। সময় আর কখন হবে। জীবনের সেরা সময় চলে যাচ্ছে—ষোল থেকে ত্রিশ বছর। এই সময়টা গোলমালে কাটিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে ধর্ম করবি মনে করেছিস? নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। নিজেকে ঠকানো একেই বলে।

স্বামীজি বলতেন আমি চাই উদ্যম। এই উদ্যম প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা ছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবন। বেলুড় মঠের বাগানে একবার তিনি এত ফুল ফুটিয়েছিলেন তাই দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বামীজি বলেছিলেন রাজা করেছে কী!

নিজের হাতে গড়া ভুবনেশ্বরের আশ্রম রুক্ষ প্রান্তরকেও ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়েছেন। মালির মতন নিজের হাতে কাজ করেছেন। কাজ করতে গিয়ে বার বার বাধা পেয়েছেন। আঘাত পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু কখনও পিছিয়ে আসেননি, নতুন উদ্যমে এগিয়েছেন। কাজকে তিনি দেখেছেন জীবনের তপস্যা, ঈশ্বর সাধনা।

স্বামী প্রেমানন্দের কথায়, একদিন মহারাজ তরুণ সব সাধুদের উপদেশ দিচ্ছেন। এমন সময় স্বামী শুদ্ধানন্দ (তখন মঠ মিশনের সহকারী সম্পাদক) এসে কিছুটা ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, মহারাজ এই সব ছেলেরা আপনার কাছে উপদেশ শুনছে এরা কেউ কোনও কাজ করতে চায় না, এদের মঠ থেকে বার করবার অনুমতি দিন। আর আমরা বার করে দিলে ওরা যেন আপনার কাছেও না আশ্রয় পায়।

এতক্ষণ চুপ করেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, এবার ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, তুমি কি বলছ সুধীর, তোমার কেবল কাজ আর কাজ। এই সব ছেলেরা যার জন্য ঘর বাড়ি ছেড়ে এসেছে। তার কতদূর কী হল তোমরা কী তা জিজ্ঞাসা কর। কখনও কী খোঁজ নাও এরা কে কতটুকু ধ্যানজপ করে। এই জন্যেই তো আমি এদের নিয়ে বসি। আর এরা কতটুকু জানে, এই তো সবে ঘর বাড়ি ছেড়ে এসেছে। তোমরা যদি কিছু দিতে না পার, এরা কোথা থেকে শিখবে। দেখ কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। আর তুমি এদের তাড়িয়ে দেবার অনুমতি চাইছ তা তোমরা করতে পারো। কিন্তু আমার দরজা এদের জন্যে সর্বদা খোলা থাকবে, আমি কাউকে তাড়িয়ে দিতে পারব না।

আর একবার মঠের এক সেবকের বিরুদ্ধে অন্য দু তিনজন সেবক কিছু অভিযোগ করে তাকে তাড়িয়ে দিতে বললে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দেখ আমার চেয়ে অনেক বড় বড় সাধু আছেন। তোমাদের ইচ্ছা হয় তো তাদের কাছে যেতে পার। আমায় সকলকে নিয়ে থাকতে হয়। এই দেখ না আমার কাছে ভাল মন্দ কত রকমের লোক আসে। সকলকে সমানভাবে যত্ন করি। মন্দ লোক এলে তাকে দূর ছাই করলে সে যায় কোথায়। সনক সনৎকুমারদের মতো লোকদের নিয়ে সকলেই থাকতে পারে। সব রকম লোকেদের নিয়ে থাকাই আসল।

এই ভালবাসার আর এক প্রকাশ দেখি ঠাকুরের ভৈরব ভক্ত গিরিশচন্দ্রের কথায়। যখন আমার প্রথম হাঁপানি হল খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমার মনে এক অদ্ভুতভাবে জেগে উঠল ঠাকুর একজন মানুষ। তার বেশি কিছু নয়। মনের মধ্যে অশান্তি শুরু হল। কত গীতা পাঠ, চণ্ডীপাঠ, ঠাকুরের নাম গান তবু মন থেকে ঠাকুরের ওপর থেকে মানুষ বুদ্ধি যায় না। অস্থির অবস্থা আমার তখন। খবর পেয়েই রাখাল এসে হাজির। আমার কাছে রাখাল টাখাল ছেলেমানুষ। কালকের ছোকরা। ঠাকুরের কাছে যখন যেতাম তখন ওদের কতই বা বয়েস। সব কথা শুনে রাখালের সে কি হাসি। বলল, ও আর কি। ঢেউ যেমন হুশ করে উঁচু হয় আবার নিচু হয়ে নেমে যায় মনটাও তেমনি। ওর জন্যে চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। রাখাল ঘর থেকে বার হতেই মনে হল আমার কাঁধের ওপর থেকে ভূতটা যেন চলে গেল। ঠাকুরের ওপর আগেকার ভগবদবুদ্ধি ফিরে এল। সাধ করে কি রাখালকে এত মানি।

এমনিই ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। শুধু অন্তরের শক্তি নয়, বাইরের প্রকাশও ছিল অনন্য। চেহারায় রাজকীয় আভিজাত্য। দুই চোখে গভীর এক দৃষ্টি। দশজনের মধ্যে থাকলেও তাঁকে চিনতে ভুল হত না। যিনিই তাঁর কাছে আসতেন তিনিই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর মনে প্রাণে জেগে উঠত এক অব্যক্ত আনন্দ। তাই মহারাজ যেখানেই যেতেন সেখানে দিনের পর দিন লোকের ভিড় লেগে থাকত। একবার কেউ তাঁর কাছে এলে সহজে যেতে চাইত না। তাদের মুখে একটি কথাই বারবার শোনা যেত, আমরা অনেক রকম মানুষ দেখেছি কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। তিনি যেন কত আপনার জন।

এতই ছিল তাঁর প্রেম আর করুণা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এই প্রেম খুঁজে বেড়িয়েছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। সর্বত্যাগী হয়েও সর্বমানবের জন্যে বিলিয়ে দিয়েছেন প্রেমের ভাব আর ভালবাসা। বিবেকানন্দ বলেছেন ধ্যান মানে তন্ময়তা। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন সেই ধ্যানমগ্ন পুরুষ। গোটা জীবনই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সেই আলোক জ্যোতিতে। যখন গাছে ফুল ফোটাচ্ছেন, আশ্রমের পোষা জীব জন্তুদের দেখাশোনা করছেন, শিষ্য ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন, দীন দরিদ্র মানুষদের দিকে পরম মমতায় হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, সংগঠনের কাজ করছেন, আবার ঈশ্বরের নাম করছেন, সব কিছুতেই সেই ভালবাসা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহত্যাগ করেন ২৭শে চৈত্র ১৩২৮ (১৯২২ এপ্রিল ১০), কিন্তু যে ভালবাসার দীপশিখা তিনি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন অনির্বাণ জ্যোতির মতো আজও তা জ্বলছে।

যথার্থ অর্থেই তিনি রাজা। ঠাকুরের কথায় ব্রজের রাখাল, রাখাল রাজা। ঃঃ

সমাপ্ত

শীত ও শীতের পরের রোগ

অনেক দিক দিয়েই মরশুমটি আরামের। খেয়ে, খাইয়ে, দমভর ঘুরেও ক্লান্তি নেই। অসুখও তুলনায় যেন কম ঘেঁষে। কিন্তু ঠান্ডা যাদের রোগের কারণ, শীত তাদের বড় বালাই। সুখের শীতও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তাদের কাছে, সাবধানতা অবলম্বন না করলে। আসা, থাকা আর যাওয়ার আগে ঋতুটি কী কী সমস্যা তৈরি করতে পারে জানালেন **ডা. সুব্রত মৈত্র**

কী কী হয়

শীতের শুরু এবং শেষে সাবধান হলে কড়া ঠান্ডাতেও আপনি নিরাপদ। সিজন চেঞ্জের সময়টাই মারাত্মক। আবহাওয়া না গরম না ঠান্ডা হওয়ায় জীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে। এবং দেখা দেয় সর্দি, কাশি, জ্বর, অ্যাজমা, শুষ্ক ত্বকের সমস্যা, আচমকা নাক থেকে রক্তপাত, অ্যালার্জি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, সাইনুসাইটিস, টনসিলাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস, আর্থারাইটিস , মাথা ব্যথা, চিকেন পক্স, হামের মতো হাজারো রোগ। এগুলো বেশি হয় শিশু নয় বেশী বয়সের মানুষের।

শীতের শুরুতে

● সর্দি-জ্বর-কাশি— সঙ্গে থাকতে পারে গা ম্যাজম্যাজ, মাথা ব্যথা, নাক দিয়ে জল পড়া, অজস্র হাঁচি। এগুলো কম শীতপোশাক পড়ার জন্য ঠান্ডা লেগে হতে পারে। কিংবা অতিরিক্ত গরম জামা পড়ায় ঘাম বসেও হয়। কিছুদিন বিশ্রাম, কাশির সিরাপ, গার্গেল, প্যারাসিটামল এর জন্য যথেষ্ট। মোটামুটি সাতদিনেই সেরে যায়। এগুলোই টার্ন নিতে পারে ইনফ্লুয়েঞ্জায়। তাই না কমলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মতো অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হবে।

● নাক দিয়ে রক্তপাত— অনেকেরই ধারণা, ঠান্ডায় জল কম খাওয়ায় শরীর কষে যায়। নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। ভাবনাটি একেবারেই ভুল। নাকে কোনওভাবে সংক্রমণ হলে ব্লিডিং হয়। শীতে বেশি হলেও অন্য ঋতুতেও নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। এর হাত থেকে বাঁচতে সহজ রাস্তা হল, নাকের ভেতরটা কখনোই ড্রাই বা শুকনো হতে দেবেন না। ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট হিসেবে নাক দিয়ে জল টানতে পারেন। তাতেও না কমলে ডাক্তারবাবু তো আছেনই।

● অ্যাজমা— এটি শ্বাসনালির প্রদাহ। রোগটি ক্রনিক। অর্থাৎ বারে বারে হতে পারে। সমস্যাটি আচমকা শুরু হয়। এবং সকাল ও রাতে বাড়ে। বাতাস চলাচলের পথ অর্থাৎ শ্বাসনালি সরু হয়ে গিয়ে পরিমাণমতো বাতাস ফুসফুসে আসতে পারে না। তখনই শুরু হয় শ্বাসকষ্ট, খুসখুসে কাশি, বুকে চাপ ধরা ভাব। পশুর লোম, পরিবেশ দূষণ, ধুলো, ফুলের রেণু, ডিম, বেগুন, চিংড়ি, কাঁকড়া টেনশন ও বংশগত কারণ থেকে অ্যাজমা হয়। ঋতু পরিবর্তনের সময় আর শীতে বেশি দেখা দেয়। শ্বাসকষ্ট কমাতে ইনহেলার ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগটি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গেলে লেবুলাইজার, অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়। আর যেসব জিনিস অ্যাজমার কারণ তার থেকে দূরে থাকতে হবে।

● ব্রঙ্কাইটিস— ব্রঙ্কাইটিস মানে অক্সিজেনবাহি টিস্যুতে সংক্রমণ। সর্দি-কাশি, অ্যালার্জি, অ্যাজমার রোগীকে চট করে এই রোগ কাবু করে। টানা সর্দি-কাশি, জ্বর, কখনও বুকে ব্যথা, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ আর শ্বাসকষ্ট এর লক্ষণ। কাশি শুকনো বা সর্দি মেশানো হতে পারে। কাফ সিরাপেও এই কাশি কমতে চায় না। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পরলে ১০-১২ দিনের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন। বাড়াবাড়ি হলে হাসপাতালে ভর্তি করতে হতে পারে। দরকারে চেস্ট এক্সরে, ফুসফুসের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করাতে হয়। এছাড়া, অ্যান্টি অ্যালার্জি ওষুধ, শ্বাসকষ্ট কমাতে ইনহেলার, লেবুলাইজার, কাফ সিরাপ ইত্যাদি দেওয়া

হয়। ঠান্ডা এড়াতে রোগীকে গরম জামা পরতে হবে। ঠান্ডা, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করতে হবে। কারণ, এটিও ক্রনিক রোগ। একবার হলে আবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

● নিউমোনিয়া— অনেকেই ব্রঙ্কাইটিসের সঙ্গে রোগটিকে গুলিয়ে ফেলেন। এতেও সর্দি-কাশি, জ্বর, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট হয়। পার্থক্য, নিউমোনিয়া মানে ফুসফুসের টিস্যুতে সংক্রমণ। কিছু ক্ষেত্রে ব্রঙ্কাইটিস থেকে নিউমোনিয়া হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক, ইনহেলার, লেবুলাইজার, কাফ সিরাপ নিউমোনিয়ার ওষুধ। এই রোগে আক্রান্ত রোগীকেও ঠান্ডা থেকে দূরে থাকতে হবে। গরম পোশাক, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে সাহায্য করবে।

● টনসিলাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস— গলার ভিতরে দু'পাশের দু'টি গ্ল্যান্ডের নাম টনসিল। শরীরের ভেতরে অবাঞ্ছিত জীবাণুর প্রবেশ আটকায়। তাই একে মানব দেহের পাহারাদার বলা হয়। কোনওভাবে জীবাণু বা দূষণ থেকে সংক্রমণ হলে টনসিলে প্রদাহ দেখা দেয়। এটাই টনসিলাইটিস। এর থেকে গলা ব্যথা, টনসিল ফুলে লাল হওয়া, ফ্যারিনজাইটিস, টনসিলে পুঁজ জমা, কানে-মাথায় ব্যথা, স্বরভঙ্গ, স্বর বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। ফ্যারিনজাইটিস হলে গলায় প্রথমে ছোট গুটি দেখা দেয়। পরে তা পেকে আকারে বড় হয়। এবং ফোঁড়ার মতো গোটার মুখ পেকে যায়। কিছু খেতে বা তরল খাবার গিলতেও কষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু গার্গেল, অ্যান্টিবায়োটিক, ব্লাড কাউন্টিং, থ্রোট সোয়াব কালচার ইত্যাদি করতে বলেন। এই সময় ধূমপান একেবারেই নয়। ধোঁয়া, ধুলো থেকে দূরে থাকবেন। নাইস জাতীয় ওষুধ কখনোই খাবেন না। তরল জাতীয় খাবার অল্প গরম অবস্থায় খান।

● হাই ব্লাড প্রেসার— শুনে অবাক লাগলেও ঘটনাটি সত্যি। শীতেও রক্তচাপ বাড়তে পারে। অত্যধিক ঠান্ডায় রক্তনালি সংকুচিত হয়ে এই সমস্যা হয়। ঠান্ডা তো লাগাবেনই না। নিয়মিত প্রেসার চেক করাবেন। প্রেসার বাড়লে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ নেবেন।

● ড্রাই স্কিন— এই ধরনের স্কিনের সমস্যা অনেক —ত্বক ফেটে যাওয়া, সোরিয়াসিস, ড্রাই খুশকি, ড্রাই একজিমা ইত্যাদি। খুশকি হলে তেল মাখবেন না। একদিন অন্তর শ্যাম্পু করুন, কন্ডিশনার মাখুন। ত্বক নরম রাখতে ইমোডা, ইমোলিনা জাতীয় লোশন, অ্যালোভেরা ক্রিম ও লোশন ব্যবহার করুন। সাবান বেশি না মাখাই ভাল। ত্বক আরও শুকিয়ে যাবে। তবে পরিচ্ছন্ন থাকাটা মাস্ট।

● আর্থারাইটিস— অনেকের ঠান্ডায় আর্থারাইটিসের ব্যথা বাড়ে। যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে ঠান্ডা লাগাবেন না। সারা বছর ঈষদুষ্ণ জলে স্নান সারুন। ব্যথার জায়গায় হট কমপ্রেস করতে পারেন। ইউরিক অ্যাসিড থাকলে কচু, ওল, মুসুর ডাল, টম্যাটো, পালং ও পুঁই শাক, চিংড়ি, কাঁকড়া, পোস্ত, ছোলা, সিম, বাঁধাকপি খাবেন না। না থাকলে সব খান।

● সাইনুসাইটিস— সাইনাস এরিয়ায় (কপালের পিছন দিক, নাকের হাড়, চোখ আর গাল) প্রচুর সর্দি জমে বা জীবাণু সংক্রমণে হাওয়া চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে গেলে সমস্যাটি দেখা দেয়। সর্দি-কাশির ধাত থাকলে সহজেই রোগটির আক্রমণ ঘটে। শ্বাসকষ্ট, নাক বন্ধ হওয়া ও জল পড়া, কোনও কিছুর গন্ধ না পাওয়া, চোখ-গাল-গলা-মাথায় চাপ ধরা ব্যথা, রাতে খুব কাশি, জ্বর, শরীরে ক্লান্তি, গলায় ঘা হয়। এর ওষুধ অ্যান্টিবায়োটিক, গার্গল, বিশ্রাম আর গরম জলের ভেপার নেওয়া।

শীতের শেষে

● ইনফ্লুয়েঞ্জা, অ্যাজমার চিকিৎসার কথা শুরুতেই বলা হয়েছে।

● চিকেন পক্স, হাম— এগুলো ছোঁয়াচে এবং ভাইরাসজনিত কারণে হয়। শরীরে বেরনো র‍্যাশে নখ লাগলে ক্ষত বা সেপটিক হতে পারে। তাই নিমপাতা, তুলো বা নরম, পাতলা কাপড় ব্যবহার করতে পারেন। এর ওষুধ নেই। তবে সেরে ওঠার পর দুর্বলতা থেকে ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই হালকা গরম পোশাক পরা উচিত কিছুদিন। চুলকানি কমাতে ক্যালামাইন বা সোফরামাইসিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পক্স, হামে হোমিওপ্যাথি

■ ভেরিওলিনাম ৩০ ছোটদের এবং ভেরিওলিনাম ২০০ বড়দের দিলে হাম বা চিকেন পক্স থেকে রেহাই সম্ভব। কিংবা হলেও কম হবে। ছোটরা ওষুধের ২০ নম্বর মাপের বড়ি দুটো করে দু'-তিনবার তিনদিন, বড়রা ৪০ নম্বর মাপের বড়ি একই ডোজে খাবেন তিনদিন।

■ দ্রুত আরোগ্য পেতে খাওয়ান রাসটক্স ২০০-এর ২০ মাপের দুটো বড়ি ছোটদের তিনবার তিনদিন, বড়দের ৪০ মাপের বড়ি এক নিয়মে ৩-৪ দিন। এটি ভেতরে জার্ম থাকলে বের করে দেবে। অনেকের ধারণা, হোমিওপ্যাথি খেলে রোগ বাড়ে। ভেতরে জার্ম না থাকলে হোমিওপ্যাথিতে রোগ বাড়ে না। বরং এর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে না।

■ জ্বর সহ মাথা ব্যথা থাকলে ছোটদের ভেরেকটাম ভিরিডি ৩০, বড়দের ২০০ যথাক্রমে ২০ ও ৪০ মাপে দুটো করে বড়ি দেবেন দিনে দু'বার।

■ গলায় ক্ষত ও ব্যথায় মার্ক-সল ৩০ ছোটদের, মার্ক-সল ২০০ বড়দের দিতে হবে। পরিমাণ একই।

■ পক্সের দাগ কমাতে বারবারিস অ্যাকোয়া (মাদার) অল্প জলে ১৫ ফোঁটা মিশিয়ে দিনে দু'বার মাখুন।

■ লালচে হামে ছোটদের বেলেডোনা ৩০, বড়দের বেলেডোনা ২০০ খাওয়ান। যথাক্রমে ২০ ও ৪০ মাপের। হাম পেকে গেলে পালসেটিলা দিতে হবে। এটি পেটের অসুখও কমাবে। কালচে হামে আর্সেনিক ৩০ ছোটদের ও আর্সেনিক ২০০ বড়দের জন্য। ওষুধের পরিমাণ এক।

■ লালচে পক্সে চুলকানি কমাতে প্রথমে বেলেডোনা, না কমলে আর্সেনিক দিতে হবে।

■ দুর্বলতা কমাতে চায়না (মাদার) আধ কাপ জলে ছোটদের ৫ ফোঁটা, বড়দের ১০ ফোঁটা মিশিয়ে খাওয়ান দিনে ও রাতে খাওয়ার পর।

■ জ্বর বেশি হলে থেরামফক্স৩X ছোটদের ২০ এবং বড়দের ৪০ মাপের দু'টি বড়ি যথাক্রমে দিনে দু'বার ও তিনবার দিতে হবে।

■ হামের পর বেশি চামড়া উঠলে আর্স-আয়োড৩X (পাউডার) হোমিওপ্যাথি ওষুধের চামচের পাঁচ চামচ খাওয়ান দিনে দু'বার।

তথ্য সহায়তায় : ডা. প্রকাশ মল্লিক
যোগাযোগ : ৯৮৩০০-২৩৪৮৭

মানলে ভাল

✓ সারা বছর ঈষদুষ্ণ জলে স্নান শরীরকে সুস্থ রাখে।

✓ অম্বল, গ্যাসের সমস্যায় ভরপেট খাবেন না। রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি সারুন।

✓ প্রচুর জল খান। চামড়া নরম থাকবে। গ্যাস, অম্বল কম হবে।

✓ অ্যালার্জির ধাত থাকলে অ্যালার্জির কারণ থেকে দূরে থাকুন।

✓ ঠান্ডা যাদের কাছে বিষ, তারা শীতের শুরু ও শেষে হালকা গরম পোশাক পরবেন। বাতাসের তাপ বাড়লেও। এসিতে থাকলেও এটা মানতে হবে।

✓ পক্স, হামেও মাছ, মাংস খান। দুর্বলতা কমবে।

✓ নাক বন্ধে নেজাল ড্রপ নিলেও অভ্যেসে পরিণত করবেন না। এর কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে।

✓ সাইনুসাইটিস হলে বা বুকে কফ জমলে ঘন ঘন ভেপার নিন। তরল হয়ে বেরিয়ে আসবে।

✓ অ্যাজমা, হৃদরোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আর্থারাইটিস ইত্যাদি রোগ থেকে বাঁচতে শীতের শুরুতে নিউমোকক্কাল ভ্যাক্সিন নিতে পারেন। ⌘⌘

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩১০-৭২১৬২
তথ্য সংগ্রহ ঃ উপালি সাহা

বইমেলা চলছে। মেলায় গেলেই দেখতে পাবেন থরে-বিথরে বিভিন্ন বিষয়ের বই। কিন্তু তার জন্য সময় দরকার। সে সময় আজ অনেক মানুষের হাতেই নেই। অথচ তারা অনেকেই বইপ্রেমী। কাজের ফাঁকে নেট-এ দেখতে পারেন নানা ধরনের অনলাইন বই-এর সাইট। সেখান থেকেই প্রয়োজনের বইটি কিনতে পারেন স্বচ্ছন্দে। সেরকমই কিছু সদ্যপ্রকাশিত বইয়ের তালিকা দিলেন **বুবুন চট্টোপাধ্যায়।**

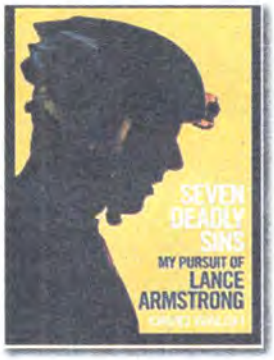

সেভেন ডেডলি সিনস

সাতবার ত্যুর দ্য ফ্রান্স বিজয়ী ল্যান্স আর্মস্ট্রং এতদিন পর মুখ খুলেছেন। এতদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র অপপ্রচার এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে নিজেকে আড়াল করার মরীয়া চেষ্টা করতে করতে তিনি নিজেও ক্লান্ত। তাঁর জবানবন্দিতেই সেই সব সত্যের উদ্ঘাটন এই বইয়ের পাতায় পাতায়। ৪৯৯ টাকার বইটি পাওয়া যাচ্ছে **৩২৯ টাকায়।**

অন লাইনে বই-বাজার

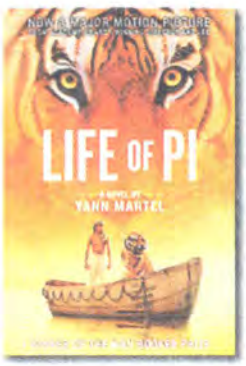

লাইফ অফ পাই

নীল নির্জন প্রশান্ত মহাসাগরে বিশাল মালবাহী জাহাজটি ডুবে যাওয়ার পর একমাত্র বেঁচে ছিল ষোলো বছরের কিশোর পাই। তারপর হিংস্র হায়না, জেব্রা এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে তার সহবাস। কী হল তারপরে? যারা সম্প্রতিকালে ছবিটি দেখেছেন তারা তো জানেন, কিন্তু যারা দেখেননি, অবশ্যই রুদ্ধশ্বাসে বইয়ের পাতায় চোখ রাখুন। এই অসাধারণ বইটির লেখক ইয়ান মার্টেল। ৩৯৯ টাকার বইটি ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র **২৬৩ টাকায়।**

ফেলুদা সমগ্র

শুধু কিশোর-কিশোরী নয়, ছেলে-বুড়ো যে কোনও বয়সে ফেলুদা অনন্য! সেই ফেলুদার সব ক'টি উপন্যাস যদি একসঙ্গে পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই। ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাচ্ছে সম্পূর্ণ ফেলুদা সমগ্র। ১০০০ টাকার বইটি মাত্র **৯০০ টাকায়।**

দ্য সাইডওয়েস গ্লান্স অ্যাট হিন্দি সিনেমা ২০১৩ ডায়েরি

গত একশো বছরের হিন্দি ছবি এবং বলিউডের ছবি সংক্রান্ত এমন কিছু টেক্সট এবং ছবি পাবেন যা এ যাবৎ পাঠক এবং দর্শকদের কাছে প্রকাশিত হয়নি। লন্ডনের ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার নাসরীন মুন্নি কবিরের এই বইটি কফিটেবল আইটেম হিসেবে অনন্য। ৫৯৯ টাকার বইটি ফ্লিপকার্টে ৪৯৯ **টাকায়** পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথম আলো

১৮০০ থেকে ১৯০০। সেই সময় দিল্লি নয়, কলকাতাই ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। সেই সময় বিশেষত উত্তর কলকাতায় বাবু কালচার যেমন ছিল দেবেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, রামমোহন রায়ের মতো মনীষীরাও ছিলেন। সেই সময়ের কলকাতার চিত্রই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম আলো। ৫০০ টাকার বইটি ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাচ্ছে **৪৫০ টাকায়।**

পতৌদি নবাব অব ক্রিকেট

বইটিকে মনসুর আলি খান পতৌদির একটি অ্যানথোলজি বলা যায়। এই বইতে পতৌদি সম্পর্কে কে লেখেননি? ক্রিকেট তারকা ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, সুনীল গাভাসকার, ইয়ান চ্যাপেল থেকে পতৌদি কন্যা সোহা আলি খান ছাড়াও আরও অনেকে। ৪৯৯ টাকার হার্ডকভার এই বইটি ফ্লিপকার্টে অর্ডার দিলে ২৮ শতাংশ ছাড়ে **৩৫৯ টাকায়** পাওয়া যাচ্ছে।

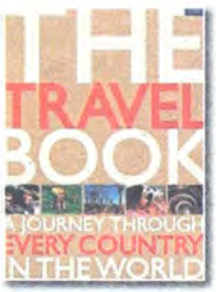

দ্য ট্রাভেল বুক

বাঙালি অথচ বেড়াতে ভালবাসে না এরকম মানুষ পাওয়া দুষ্কর। একটা সময় বাঙালি পুরী-দিঘা-দার্জিলিং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ বাঙালির সেই বাঁধন ঘুচে গেছে, নতুন দেশ দেখার তাড়না তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পকেটে রেস্ত থাকলেও অন্যদেশে যাওয়ার দুর্ভাবনায় অনেকেই পিছিয়ে পড়েন। কিন্তু হাতে যদি লোনলি প্ল্যানেটের এই মোক্ষম বইটি থাকে কে আপনাকে আটকে রাখবে শুধু নিজের দেশের গণ্ডির মধ্যে? ২৮৮০ টাকার বইটি ফ্লিপকার্টে অর্ডার দিলে কুড়ি শতাংশ ছাড়ে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র **২৩০৪ টাকায়।** ⌘⌘

ভূরিভোজ

পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের মিল শুধু মুখের ভাষাতেই নয়— খাওয়া-দাওয়াতেও। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের যেমন প্রিয় খাদ্য মাছ বাংলাদেশেরও তাই। সেখানকার নদী-নালা-খাল-বিল-পুকুরে অঢেল মাছ। সেই সব টাটকা মাছের স্বাদ যেমন ভাল, রান্নাতেও তেমনই নানারকম অভিনব কারুকার্য। এখানে তেমনই কিছু আমিষ রান্নার পদ্ধতি বলা হল। সেই সঙ্গে মিষ্টি থাকল, নারকোলের মিষ্টি। রেসিপি দিলেন **সাধনা মুখোপাধ্যায়**

বাংলাদেশের রান্না

চিংড়ি মাছের মাথাভাজা

উপকরণ : চিংড়ি মাছের মাথা (গলদা চিংড়ি) পরিষ্কার করে খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া ৬টি, মিহি আতপ চাল বাটা (চাল এক রাত ভিজিয়ে রাখতে হবে) ১ কাপ, কোরানো নারকেল ৪ টেবল চামচ, পেষা কাঁচালংকা ১ চা চামচ, নুন-হলুদ আন্দাজমতো, চিনি ১ চা চামচ, ভাজবার জন্যে সরষের তেল।

প্রণালী : চিংড়ি মাছের মাথা ও সরষের তেল ছাড়া অন্য সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে ঘন করে গুলে নিন। চিংড়ি মাছের মাথা এই গোলায় ডুবিয়ে নিয়ে গরম সরষের তেলে লাল করে ভাজুন।

ভাপানো ইলিশের পেটি

উপকরণ : ইলিশ মাছের পেটির টুকরো ৮টি, লংকার গুঁড়ো ১ চা চামচ, নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবল চামচ, সরষে বাটা ১ টেবল চামচ, চেরা কাঁচালংকা ৪টি, সরষের তেল ৪ টেবল চামচ।

প্রণালী : মাছের পেটিতে সমস্ত মশলা, কাঁচালংকা ও সরষের তেল মাখিয়ে একটি বাটিতে রাখুন। একটা ডেকচিতে বা কড়াইয়ে জল দিয়ে বাটিটা ঢাকা দিয়ে তার ওপর একটা নোড়া চাপা দিয়ে গ্যাসে বসিয়ে রাখুন। ৮/১০ মিনিট ফুটে উঠলে নামিয়ে নিন ডেকচি বা কড়াই সুদ্ধ। ঠান্ডা হলে বাটিটা তুলে নিন। মশলা মাখা ইলিশ মাছের পেটি ভাত দিয়ে খেতে খুব ভাল লাগবে।

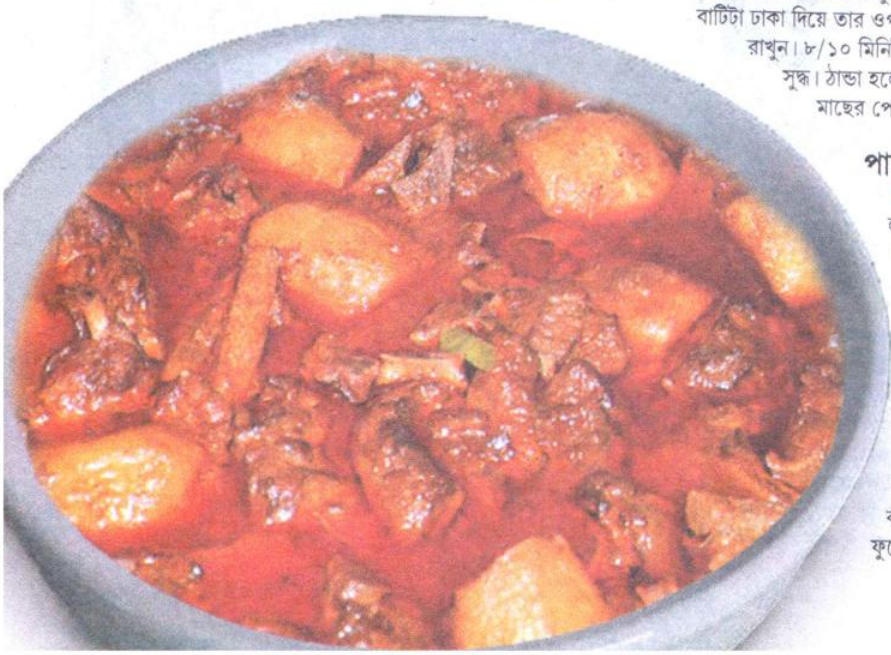

পাবদা মাছের সরষের তেল ঝোল

উপকরণ : পরিষ্কার করা পাবদা মাছ ১০টি, লংকার গুঁড়ো ১ চা চামচ, নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো, আদা বাটা ১ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ, চেরা কাঁচালংকা ৪টি, সরষের তেল ২ টেবল চামচ, কুচনো ধনেপাতা ১ টেবল চামচ, কুচনো টম্যাটো ১ টি, রান্নার জন্যে সরষের তেল।

প্রণালী : পাবদা মাছ সব মশলা ও তেল দিয়ে মেখে রাখুন। কড়াইতে একটু বেশি সরষের তেল গরম করে মশলা মাখানো মাছ ছাড়ুন। সামান্য জল ও চেরা কাঁচালংকা দিন। ঢাকা দিয়ে রাখুন। ভাল করে ফুটে উঠলে নামিয়ে নিন। একটু ঝোল ঝোল

থাকবে। ওপরে কুচনো ধনেপাতা ও টম্যাটো কুচি ছড়িয়ে দিন।

রুই মাছের তেল ঝোল

উপকরণ : রুই মাছের টুকরো আধ কেজি, সরষের তেল ১ কাপ, পেঁয়াজ বাটা ৩ টেবল চামচ, নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো, লংকার গুঁড়ো ২ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ, সরষে বাটা ১ টেবল চামচ, চেরা কাঁচালংকা ৪টি।

প্রণালী : মাছের টুকরোয় নুন, হলুদ, পেঁয়াজ বাটা, জিরে গুঁড়ো, লংকার গুঁড়ো, কাঁচা সরষের তেল ও চেরা কাঁচালংকা মাখিয়ে কড়াইয়ে ঢালুন। অল্প জল দিন। কড়াই ঢাকা দিয়ে ঢিমে আঁচে বসিয়ে রাখুন। সমস্তটা ভাল করে ফুটে উঠলে কড়াই-এর দুই পাশ ঝাড়ন দিয়ে ধরে নাড়িয়ে নিন। খুন্তি দিয়ে নাড়বেন না। সমস্তটা আবার ভাল করে ফুটে উঠলে ও ঘন হয়ে এলে এক টেবল চামচ সরষের তেল জলে গুলে ঢেলে দিন। একবার ফুটিয়ে নামিয়ে নিন।

ঢাকাই মটন

উপকরণ : ছোট ছোট টুকরো করে কাটা মটন ৫০০ গ্রাম, কুচনো টম্যাটো ১/২ কাপ, ধনেপাতা বাটা ৪ টেবল চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবল চামচ, রশুনবাটা ১ চা চামচ, নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো, চিনি ১ চা চামচ, চেরা কাঁচা লংকা ৫টি, সরষের তেল।

প্রণালী : প্রেশার কুকারে আন্দাজমতো সরষের তেল দিয়ে পেঁয়াজ-রশুন-আদাবাটা, টম্যাটো, নুন ও হলুদ এবং মাংস দিয়ে কষতে থাকুন। চিনি দিন। মাংস কষা হয়ে গেলে চেরা কাঁচা লংকা ও অল্প জল দিয়ে প্রেশার কুকার বন্ধ করুন। মাংস সেদ্ধ হলে ঢাকনা খুলে ফুটিয়ে নিয়ে একটু ঝোল কমিয়ে নিয়ে ধনেপাতা বাটা দিয়ে নামিয়ে নিন।

পেঁয়াজ ছাড়া কচি পাঁঠার মাংস

উপকরণ : টাটকা কচি পাঁঠার মাংস ৫০০ গ্রাম, আধখানা করে কাটা মাঝারি সাইজের আলু ১০ টুকরো, কুচনো টম্যাটো ১/২ কাপ, চেরা কাঁচা লংকা ৬টি, জিরে গুঁড়ো ২ চা চামচ, আদাবাটা ২ চা চামচ, নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো, ফোড়নের জন্যে আস্ত জিরে ১/২ চা চামচ, তেজপাতা ২টি, গরমমশলার গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, সরষের তেল।

প্রণালী : প্রথমে মাংস ধুয়ে নিয়ে জিরে, আদাবাটা মাখিয়ে নেবেন। নুন-হলুদ মাখাবেন। কড়াইয়ে তেল গরম করে আস্ত জিরে ও তেজপাতা ফোড়ন দিন। আলুর টুকরোগুলো ভেজে তুলে রাখুন। একসঙ্গে দুই তিনটি করে ভাজবেন। এবারে মাংস তেলের মধ্যে দিয়ে টম্যাটো, ভাজা আলু, চেরা কাঁচা লংকা ও জল দিয়ে সেদ্ধ করুন। প্রেশার কুকার ব্যবহার করতে পারেন। নামিয়ে নিয়ে গরমমশলা ছড়িয়ে দিন। ঝোল পাতলা রাখলে গরম ভাতের সঙ্গে খেতে খুব ভাল লাগবে।

পাতিহাঁসের ডিমভাজা

উপকরণ : সেদ্ধ করা ও খোসা ছাড়িয়ে লম্বাভাবে কেটে নেওয়া হাঁসের ডিম ৪টি, কাঁচা লংকা বাটা ১ চা চামচ, নুন ও হলুদ আন্দাজমতো, বেসন গোলা ২ কাপ, লংকার গুঁড়ো ১ চা চামচ, মৌরি ৮/১০টি, বেসনের গোলার জন্যে সরষের তেল ১ টেবল চামচ, কুচনো পেঁয়াজ ২ টেবল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো ১ চা চামচ, ভাজবার জন্যে সরষের তেল।

প্রণালী : বেসনের গোলায় আন্দাজমতো নুন, হলুদ, পেষা কাঁচা লংকা, লংকার গুঁড়ো ও মৌরি মিশিয়ে নিন। এক টেবল চামচ সরষের তেল মেশাবেন। সমস্তটা ভাল করে ফেটিয়ে নিন। কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করুন। আধখানা করে কাটা সেদ্ধ ডিম এই গোলায় ডুবিয়ে লাল করে ভেজে নিন। এই ডিমের ফাই বা ভাজা সবগুলো ভেজে নিয়ে কুচনো পেঁয়াজ ও গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

নারকোলের মিষ্টি

উপকরণ : কোরানো নারকোল ১/২ কাপ, সুজি ২ কাপ, দুধ ৪ টেবল চামচ, ভেজিটেবল ঘি ১ কাপ, চিনি ২ কাপ, চিনির ঘন রস ৪ কাপ।

প্রণালী : নারকোল কোরা, সুজি, ২ কাপ চিনি, ৪ টেবল চামচ দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে পাক করুন। চিট ধরলে নামিয়ে নিয়ে ঘি মাখানো থালায় ছড়িয়ে দিন। ছুরি দিয়ে বরফির আকারে কেটে নিন। গরম ঘিয়ে ভেজে রসে ফেলুন। ⌘⌘

সুনীল সান্নিধ্যে

কানাই কুণ্ডু

তখন কবিতা লিখি। আমি, সমরেন্দ্র, তারাপদ, শংকর, আবুল কাশেম, দুর্গাদাস ইত্যাদি। আড্ডা ছিল শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'একক' পত্রিকা দফতরে। মাঝে মাঝে প্রেমেনদা, গোপাল ভৌমিক আসতেন। কবি সম্মেলন হত তারাপদ-র সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে। অথবা সমরেন্দ্র-র চারুচন্দ্রে। কিংবা আমার আয়োজনে সুরেন্দ্রনাথের ক্যান্টিনে। এমনই এক কবি সম্মেলনে এসেছিলেন সুনীল। সেটাই প্রথম আলাপ। এবং কফি হাউসের আড্ডায় আমন্ত্রণ। তখন 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার পরিকল্পনাই ছিল না।

তারপর হঠাৎ আমার অন্তর্ধান। টানা বছর বিশেক প্রায় সারা ভারত পরিক্রমা। ফিরে এসে দেখি বন্ধুরা প্রায় সবাই খ্যাতিমান। ছিটেফোঁটা কবিতা লিখি। দেখা করতে দ্বিধা। তবু দেখা হল। শক্তি বললেন, তোর ওই অভিজ্ঞতা পদ্যে হবে না। তুই গদ্য লেখ। প্রথম গদ্য 'চক্রব্যূহ' নামে একটি গল্প। ছাপা হয়েছিল 'কৃশানু' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। বিমলদা (কর) সেই বছরের শারদ সংখ্যার শ্রেষ্ঠ গল্প বিবেচনায় পুনঃপ্রকাশ করলেন 'ইত্যাদি' পত্রিকায়। তখনই সুনীলের উচ্ছ্বসিত ডাক। তখন থেকেই তার কাছের মানুষদের আমি অন্যতম। অন্তরঙ্গও। কত সন্ধ্যা যে তার সান্নিধ্যে মধ্যরাত্রি হয়েছে। মৃত্যুর দিন দশেক আগেও তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছি।

হঠাৎ ২৩-এর ভোরে ফোন। প্রায় প্রতিবেশী আমি। দৌড়ে গেলাম। দেখলাম শুয়ে আছেন সম্রাটের মতো। প্রশান্ত মুখ। নিমীলিত চোখ। নিস্পন্দ শরীর। বিশ্ব পরিক্রমারত উৎসুক চোখ আর খুলবে না। ঝরনা প্রবাহী শব্দস্রোত আচমকা রুদ্ধ হয়ে গেল। পড়ে থাকল প্রবাহমানতার নানা চিহ্ন। সুনীল এখন বেদনাবিধুর স্মৃতি।

ফরিদপুরে মাইজপাড়ার শ্যামল ছায়ায় জন্ম ১৯৩৪-র সেপ্টেম্বরে। সেখানে শৈশব। প্রাথমিক শিক্ষা। এই সবুজ মায়ার আদিগন্ত বিস্তার তার স্মৃতিতে লালন করেছেন আজীবন। প্রসঙ্গ উঠলে বিহ্বল হতে দেখেছি।

তিনি ভোলেননি আর্ত বলাইয়ের গলায় পানি ঢেলে দেওয়া আজু শেখকে। ভোলেননি প্রাইমারির মাস্টারমশাইকে, যিনি ভাঙা আলোয় বাড়ি ফেরার পথে সাইকেলের বেল বাজিয়ে গাইতেন রামপ্রসাদী গান। রাতে বৃষ্টি নামলে মাঠে ছুটে গিয়ে দু'হাত তুলে নাচা পরানের দাদামশাইকে। ওষুধের সরবরাহহীন হিঙ্গুল হেল্‌থ সেন্টারের অসহায় ডাক্তারবাবুকে। অথবা কেরোসিনের অভাবে অন্ধকার নিরন্ধ্র গ্রাম। এমনই অকিঞ্চিৎকর ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি তার মনের গহনে গাঁথা।

তার কবিতায় পাই 'নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসার মতন প্রিয় / বাল্যকাল ছেড়ে একদিন এসেছি কৈশোরে / বাবার হাত শক্ত করে চেপে ধরে নিজের চোখের চেয়েও / অনেক বড় চোখ মেলে / পা দিয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়...'। শ্যামবাজার টাউন স্কুলে ভরতি হলেন। অচেনা শহর। অজানা মানুষ। তখন স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ। দেশ বিভাগের বিপর্যয়ক্লিষ্ট বাংলা। অস্থির পরিবেশ। তপ্ত রাজনীতি। মানুষের পোশাক, ভাষা, আচরণ, জীবনযাপন বদলে যাচ্ছে দ্রুত। দিকহারা ছন্নছাড়া যুবসমাজ।

বাবা স্কুল মাস্টার। সামান্য মাইনে। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে টানাটানিতে বিপন্ন সংসার। সুনীল ছিটকে দাঁড়ালেন রাজপথে। সঙ্গে কয়েকজন দামাল বন্ধু। শুরু হল বেপরোয়া জীবনযাপন। কিছুই অধরা থাকল না। যখন সবাই তাকে বলে উঠেছিল, 'মা নিষাদ / সেইক্ষণে সে ভেঙেছে তার নিজ হাতে গড়া ঈশ্বরের মুখ...।'

হঠাৎ বাবা চলে গেলেন। নিজের শিক্ষা, সংসার প্রতিপালনে হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছেন। টিউশনি, বিমার দালালি, কেরানিগিরি ধরতে ছাড়তে 'জনসেবক' পত্রিকায় রবিবারের পাতায় বিভাগীয় সম্পাদক। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ।

কবি বন্ধুদের উৎসাহে, দিলীপ গুপ্তর ভরসায় শুরু হল কবিতা পত্র 'কৃত্তিবাস'। সুনীল প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। শক্তি, সুনীল, তারাপদ, শরৎ, সমরেন্দ্র সহ লিখলেন সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শঙ্খ ঘোষ, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, উৎপল বসু, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখজ্যোতিষ্ক কবি। 'কৃত্তিবাস' কবিতার ক্ষেত্রে নতুন যুগের উন্মেষ। সরল গদ্যধারায় রচিত কবিতায় মানুষ খুঁজে পেল প্রাণের ভাষা। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তদের যুগাবসান ঘটল তারুণ্যের জোয়ারে।

মধ্যরাতে যখন কলকাতা শাসন করছেন চারজন যুবক, বোম্বাই ঘুরে কলকাতায় এলেন অ্যালেন গিন্‌সবার্গ। সুনীল, শক্তির সঙ্গে আড্ডা জমাতে। তখন অ্যালেনের 'হাউল'-এর অনুবাদ হয়েছে বাংলায়। একগাল দাড়ি যিশুখ্রিস্টের মতো। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। রবারের চটি। আস্তানা আমজাদিয়ার চিলেকোঠায়। তুখোড় আড্ডাবাজ। হাতে সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ

'ক্যাডিশ'। হল্লোড় জমে গেল। নিমতলা, ক্যাওড়াতলা, খালাসিটোলা, কফিহাউস, তারাপীঠে কেটে গেল কয়েকটা মুখর দিন।

এর কিছুকাল পরেই আমেরিকার আয়হোহা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পল এঙ্গেলের আমন্ত্রণ। আন্তর্জাতিক কবি/লেখকদের ওয়ার্কশপে যোগদান। আধুনিক ঝাঁঝালো শহর। ব্যস্ত মানুষ। আকাশছোঁয়া বাড়ি। নিরালা পথপ্রান্তর। যাও দু-চারজনকে দেখা যায়, অতি ব্যস্ত। আড্ডা বোঝে না। ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে ঘটল প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। সারাদিন কাজ এবং মাঝে মাঝে দেশে টাকা পাঠানো। কাজ শেষ হতেই দেশে ফেরার জন্যে ব্যস্ত সুনীল। কিন্তু কোন দেশ! চাকরি নেই। বেকারত্ব। অভাব অনটনের দেশ। অ্যালেন, মার্গারেট এবং আরও কয়েকজন বিদেশের বন্ধু থেকে যাবার পরামর্শ দেয়। এখানে চাকরি, সমৃদ্ধি, সুস্থিত জীবন। মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাও। আরামে থাকো। কিন্তু সুনীলের সেই বাঙালের গোঁ। ফিরব আমার ওই গরিব বাংলায়। লিখব বাংলা ভাষায়।

ফেরার আগে বন্ধু মার্গারেটের সঙ্গে প্যারিস দেখা। ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ড। ইতালি, সুইৎজারল্যান্ড, মিশর ঘুরে নামলেন দমদম এয়ারপোর্টে। সম্বল পকেটের মাত্র দশটি টাকা।

আবার চাকরি খোঁজা। অর্থ উপার্জনে নানা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি। এমনকী টুকরো গদ্যও। কিছু খুচরো চাকরি। তখন আনন্দবাজারে আছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। সুনীল, শক্তির কবিতা তাঁর নজরে এসেছে। তাঁর ডাকে অবশেষে আনন্দবাজারে যোগদান। এখানেই বাকি জীবন।

কবিতাই সুনীলের প্রথম প্রেম। কবিতার জন্য তিনি অমরত্ব ত্যাগ করতে রাজি। কবিতায় নিমগ্ন তিনি। একের পর এক কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ঘটল। পাল্লা দিচ্ছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ক্রমে কবিতা জগতে শক্তি, সুনীল একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকল। কবিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত হল শক্তি, সুনীলের যুগ। এই দুই কবির কবিতা প্রিয়তর হয়ে উঠল তরুণ প্রজন্মে। জনমানসে কবিতা গ্রাহ্য হতে থাকল। কথায় কথায় উচ্চারিত হয় এই দুই কবির কবিতার লাইন। প্রকাশিত হল বরিষ্ঠ চিত্রশিল্পী নীরদ মজুমদার চিত্রিত এই দুই কবির দীর্ঘ কবিতার যুগ্ম সংকলন 'সুন্দর রহস্যময়'। শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে ভারতীয় জনমানসে বিস্তৃততর হল কবিতার নবতর উপলব্ধি।

কিন্তু গদ্যই সুনীলের নিয়তি। গদ্যভাষাতেও তার অনন্য প্রকাশ। টলটলে স্রোতের মতো স্বচ্ছ সুললিত গদ্যশব্দে এক মধ্যবিত্ত যুবকের আত্মনিবেদন। মুগ্ধ হল বাঙালি পাঠক সমাজ। বাড়তে থাকল তার লেখার তাগিদ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন'। প্রথম ছোটগল্প 'বাঘ'। প্রথম উপন্যাস— না, 'আত্মপ্রকাশ' নয়। অনেকেই ভুল করে বলেন, শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'আত্মপ্রকাশ'। প্রকৃতপক্ষে এটি তার দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস 'যুবক যুবতীরা'। প্রকাশিত হয় সম্ভবত তৎকালীন 'উত্তর তরঙ্গ' পত্রিকায়। এরপর প্রায় বিরতিহীন, বিরামহীন গদ্যরচনা। কিশোরদের জন্য প্রথম উপন্যাস 'ভয়ংকর সুন্দর'। সস্তু কাকাবাবু সিরিজ ২০১২ শারদ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে 'আনন্দমেলা'য়। একাধারে স্বনামে, নীললোহিত, সনাতন পাঠক এবং নীল উপাধ্যায় ছদ্মনামে গদ্য প্রকাশের ধারাসার। ছোটগল্প, উপন্যাস, ব্যক্তিগত গদ্য, আত্মজীবনী, ভ্রমণ কাহিনি, কিশোর উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ— সে এক বিপুলায়তন। শুধু গদ্যগ্রন্থের সংখ্যাই আড়াইশোর অধিক। লিখন ক্ষমতা ছিল অভূতপূর্ব। সেই সময়ে 'দেশ' পত্রিকার বিভাজিত অংশে ছিল তার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। আমরা বা আমার মতো কিছু লেখক, তরুণ কবিদের কেউ, কোনও নবীন গল্পকার তার টেবলের বিপরীতে। আমরা গল্প করছি। কথা বলছি। কেউ তার প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ উপহার দিচ্ছে। তিনি উল্টোদিকে বসে সবার সঙ্গে কথা বলছেন, সবার কথা শুনছেন। কিন্তু কলম থেমে নেই। লিখে চলেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। আবার আড্ডাও দিচ্ছেন। এ এক ব্যতিক্রমী ক্ষমতা। বাড়িতেও নানা মানুষের সমাগম। কবি, লেখক, বিদেশের বন্ধু-বান্ধব। সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত। রবিবারের সকাল। এই দিন তিনি কলম ধরতেন না। কোনও সন্ধ্যার পরেও না। সেটা তার আহ্নিকের সময়। শেষ দিন পর্যন্ত সিগারেট খেয়েছেন। পানপর্ব পরিমাণ কমলেও অব্যাহত। শেষ রাতেও পানীয় ছিল হাতে ধরা।

রবিবারটা ছিল আড্ডার দিন। ঘর ভরে যেত কবি, লেখকদের ভিড়ে। অপরিচিতের সংখ্যাও কম ছিল না। প্রকৃত সাহিত্য পাগল। নানা সভা সমিতি, কৃত্তিবাস সম্পাদনা, নানা উদ্বোধনে যোগদান, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব, চলচ্চিত্রের সংলাপ বিষয়ে পরামর্শ বা লেখা, সাহিত্য আকাদেমির সভাপতিত্ব, শিশু সাহিত্য আকাদেমির সভাপতিত্ব, ভারতের নানা রাজ্যের সাহিত্যানুষ্ঠান, ভারতীয় লেখকরূপে বিশ্বের নানা দেশে প্রতিনিধিত্বের কারণে উড়ে যাওয়া, হঠাৎ আবার কলকাতা শহরের শেরিফ। এরই মাঝে নিজের ওই বিপুলায়তন লেখালেখি। 'প্রথম আলো', 'সেই সময়', 'পূর্ব পশ্চিম'-এর মতো গবেষণাধর্মী উপন্যাস। এর পরেই 'অর্ধেক জীবন'। অমানবিক ক্ষমতায় অক্লান্ত উৎসাহে তিনি সম্পন্ন করেছেন তাঁর কর্মব্যস্ততা।

ছোট দুটো উদাহরণ তুলে ধরি। সেদিন আমার বাড়িতে গল্পচক্র-র বিশেষ অধিবেশন। সুনীল প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। উপস্থিত থাকবেন কথা দিয়েছেন। সকাল ন'টায় বেরিয়েছেন অন্য এক অনুষ্ঠানে। দুপুরে পত্রিকা অফিস। সন্ধ্যায় বন্ধু জহর সরকার-এর (তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার) বাড়িতে সস্ত্রীক আমন্ত্রণ। আমরা অপেক্ষায়। অপেক্ষায় আছেন বিবিসি-র সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক। সন্ধ্যা উত্তীর্ণে তিনি এলেন স্বাতী বউদি সহ। গল্প শুনলেন। সব গল্প শ্রুতিমধুর ছিল না। তবু অসীম ধৈর্যে শুনলেন। আলোচনা করলেন। গল্পকারদের নির্দেশ দিলেন। অধিবেশন শেষে আমরা কয়েকজন ঘরোয়া আড্ডায়। গল্পে কথায় পানে গানে মধ্যরাত্রি। বউদি মাঝে মাঝে সুনীলকে কিছু ইঙ্গিত করছেন। সে তখন নিজস্ব মুডে। আমি বউদিকে বলি, বাড়ির কাছেই আছেন। তাড়া কেন?

রাত্রি দুটোয় যে একে এয়ারপোর্ট যেতে হবে। সাড়ে তিনটেয় ফ্লাইট। টোকিওয় বিশ্ব সাহিত্য সম্মেলন।

পরের ঘটনায় রবীন্দ্রসদন। সেদিন সেখানে 'গল্পচক্র'-র গল্প উৎসবের অনুষ্ঠান। রবিবার সকাল ন'টা। গাড়ির পেছনে ব্যাগেজ, স্যুটকেস নিয়ে হাজির সুনীল। কী ব্যাপার! মৃদু হেসে জানালেন, গল্প পড়া শেষ করেই ছুটতে হবে এয়ারপোর্ট, প্লেন তো আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না। দুবাই হয়ে নিউ ইয়র্ক।

রমাপদ চৌধুরি, বিমল কর, সমরেশ মজুমদার, দিব্যেন্দু পালিত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায় ইত্যাদির কাছে অনুষ্ঠান শেষের আগে চলে যাওয়ার জন্য অপরাধীর মতো ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

'আমার পায়ের তলায় সর্ষে / আমি বাধ্য হয়ে ভ্রমণকারী।'

সন্তোষকুমার ঘোষের উপস্থিতিতে 'গল্পচক্র'-র দায়িত্বভার নিয়েছিলেন চৌত্রিশ বছর আগে। প্রতি উৎসবে তার উপস্থিতি ছিল অবধারিত।

'গল্পচক্র'-র পাঠের আসরে বসে পশ্চিমবাংলার নানা শহর, মফস্সলে। সেবার তিনিই প্রস্তাব দিলেন, চলো বনগাঁয় 'পথের পাঁচালি' আশ্রমে। 'পথের পাঁচালি' ছিল সুনীলের দ্বিতীয় স্বপ্ন। সহায় সম্বলহীন প্রত্যন্ত মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই উদ্দেশ্য। প্রায় একক শ্রম ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় পরিচালিত হত এই আশ্রম। ছিমছাম সবুজ লাবণ্যে ঘেরা কয়েক বিঘা জমি। মাঝখানে দোতলা বাড়ি। এই বাড়িতেই সম্মেলন গৃহ, পাঠাগার, চিকিৎসা কেন্দ্র, বিদ্যায়তন। পাশে তাঁতঘর হস্তশিল্প কেন্দ্র। পেছনে সেগুনবীথি। চারপাশে ফলদায়ী গাছে ঘেরা সবুজ প্রান্তর। আমরা অর্থাৎ গল্পচক্র-র পাঠকবর্গ দুপুরের ভূরিভোজ সেরে ঢালা ফরাসে গড়াগড়ি দিচ্ছি। কিন্তু সুনীল এবং বউদি তখন কমিটি মিটিং-এ। গ্রাম গ্রামান্তরে চিকিৎসা পৌঁছে দেবার টিম পাঠানো, কৃষি উন্নয়নের কাজে কৃষিবিজ্ঞানীর ব্যবস্থা, কৃষির সাহায্যে স্বল্প ঋণদান এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের হোস্টেলে রেখে শিক্ষার ভার নিতে শহরের মানুষকে আবেদন ইত্যাদি। আমরাও একটি দুঃস্থ বালিকার দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলাম।

মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন তিনি। পরনিন্দা বা ঈর্ষা ছিল না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমৃত্যু ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। ধর্মীয় সংস্কারের ঘোর বিরোধী। লিখেছেন, 'ধর্ম জিনিসটা পৃথিবীর মধুরতম এবং নৃশংসতম গুজব।' বলতেন, ধর্মীয় কারণে পৃথিবীতে মানবহত্যা সর্বাধিক। অথচ নিঃশব্দ পরোপকারী।

তখন বাংলায় কৌটোয় শিশুখাদ্য দুধের অভাব। এক পরিচিত বন্ধু কফি হাউসে শিশুর দুধের অভাবে নাজেহাল হওয়ার কথা সখেদে প্রকাশ করে। একজন বলে, একমাত্র সুনীলই পারে তোর সমস্যা লাঘব করতে। পরদিন সুনীলের কাছে গেলে একটা চিরকুট লিখে তাকে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর একটা স্টোরে পাঠান। শুধু তখনকার সমস্যার সমাধান নয়, প্রতিমাসে তার এক কৌটো দুধ বরাদ্দ হয়।

অন্য এক বন্ধু ছিলেন মাওবাদী। জেলে গিয়েছেন। নির্যাতিত হয়েছেন। এমনকী পরিবার থেকে নির্বাসিত। একমাত্র সন্তান মেধাবী। অসহায় মা। ছেলেটির পড়াশোনা চালানো অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা সুনীলকে জানালাম। ব্যবস্থা হয়ে গেল রামকৃষ্ণ মিশনে। সেই শিশু এখন সরকারি অফিসার।

রাধানাথের আকস্মিক মৃত্যুর পর পরিবারে ঘোর অনটন। সে ছিল অমিতব্যয়ী। ভাঁড়ার শূন্য। দুই মেয়ে নিয়ে অসহায় স্ত্রী মাধবী। কার কাছে যাব আমরা। সুনীলকে জানালাম। সুনীলের আবেদনে আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ টানা তিন/পাঁচ বছর তার মাইনের টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করলেন।

সুনীলের ড্রাইভার ছিল রাম। আনন্দবাজারের গাড়ি, ড্রাইভার। তার অবসরকালের আগে রামকে বাড়ি করার টাকা দিয়েছিলেন সুনীল। হোম সেক্রেটারি কাম কেয়ারটেকার ধনঞ্জয়। ১৯৭৭ থেকে চিরসঙ্গী। তাকেও বাড়ি করে দিয়েছেন বালিগঞ্জ কানেক্টারে। বিয়েও দিয়েছেন বউদি আর সুনীল যৌথ তদারকিতে। ধনঞ্জয়ের মতো উৎপলও আশ্রয় নিয়েছিল এ বাড়িতে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তারও চাকরির ব্যবস্থা করেন সুনীল সরকারি দফতরে। টুকরো-টাকরা এমন কত সহায়তাদান যে নিঃশব্দে করেছেন, তা জানে কেবল উপকৃত মানুষটি।

তার প্রিয় গ্রন্থ ছিল 'মহাভারত'। প্রিয় গান ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর গলায় 'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ...'। প্রিয় বিষয় ছিল শান্তিনিকেতনের বাড়িতে শুয়ে শুয়ে বই পড়া। প্রিয় শখ ভ্রমণ এবং আড্ডা। মনের মতো আড্ডা পেলে সময়ের হিসেব করতেন না। সেই উদ্দাম যৌবনের মতো টলতে টলতে বাড়ি ফেরা। কখনও বলতেন, চল কানাই, রাজার মতো হাঁটি। মাঝে প্রায়ই বলতেন, আর পারছি না। লেখার চাপ। আমার নিজের লেখা কিছু হচ্ছে না।

মাঝে মাঝে মনে হত, এভাবে শারদ সংখ্যায় তিনি কেন একই সঙ্গে দু-তিনটি উপন্যাস লেখায় রাজি হতেন। সে কি প্রাতিষ্ঠানিক দায়, নাকি মিডিয়া স্ট্যাটাসের হাতছানি। আড়াইশোর অধিক গদ্যগ্রন্থের মধ্যে বিস্ময়কর কিছু গল্প, আত্মপ্রকাশ, একা এবং কয়েকজন, অরণ্যের দিনরাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বী, অর্জুন এবং প্রথম আলো, সেই সময়, পূর্ব-পশ্চিম ছাড়া সিরিয়াস পাঠক কয়টি মনে রেখেছেন। তাঁর অর্ধেক জীবনও তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

তবু তার সময়কালে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বাঙালি। আমেরিকায় সুস্থিত জীবনের আশ্বাস ছেড়ে, যে ভাষার টানে ফিরে এলেন, সেই বাংলা ভাষাই ক্রমে তার বাংলায় অনাদৃত অনীহায় দিশাহারা। খুব কষ্ট পেতেন তিনি। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় বারবার কলম ধরেছেন। রাজনৈতিক স্তর থেকে সাধারণ স্তরের মানুষের মনোযোগে আবেদন জানিয়েছেন। মঞ্চে, সভায় চিৎকার করেছেন। পথে নেমে আন্দোলন করেছেন। গভীর হতাশায় নীরবে পীড়িত হয়েছেন। সান্ত্বনা একটাই— ক্যালকাটার বদলে কলকাতা।

পুরস্কার, সংবর্ধনা, খেতাব পেয়েছেন অনেক। সেরা বাঙালির শিরোপা প্রদানের অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি তো রবীন্দ্রনাথেরও অধিক গদ্যসাহিত্য রচনা করেছেন, আপনার কি মনে হয়, একশো বছর পরে আপনার লেখা কোনও পাঠক পড়বেন? সপ্রতিভ জবাব দিয়েছিলেন সুনীল, একশো বছর পরে বাংলাই কেউ পড়বে না।

আমরা কি সতর্ক আছি!

বাংলার প্রায় প্রতি ঘরে সুনীলের কোনও না কোনও গ্রন্থ আছে। পৃথিবীর নানা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে অনুবাদ। সত্যজিৎ রায়, বিপ্লব রায়চৌধুরি, তপন সিংহ, মৃণাল সেন, গৌতম ঘোষ তাঁর উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়েছেন। 'বুধ সন্ধ্যায়' অভিনীত হয়েছে তার নাটক। অপরিসীম জনপ্রিয় মানুষ।

৭ অক্টোবর সকালে গিয়েছিলাম। দেখামাত্র সেই প্রিয় ডাক, এসো কানাই। একাই ছিলেন তখন। একটু যেন শীর্ণ। কেমন আছেন জানতে চাওয়া পছন্দ করতেন না। বসলাম মুখোমুখি। ধনঞ্জয় এসে জানতে চাইল, চা বা কফি। আমরা কথা শুরু করলাম। তবু যেন তাল কেটে যাচ্ছে। ভাল লাগছে না। আর পারছি না। আর লেখালেখি নয়। শান্তিনিকেতনে চলে যাব। দু'মাস কেবল শুয়ে শুয়ে বই পড়ব।

কিন্তু এখনও তো অনেক বাকি। রামায়ণের লবকুশকে নিয়ে উপন্যাস লেখা, বিবেকানন্দ নিবেদিতা বিষয়ে উপন্যাস, 'অর্ধেক জীবন'-এর পর বাকি জীবন।

এগুলো আমার-নিজের লেখা। লিখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু—

অন্য দর্শনার্থীদের সমাগম শুরু হল। কথা বন্ধ। আমি উঠে পড়লাম। তিনি বললেন, আবার এসো কানাই। সেটা তিনি কখনও বলেন না।

গেলাম, ২৩ অক্টোবরের ভোরে। তখন তিনি গভীর নিদ্রায়। কোনও কবি-সাহিত্যিকের শ্মশানযাত্রায় এত মানুষ দেখেনি সুনীলের কলকাতা। কেবল কবি-সাহিত্যিক-মন্ত্রী-বিধায়ক-চিত্র পরিচালক নয়, সর্বস্তরের মানুষের বেসামাল ভিড়। কাছের মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের তীব্র বাসনা। কিন্তু চোখের জলে বা ফুলের মালায় সুনীলকে পাওয়া যাবে না। মহাকাল আছে তার অপেক্ষায়। তবু মনে হয় : 'এতো ছোট হাতে কী করে ধরেছ বিশ্ব / কী করে নিজেকে সাজালে আকাশী নীলে।' ⌘⌘

২০১৩ ঐশ্বর্যার!

জ্যোতিষীরা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, ২০১২-তে একটাও ছবি না করেও ঐশ্বর্যা রাই বচ্চন সংবাদের শিরোনামে ছিলেন। ২০১৩-তেও তেমনটাই বজায় থাকবে। ফারাক একটাই, এবারের জনপ্রিয়তা আসবে অভিনয়ের হাত ধরে। এমনিতেই বচ্চন বধূ সবকিছুই করেন মেপে-বুঝে। হিসেব কষে বিয়ে করলেন, মা হলেন। তাড়িয়ে তাড়িয়ে মাতৃত্ব আস্বাদনও করলেন। ফের ফিরছেন রূপোলি পর্দায়। ১৯৯৭-তে মণিরত্নমের তামিল ছবি 'ইরুভার'-এর হাত ধরে লাইট, অ্যাকশন, ক্যামেরার দুনিয়ায় প্রথম পা রেখেছিলেন রাই। পরে 'গুরু', 'রাবণ' ছবিতেও ছিলেন নায়িকা। সেই মণি-ই আবার ফিরিয়ে আনতে চলেছেন তাঁকে। পরের ছবি 'রেবেকা'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে।

১৯৩৮ সালের ডাফনে দু'মরিয়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'রেবেকা' এই ছবির পটভূমিকা। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র মিসেস ডি উইন্টার হবেন ঐশ্বর্যা। উপন্যাসে বলা চরিত্রটা অনেকটা এইরকম— রেবেকা সদ্য বিবাহিত। বাড়ির পরিচারিকা সবসময় তাকে তুলনা করে স্বামীর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে। যা রেবেকা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। রাগ, হতাশা, ক্ষোভ, দুঃখ গলার কাছে যেন সারাক্ষণ দলা পাকিয়ে থাকে তার। রেবেকা এভাবে যখন মনে মনে ধ্বস্ত, তখনই জানতে পারে, স্বামীর সঙ্গে প্রথম স্ত্রীর মোটেই মিষ্টি-মধুর প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। ১৯৩৮-এর চরিত্রকেই খানিক ঘষে মেজে তৈরি করে নিচ্ছেন পরিচালক ২০১৩-র মতো করে। গল্প শুনেই রাজি রাই। কিন্তু এখানেও একটু 'কিন্তু' আছে। 'কাদাল' ছবির কাজ শেষ হওয়ার আগেই 'রেবেকা'-র গল্প ফাঁস হওয়ায় ক্ষুণ্ণ মণি-গিন্নি সুহাসিনী। ক্ষোভ এতটাই যে, রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানিয়েছেন, 'মণির এরকম কোনও ছবি তৈরির পরিকল্পনাই নেই আপাতত। তিনি ব্যস্ত 'কাদাল' ছবি নিয়ে। আর সাতদিনের শ্যুটিং বাকি। 'কাদাল' শেষ হওয়ার কম করে ৮ মাস পরে নতুন ছবির কথা ভাববেন।' ২০১০ সালে সঞ্জয়লীলা বনশালির 'গুজারিশ' ছবিতে শেষ দেখা গিয়েছিল ঐশ্বর্যাকে। তার পর দীর্ঘ মাতৃত্বকালীন ছুটি। এই সুযোগে মিডিয়া রটিয়েছিল, আরাধ্যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাই বিনোদিনীর প্লাস্টিক সৌন্দর্য রসাতলে। অতএব বিদায় বলিউড। এবার তাঁর শুধুই আদর্শ মা ও গৃহবধূর চরিত্রে অভিনয়ের পালা। সেই সব মিডিয়ার মুখে ঝামা ঘষে ফিরছেন তিনি। নিয়মিত জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাচ্ছেন। 'রেবেকা'-র জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পরিচালকের সঙ্গে ওয়র্কশপ সারছেন বাড়িতেই। যাতে মেয়েকেও সামলানো যায়। এতেই থেমে নেই ঐশ্বর্যা-অভিযান। শোনা যাচ্ছে, শ্রীরাম রাঘবনের 'হ্যাপি বার্থ ডে', রাজকুমার সন্তোষীর 'সামনা', রোহন সিপ্পির 'বিস্কিট', রাজীব মেননের 'ধুন' ছবিরও নায়িকা তিনিই। হয়তো সবার আগে মুক্তি পাবে 'হ্যাপি বার্থ ডে'। ছবিতে ঐশ্বর্যাকে সঙ্গ দেবেন আমিশা পাটেল, জন আব্রাহাম আর পরেশ রাওয়াল। 'সামনা' ছবিতে বিপরীতে রয়েছেন অক্ষয়কুমার। বাকি দুটোর নায়ক স্বয়ং ছোটে বচ্চন।

শাহরুখ-দীপিকা 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'-এ

এটাই কি বলিউডি বেতাজ বাদশার নয়া রেজলিউশন! ১৯৯৫-এর চার্মিং বয় হয়ে ফিরবেন ২০১৩-র 'চেন্নাই এক্সপ্রেস' ছবিতে! পরণে ব্লু ডেনিম কালো টি শার্ট। চোখে কালো রোদ চশমা। ডান কব্জিতে চওড়া ব্ল্যাক ব্যান্ডের ঘড়ি। আবার চলন্ত ট্রেন থেকে হাত বাড়িয়ে ছুটন্ত নায়িকাকে মুঠোয় পুরছেন। সবকিছুই মনে পরাচ্ছে যশ চোপড়ার 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে' ছবিকে। 'জঞ্জীর', 'শোলে'-র পর যে ছবিটি দেশ ছেড়ে বিদেশের সিনেমা হলেও দাপটে রাজত্ব চালিয়েছিল। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যটি, যেখানে কাজল সব বাঁধন ছিঁড়ে ফিরছেন শাহরুখের 'দুলহনিয়া' হয়ে। আর শাহরুখ চলন্ত ট্রেন থেকে কাছে টেনে নিচ্ছেন নায়িকাকে।

রাজ-সিমরনের রসায়ন ২০১৩-তেও যে কতটা চূড়ান্ত রোম্যান্টিসিজমের প্রতীক তার একটা ছোট্ট নমুনা— ৯৫-এর ২০ অক্টোবর মুক্তি পাওয়ার দিন থেকে মুম্বইয়ের মারাঠা মন্দির প্রেক্ষাগৃহে ৯০০ সপ্তাহ ধরে চুটিয়ে প্রেম চলেছে রাজ-সিমরনের। এখনও সাড়ে এগারোটার ম্যাটিনি শো-য়ে সব বয়সীরা ঘুরে ফিরে আসছেন তরতাজা প্রেমের আঁচে নিজেকে চাগিয়ে নিতে। মারাঠা মন্দির প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃপক্ষের সহাস্য মন্তব্য, যা গতিক দেখছি, হয়তো হাজার সপ্তাহ কাটিয়েও টাটকা থাকবে লেজেন্ড লাভস্টোরি। তাই নতুন ছবিতেও কী দাপুটে প্রবেশ পুরনো দৃশ্যপটের। কিং খানের এবারের সফরসঙ্গী দীপিকা পাড়ুকোন। যাঁকে শাহরুখের বিপরীতে প্রথম দেখা গিয়েছিল ২০০৭-এ। প্রায় পাঁচ বছর পর, গত বছরের শেষ থেকে আবার দু'জনকে লেন্স বন্দি করছেন পরিচালক রোহিত শেট্টি।

রোহিত শেট্টি অজয় দেবগনকে নিয়ে বেশ কয়েকটি ছবি বানিয়েছেন। এবার খানকে খুশ করতে তাঁকে নিয়ে বানাচ্ছেন 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'। পরিচালকের কথায় যদিও এসবের একফোঁটাও মিল নেই। রোহিত উবাচ, 'গোলমাল ৩' দেখে নাকি শাহরুখ রোহিতের সঙ্গে কাজের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রোহিত প্রথমে ১৯৮২ সালে তৈরি 'আঙুর' ছবির রিমেক বানাতে চেয়েছিলেন। সঞ্জীবকুমারের চরিত্রে ভেবেছিলেন শাহরুখকে। মি. খানকে জানাতে তিনিও খুশি খুশি রাজি হয়েছিলেন। পরে রোহিত মত বদলে শাহরুখকে বেশ কয়েকবছর আগে লেখা চেন্নাই এক্সপ্রেসের স্ক্রিপ্ট শোনান। স্ক্রিপ্ট শুনে শুধু অভিনয়ে নয়, প্রযোজনাতেও রাজি তিনি। শাহরুখের বিপরীতে রোহিত ভেবেছিলেন তিনজনের কথা— করিনা, আসিন আর দীপিকাকে। শেষ পর্যন্ত ২০১২-র এপ্রিলে ঠিক হয় ২০০৭ সালের হিট জুটি আবার স্ক্রিন শেয়ার করবে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে

আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয় ছবির কাজ।

ছবির ইনডোর শুট হয়েছে যশরাজ ফিল্মসের স্টুডিওয়। 'টিম চেন্নাই এক্সপ্রেস' আপাতত চেন্নাইয়ে। সেখানের একটি স্টেশনে শাহরুখ-দীপিকার ট্রেনের দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি হয়েছে। এবং সেই শটেই স্মৃতি উথাল-পাথাল করা পুরনো দৃশ্যের রোমন্থন। মন্থর গতিতে ট্রেন এগোচ্ছে। 'প্রিয়া' দীপিকা পায়ে পায়ে এগোচ্ছেন। ট্রেন গতি বাড়াতেই ঘাঘরা সামলে দে ছুট। কামরায় যে শাহরুখ অপেক্ষমান। প্রায় শেষ মুহূর্তে ৯৫-এর কায়দায় আরও একবার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন 'রাজ' থুড়ি 'রাহুল' শাহরুখ। এবং আরও একবার নায়িকা নায়কের বক্ষলগ্ন।

দীপিকাকে আগে এরকম সাদামাঠা চরিত্রে দেখা যায়নি। প্রায় সব ছবিতেই আদুরে গ্ল্যাম গার্ল। একমাত্র 'খেলে হাম জি জান সে' ছবিতে কল্পনা দত্তের চরিত্রে তাঁকে সাধারণ মেয়ে হিসেবে দেখা গিয়েছিল। শাহরুখও আজকাল চরিত্রের প্রয়োজনে লুক বদলাচ্ছেন। 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'-এ আশ্চর্যজনকভাবে ডিডিএলজে-র 'রাজ' লুক রিপিট করেছেন। দেখে বোঝার সাধ্যি নেই, তিনি পঁয়ত্রিশ না পঁয়তাল্লিশ।

ছবির গল্প— একজন ভারতীয় নাগরিক মুম্বই থেকে চেন্নাই এক্সপ্রেসে চড়ে চলেছে রামেশ্বরমে। ট্রেন জার্নিতেই তাঁর প্রেম, অ্যাকশন যাবতীয় কিছু ঘটবে। রেড চিলি'স এন্টারটেনমেন্টের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনায় রয়েছে ইউটিভি মোশন পিকচার্স। সঙ্গীতে বিশাল-শেখর। ছবিটি মুক্তি পাবে সম্ভবত বছরের মাঝামাঝি। সবচেয়ে ভাল ঘটনা, 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'-এর হাত ধরে আবার শাহরুখের কোরিওগ্রাফার হয়েছেন ফারহা খান। 'ওম শান্তি ওম' ছবির পর শাহরুখের সঙ্গে তাঁর অল্প মতের অমিল ঘটেছিল। এই ছবিতে কিং খানের হট ফেভারিট কোরিওগ্রাফার ফিরছেন প্রতিপক্ষের আমন্ত্রণে। এটুকুতেই থেমে নেই ফারহা। নতুন বছরে শাহরুখের নতুন ছবি 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'-এর পরিচালকও তিনি। ⌘⌘

উপালি সাহা

টিভি

কিছুদিন আগে একটি অ্যাওয়ার্ডে 'বাহা সোরেন' চরিত্রটি জনপ্রিয় চরিত্রের পুরস্কার ছিনিয়ে নিল। তবুও সুখ নেই বাহার মনে। কারণ বাহা আর বাহা সোরেন হয়ে থাকতে চায় না। আরও বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। শুধু তাই নয়, ইস্টিকুটুমের বাহা এবার টিভির পর্দা থেকে বেরিয়ে সিনেমার পর্দায় পা রাখার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। 'বাহা' ওরফে **রণিতা দাস** বাহার খোলস ছেড়ে নতুন মেকওভারে দর্শকদের সামনে আসতে চায়। সকালবেলা সাপ্তাহিকীর **দীপা চৌধুরী**কে রণিতা মন খুলে বললেন তাঁর আগামীদিনের পরিকল্পনার কথা, ব্যক্তিগত জীবনের কথা।

■ টিভির সেরা নায়িকা চরিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হয়ে কেমন লাগছে?

❖ পুরস্কার পেতে কার না ভাল লাগে, আমার তাই ভীষণ ভাল লাগছে। দর্শকরাই বাহাকে জনপ্রিয় করেছেন। তাঁদের জন্যই বাহার এই অ্যাচিভমেন্ট।

■ হলিউড-বলিউডে জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামে ব্র্যান্ড আছে। বাহা শাড়ি তেমনই একটি ব্র্যান্ড। বাহা শাড়ির ব্র্যান্ড-ওনার হতে কেমন লাগছে?

❖ এটা আমার কাছে সত্যি খুব এক্সাইটিং ব্যাপার। এর আগে অনেক সিরিয়াল জনপ্রিয় হয়েছিল যেমন জন্মভূমি, সোনার হরিণ, অতি সম্প্রতি জলসার 'বউ কথা কও' ইত্যাদি। টিভিতে ইস্টিকুটুমের মতো কোনও চরিত্রের স্টাইলাইজেশন আগে এত জনপ্রিয়তা পায়নি। বাহা চরিত্রটি এই শাড়িটাকে এস্টাবলিশ করেছে। শুধু শাড়ির কথা বলব না, বাহারি গয়নাও লোকের কাছে সমান জনপ্রিয়। বাহা চকোলেটও বেরিয়েছে পুরুলিয়ায়। লোকে যে বাহা চরিত্রটিকে এত ভালবেসেছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে এই সিরিয়ালটির পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার দুজনের কাছে আমি সমান কৃতজ্ঞ। কারণ আসল ধন্যবাদটা ওঁদের প্রাপ্য।

■ তবে 'বাহা' না 'রণিতা'— কোন পরিচয়ে তুমি খুশি?

❖ আমি পার্সোনালি রণিতা পরিচয়ে খুশি হই। কারণ এটা আমার নিজের আইডেনটিটি।

■ আধা সাঁওতালি ভাষায় কথা বলতে অসুবিধে হয় না সিরিয়ালে?

❖ রোজ শুট করতে করতে ওটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন মাঝে মাঝে কথা বলতে গেলে দু-একটা ওয়ার্ড ওই রকম বেরিয়ে আসে। সেটা তখন খুব মজার হয়ে যায় সবার কাছে। আমার কলেজের সব বন্ধুরাই নন-বেঙ্গলি তাই ওদের সঙ্গে কথা হিন্দি-ইংরেজিতেই চলে। তাই বন্ধুরা আমার এই রকম সিরিয়ালের ভাষা নিয়ে মজা করতে পারে না।

■ রাস্তাঘাটে তোমাকে লোকে দেখলেই চিনে ফেলে— লোকজনের কাছে মবড় হতে কেমন লাগে?

❖ আমি বিশ্বাস করি— স্টারডম সামান্য দিনের। তাই যতদিন আমি অভিনয় করব, ততদিন আমার স্টারডম থাকবে। অভিনয়ের বাইরে আমি আর পাঁচজন একই রকম। আমার চিন্তাভাবনাটা একটু অন্যরকম। আমি যতদিন হিরোইন বা মুখ্য চরিত্রে কাজ করতে পারব, ততদিনই অভিনয়টা চালিয়ে যাব। কোনও রকম ক্যারেক্টার আর্টিস্ট হয়ে ছোট বা বড় পর্দায় আমি কাজ করব না। তাই সামান্য কয়েক বছরের স্টারডমে বাঁধা পড়ে জীবনটা নষ্ট করতে চাই না। রাস্তার ধারে শপিং করা, কালীপুজোয় মেলায় ঘোরা এগুলি আমি এখনও ম্যানেজ করি। মাঝে মাঝে খুব ফ্রাস্ট্রেটেড লাগে আমি নর্মাল লাইফ লিড করতে পারি না।

■ তার মানে এবছর দুর্গাপুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছ?

❖ হ্যাঁ, এবছরও বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। বাড়ির লোকদের সঙ্গেও বেরিয়েছিলাম। হ্যাঁ অবশ্যই সঙ্গে বাউন্সার ছিল। ভিআইপি পাশ।গত দু'বছর কালীপুজোতে ভিড়ের কারণে সেভাবে বেরোতে পারিনি। তবে বোরখা পরে বেরিয়ে ঠাকুর দেখেছি।

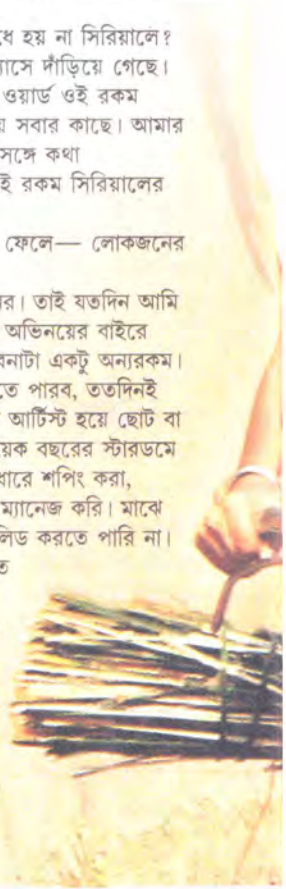

‘বাহা ইমেজে আটকে থাকতে চাই না’

■ স্টার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রণিতা কতটা পাল্টেছে?

❖ (হাসি) আমার কিছুই পাল্টায়নি। তবে আমার চারপাশের মানুষগুলো (সবাই নয়) কিছু পাল্টেছে।

■ কী নিয়ে পড়ছ?

❖ আমি জিডি বিড়লা কলেজে ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং বিএসসি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।

■ তুমি ই-টিভির ট্যালেন্ট হান্ট শো থেকে এসেছ। তুমি যে জায়গায় আজ দাঁড়িয়ে, সেখানে নিজেকে কতটা লাকি মনে করো?

❖ আমি রিয়ালিটি শো থেকে এলেও, কতগুলি ব্যাপারে আমি পরিষ্কার ধারণা করে নিয়েছিলাম। যেমন, আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম আমি মেন রোল ছাড়া ক্যারেক্টার রোল করব না। আমি যখন যিশু দাশগুপ্তের ‘নাচবে রাধা’ প্রজেক্টে চান্স পাই, আমাকে লিড রোলের কথাই বলা হয়েছিল। আমি সেই শুনেই রাজি হয়েছিলাম। সিরিয়ালটা তিনমাস পরেই বন্ধ হয়ে যায়। সেটা আমার পক্ষে ভালই হয়। কারণ চরিত্রটি লিড ছিল না। তারপরে যখন স্টার জলসা থেকে ‘ধন্যি মেয়ে’-র জন্য ডাক পেলাম, সেটাও ছিল লিড রোলের জন্য। সেদিক দিয়ে সত্যি আমি লাকি।

■ ধন্যি মেয়ের কোয়েল এখন বাহা...

❖ (হেসে) হ্যাঁ। কোয়েল আমার খুব কাছের চরিত্র। It is close to my heart. সে জন্য শৈবাল ব্যানার্জি আর লীনা গঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দেব। আর ‘বাহা’ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমি সবার ভালবাসা পেয়েছি। আমাকে লাকি বলতেই পারো।

■ যিশু দাশগুপ্তের প্রজেক্ট ‘নাচবে রাধা’ যদি তখন বন্ধ না হত আমরা কোয়েল-কে পেতাম?

❖ যিশু দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার একদম অন্যরকম সম্পর্ক ছিল। ওঁর সিরিয়াল চলাকালীনই জলসার অফার আমার হাতে আসে। আমি ওঁকে সেকথা জানাতে উনি সাপোর্ট করেছিলেন।

আমাকে বলেছিলেন, তুই যখন এতবড় একটা অফার পেয়েছিস, ‘নাচবে রাধা’ নিয়ে চিন্তা করিস না। লিড রোল যখন পেয়েছিস সেটা একদম হাতছাড়া করিস না। তুই জলসার কাজটা কর।

■ সিনেমা করবে কবে, এখনও কি বড়পর্দা থেকে ডাক আসেনি?

❖ সিনেমা থেকে অনেকগুলো অফার পেয়েছি। তবে সেগুলো মাঝারি ব্যানারের ছবি। আমার মনে হয় ফিল্মে আসার জন্য আমাকে আরও একটু সময় দিতে হবে। আরও পাঁচ, ছ'মাস লাগবে নিজেকে তৈরি করতে। কারণ ‘বাহা’র ইমেজে আমি কোনও ছবি করতে চাই না। আমি যখন ছবি করব, পুরোপুরি রণিতার ইমেজে।

■ ইষ্টি কুটুম শেষ না হলে নায়িকা রণিতা বড়পর্দায় আসবে না?

❖ জলসার সঙ্গে আমার চুক্তি আছে। সেটা মানতেই হবে। ছোটপর্দা আর বড়পর্দার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য বোঝাটা খুব দরকার। বাহার ‘ক্রেজে’ একটা ছবি করলাম আর সেটা হিট হয়ে গেল, সেটা আমি চাই না। যেদিন রণিতা ভাল অ্যাক্টিং করে কথাটা শুনব দর্শকদের কাছে, সেদিন ভাল অ্যাকট্রেস হতে পারব।

■ ‘বউ কথা কও’এর মানালীও ছবি করেছে মৌরি চরিত্রের আদলে— সেটা হিট হয়নি বলে কি তোমার এই সিদ্ধান্ত?

❖ শুধু মানালী কেন, অনেকেই আমার সমসাময়িক সিরিয়াল করতে করতে দু'একটা ছবি করেছে। ‘মৌরি’ আদলে মানালীর চরিত্রটা থাকলেও অন্যদের তো তা ছিল না।

■ তাহলে সিনেমায় আসার জন্য প্রস্তুতিটা কীভাবে নিতে চাও?

❖ এ ব্যাপারে আমি ‘মিমি’কে (গানের ওপারে) ভীষণ পছন্দ করি। ‘গানের ওপারে’ সিরিয়ালটা করার পর একটা সাময়িক ব্রেক নিয়েছিল। তবে পরে আইডিয়াজের ‘বাপি বাড়ি যা’ ছবিটি করে। এখন ভেঙ্কটেশের ছবি করছে। আমার এটা খুব ভাল লেগেছে। গানের ওপারের যে ইমেজ তৈরি হয়েছিল, সেই ইমেজ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে ও সিনেমাতে এসেছে। আজকে যে প্রডিউসাররা আমাকে ডাকছে তারা হয়তো ‘বাহা’ ইমেজকে ভেবেই ডাকছে। সেটা আমি চাই না। ‘রণিতা’ ভাল অ্যাকটিং করে— এই কথাটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্যই আমি সময় নিতে চাই। ‘বাহা’র পরে আমিও ব্রেক নেব। ব্রেক মানে এই নয়, চুপ করে বসে থাকা। গ্রুমিং বলে একটা ব্যাপার থাকে। চরিত্রের উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য এই গ্রুমিংটা খুব জরুরি।

বড়পর্দায় যাওয়ার জন্য আমি সেভাবেই নিজেকে গ্রুম করতে চাই। হুট করে মুখ দেখাব না।

■ বড়পর্দার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলি ইম্পর্টেন্ট তোমার কাছে, শুধু ভাল গল্প?

◆ অবশ্যই আগে বড় ব্যানার আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট। সেই সঙ্গে ভাল গল্প এবং স্ক্রিপ্ট সবই আমি দেখব। আর ওই যে বললাম, বড় ব্যানারে লিড রোলটাই করতে চাই।

■ এতগুলি কন্ডিশন একসঙ্গে,একটু বেশি নাক উঁচু হয়ে যাচ্ছে না?

◆ সত্যি কথা বলতে আমি এখন দিনে একটা, দুটো সিনেমার অফার পাই। এইসব প্রডিউসারদের ছবি হয়তো চলেনি, আবার অনেকে নতুন ছবি করতে আসছেন। আমি এই রিস্কগুলো নিতে চাই না। আমি যখন ছবি করব রিনাউন্ড ব্যানারেই করব।

■ সৌপ্তিকের সঙ্গে তোমার প্রেম?

◆ এটা আমার ভীষণই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা নিয়ে পাবলিকলি মন্তব্য করতে চাই না।

■ তুমি ধন্যি মেয়ের সময় ইন্টারভিউতে বলেছিলে আমরা বন্ধু

◆ এখনও আমি এই কথাগুলোই বলব। Still now we are good friends।

■ সৌপ্তিকের মতো বন্ধুর কাছ থেকে সাজেশন পাও অভিনয় নিয়ে?

◆ নিশ্চয়ই। আমরা যেহেতু দুজনে একই প্রফেশনে আছি সেই জন্য দেখা হলে অভিনয় নিয়ে, চরিত্র নিয়ে আলোচনা তো হবেই।

■ যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনে অভিনয় করে, সমস্যা হতে পারে?

◆ আমার তো মনে হয় সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

■ ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধুদের মধ্যে কি প্রতিযোগিতা হয়? না হিংসে হয়?

◆ যখন কেউ ভাল অভিনয় করে, আমি সত্যিকারের অ্যাপ্রিসিয়েট করি। তবে ভাল অভিনয় দেখে আমিও শেখার চেষ্টা করি। আর আমার সবাই ভাল বন্ধু। যেমন মানালী, সন্দীপ্তাদি (টাপুরটুপুর) এরা আমার খুব ভাল বন্ধু। কাজের দিক থেকে ওরা আমার সিনিয়র। আমি যখন ধন্যি মেয়ে করি তখন ওদের যে রেসপেক্ট দিতাম, এখনও সেই রেসপেক্টটাই দিই। আমার মধ্যে জেলাসি ফিলিং হয় না।

■ ইন্ডাস্ট্রি তো খুব খারাপ জায়গা—

◆ আমার তেমন কিছু মনে হয়নি। চার বছর এই প্রফেশনে আছি। সবারই একটা সম্মান আছে। যারা খারাপ তাদেরও একটা ভয় থাকে। সব প্রফেশনেই ভাল-খারাপ থাকে।

■ তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

◆ যখন নাচতাম তখন (কত্থক আর ওড়িশি) নাচ নিয়েই ভাবতাম। স্টার জলসায় সিরিয়াল করে স্টারডম পেলাম তখনও এটা নিয়ে ভাবিনি। আগামী আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে হয়তো বিয়ে করব।

■ তাহলে হিরোইন হিসাবে রণিতাকে বেশিদিন দেখব না?

◆ আমার কাছে পার্সোনাল লাইফ খুব ইম্পর্টেন্ট। ইন্ডাস্ট্রিতে হিরোইনইজম বেশিদিন নয়। আমি আঠেরোতে হিরোইন হিসেবে প্রথম ব্রেক পাই। এখন আমার পরেও আরও অনেক নতুন কেউ আসবে। ওঠা-পড়াও থাকবে। এত কাজের প্রেশারেও আমি কিন্তু সাইডে ইন্টিরিয়র নিয়ে পড়াশোনা করছি। আমার ভাললাগা জিনিসগুলো এখন থেকেই আমি ক্রিয়েট করে রাখছি। আমার ফ্যামিলি থাকবে। ডান্স নিয়ে বড় প্রজেক্ট করব, এইসব আর কী! (হাসি) যখন অ্যাক্টিং করব না, তখন যেন আমার অবসর না থাকে। আমার ভাল লাগা কাজ নিয়ে এনজয় করব।

■ সৌপ্তিকের সঙ্গে তোমার প্রেমের গুজবটা কীভাবে হ্যান্ডেল করো?

◆ তোমরা যা খুশি ভাবতে পারো। আমার সাথে কার প্রেম আমি বলব না। আমি ইন্ডাস্ট্রির কারোকেও এই নিয়ে জানাতে চাই না। যখন বিয়ে করব তখন যদি আমার এই ফেম বা পরিচিতি থাকে তখন সবাই জানবে, কোনটা সত্যি ছিল। তবে সৌপ্তিকের সঙ্গে আমার অসম্ভব ভাল বন্ধুত্ব। কিছু এথিক্স আছে আমার। লাজলজ্জা বোধ থাকা দরকার। গুরুজনরা আছেন, তাঁদেরও সম্মান দেওয়া উচিত। এরকম একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মিডিয়ার কাছে বেশি আলোচনা না করাই ভাল এক্ষুনি।⌘⌘

নান্দীকারের নাটক

'হৃদমাঝারে'

প্রদীপ মিত্র

রাজা লিয়ার, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ ও সীজারের পর শেক্সপীয়রের আরও একটি প্রয়োজনা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে চলেছে। নান্দীকারের 'হৃদমাঝারে'। গোবরডাঙার কথাভাষ্যও জড়িয়ে আছে প্রযোজনাটির নির্মাণে। শেক্সপীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকটির প্রাঞ্জল রূপান্তর করেছেন কাঞ্চন আমিন। নির্দেশক সুপ্রিয় চক্রবর্তী লোকনাট্যের চলনে উপস্থাপিত করেছেন নাটকটি। নান্দীকার জাতীয় নাট্যমেলায় এই বর্ণময় ও বিনোদনে রঞ্জিত নাটকটি দর্শককে মুগ্ধ করে। শহুরে জীবন, সাংসারিক কলহ-বিবাদ থেকে দূরে কোথাও আশ্রয় নিতে চায় মানুষ। দূরে কোথাও। যেখানে সবুজ বনানী, স্বচ্ছতোয়া নদী, বৃক্ষের ঋজুভঙ্গিমা, ফুল-ফল, পাখপাখালি ধ্বনিত গানে গানে। কবিতায়। বনের ভিতরে এক অনিন্দ্যপুরুষ অনিন্দ্য। বাড়ি থেকে বিতাড়িত। সুন্দরী হৃতুষার থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তার পরিবার। তারও আগে বিতাড়িত হয় হৃতুষার বাবা বীরেন্দ্রমোহন। হৃতুষা সীমন্তীকে নিয়ে পাড়ি দেয় বনের পথে। পুরুষবেশের হৃতুষা আরও রহস্য ঘনিয়ে সখ্য গড়ে তোলে ঋক, প্রীতি, অরুণাভ, লক্ষ্মণ ও ময়নার সঙ্গে। একদিন বনের পথে অনিন্দ্যকে চিনতে পারে হৃতুষা। তার পুরুষ বেশে অনিন্দ্যর মুখোমুখি চিনে নিতে চায় আরও গহীনের অনিন্দ্যকে। বনের গাছগাছালির শাখায় তখন ছন্দতালে বেজে ওঠে আরও আরও হৃদয়ের সম্পর্কের মুখগুলি। এ-ও এক জীবনের জার্নি। মায়ামঞ্চে মুখোমুখি করে তোলে ভেঙে-যাওয়া সম্পর্কগুলিকে। পুরনো বিবাদ ভুলে তারা ভেসে যায় আনন্দগানে। নির্দেশক অরণ্যের ভাষাকে নারী-পুরুষের হৃদয়ে চারিয়ে দিয়েছেন। অনিন্দ্য চরিত্রে অনির্বাণ ঘোষের শরীরী অভিনয় ও হৃতুষা চরিত্রে বিন্দিয়া ঘোষের সপ্রতিভতা ও কৌতুকময়তা এই নাটকের প্রাণ। তরুণের শ্যামল চক্রবর্তীর কণ্ঠের গান ও কবিতা ভিন্নতর মাত্রায় এঁকে দেয় চরিত্রটিকে। গিরীন্দ্রমোহনের দেবাশিস রায় অন্তরে টোনের অভিনয়কে অনুসরণ করেছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে কমল চট্টোপাধ্যায়, তনিমা বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ ঘোষ মজুমদার, রিমি মজুমদার হালদার সহজ, স্বচ্ছন্দ থেকেছেন তাঁদের অভিনয় দীপ্তিতে। প্রসেনথিয়াম মঞ্চকে অঙ্গনে প্রসারিত করে এই নাটক। বিকাশ বিশ্বাসের মঞ্চ স্পেসকে চিহ্নিত করতে পেরেছে নাট্যাভাষে। চরিত্রগুলির গতিময়তা ও নাটকের চলন ছুঁয়ে থেকেছে 'হৃদমাঝারে'-র স্বরকে। দেবকুমার পালের 'মুভমেন্ট' ভাবনা অরণ্যের শরীরে মিশে গেছে। শুভদীপ গুহ-র আবহ ও বাদন এবং তীর্থ ভট্টাচার্যের গান হৃদমাঝারের গভীরে বেজে ওঠে। মনোজ প্রসাদের আলোও। তবু নাট্যকার কাঞ্চন আমিন ও নির্দেশক সুপ্রিয় চক্রবর্তী স্ল্যাপস্টিক কমেডির নাটকটিকে পরিণত পরিণতির নাট্যভাষে চিত্রিত করতে আরও একটু নিবিষ্ট হতে পারতেন। বিশেষত নাটকটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে। ⌘⌘

অলরাউন্ডার পারভেজ

অভিরূপ দত্ত

ক্রিকেট দুনিয়ায় ক্রমশ বাড়ছে অলরাউন্ডারদের চাহিদা। আধুনিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শুধু ব্যাট বা বল করে টিকে থাকার দিন শেষ। প্রায় সব দেশের জাতীয় দলেই তাই মাল্টি ইউটিলিটি ক্রিকেটারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তেমনই একজন পারভেজ রসুল। সম্প্রতি ডাক পেয়েছেন ভারতীয় 'এ' দলে। এ পর্যন্ত তেমন কিছুই বিশেষত্ব নেই। তবু, একটা রয়েছে। পারভেজ রসুল হলেন জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম ক্রিকেটার, যিনি ভারতীয় 'এ' দলে ডাক পেয়েছেন। তাঁর আগে কাশ্মীর উপত্যকার কোনও ক্রিকেটার ভারতের সিনিয়র বা 'এ' দলে সুযোগ পাননি।

২৩ বছরের পারভেজকে ২০০৯ সালে আটক করেছিল বেঙ্গালুরু পুলিশ। সন্দেহ করা হয়েছিল, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিস্ফোরণের সঙ্গে তাঁর যোগ রয়েছে। তবে, জম্মু-কাশ্মীর রনজি দলের প্রতিবাদে এবং কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের হস্তক্ষেপে ভুল ভাঙে পুলিশের। তখন হেফাজত থেকে মুক্তি পান পারভেজ রসুল। তবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার জন্য ভারতীয় 'এ' দলে ডাক পাওয়ার কিছুদিন আগেই তিনি ক্লিনচিট পেয়েছেন। সেই ঘটনা অবশ্য মনে রাখতে চান না বারুদের গন্ধে বেড়ে ওঠা পারভেজ। জঙ্গি হামলা, মৃত্যু, রক্ত, বিস্ফোরণ, অহরহ পুলিশ-সেনার ভারী বুটের শব্দেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। কিন্তু তার মধ্যেই ডিউস আর উইলোর মিষ্টি শব্দ আলাদা করে চিনে নিয়েছেন পারভেজ। যে শব্দ তাঁকেও আলাদা করেছে আর পাঁচজন সাধারণ কাশ্মীরি যুবকের থেকে। পুলিশি হেনস্তা নিয়ে পারভেজ বলেছেন, 'যেটা হয়েছিল, সেটা মোটেও ভাল হয়নি। মনে হয় পুলিশ অফিসারদের কিছু ভুল হয়েছিল। ওই ঘটনা নিয়ে ভেবে অযথা সময় নষ্ট করতে চাই না। দিনের শেষে আমি একজন ক্রিকেটার এবং আমার কাজ খেলা। যে কারও সঙ্গেই ওই ঘটনা ঘটতে পারত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার সঙ্গে ঘটেছে।'

অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারায় বাড়ি পারভেজ রসুলের। ভারতীয় 'এ' দলে ডাক পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমার মোবাইল অসংখ্য শুভেচ্ছাবার্তায় ভরে গিয়েছিল। অসাধারণ অনুভূতি। ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছিল, আমি বোধহয় পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও রয়েছি।' উপত্যকায় জঙ্গি উপদ্রব নিয়ে বলেছেন, 'বুলেটের শব্দ কখনও আমার মনোযোগ ক্রিকেট থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি।' ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন পারভেজ। তার পুরস্কার হিসেবেই ডাক পেয়েছেন ভারতীয়

টিম ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ একদিনের ম্যাচের আগের দিন নেটে পারভেজের বোলিংয়ের বিরুদ্ধেই প্রয়োজনীয় অনুশীলন সেরেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলিরা। সেই সম্পর্কে বলেছেন, 'দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। বল করার পর ধোনি আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস দিয়েছে। ভারতীয় দলের সাজঘরেও আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে সকলেই আমাকে ভালভাবে গ্রহণ করেছে। প্রথমবার ভারতীয় দলের সাজঘরে ঢোকার অভিজ্ঞতা সারাজীবন আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে।' পারভেজের ক্রিকেটীয় দক্ষতা মুগ্ধ করেছে ভারতীয় 'এ' দলের কোচ লালচাঁদ রাজপুতকেও।

চলতি মরশুমে রনজি ট্রফিতে সাত ম্যাচে ৩৩টি উইকেট নিয়েছেন পারভেজ। ৫৪ গড়ে করেছেন ৫৯৪ রান। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সই জাতীয় নির্বাচকদের নজর কেড়েছে। পারভেজের মানসিক দৃঢ়তাও তারিফযোগ্য। ব্যাট বা বল করার সময় সামনে যেই থাকুক, কখনও ঘাবড়ে যান না। নিজের সেরাটা উজাড় করে

দেওয়ার চেষ্টা করেন সবসময়। নিজের ক্রিকেটের সঙ্গে কখনও আপোশ করেন না। পছন্দ করেন না প্রথম একাদশের বাইরে বসতে। আর সেই জন্যই যখন যে পর্যায়ে সুযোগ পান, সেখানেই নিজেকে উজাড় করে দেন। সব সময় চেষ্টা করেন কোচ, নির্বাচক, অধিনায়কের আস্থার মর্যাদা দিতে। নিজের দক্ষতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে পারভেজের। জানেন কোথায় কোথায় রয়েছে খামতি। সে সম্পর্কে ২৩ বছরের অলরাউন্ডার বলেছেন, 'যে কোনও ক্রিকেটারের মতো আমিও স্বপ্ন দেখি ভারতের হয়ে খেলার। জানি, আমাকে আরও ধারাবাহিক হতে হবে। সে জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যদি ভাল খেলতে পারি, তাহলে নিশ্চিতভাবেই বড় সুযোগ পাব। তবে আসল হল সেই সুযোগকে কাজে লাগানো।'

এই পর্যায়ে উঠে আসার লড়াইটা অবশ্য মোটেও সহজ ছিল না পারভেজ রসুলের। গোটা জম্মু-কাশ্মীরে হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র পিচ রয়েছে। একটা শের-ই-কাশ্মীর স্টেডিয়ামে, অন্যটি শ্রীনগরে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আরও একটি টার্ফ উইকেট রয়েছে জম্মুতে। ক্রিকেট পরিকাঠামো বলতে যা বোঝা যায়, তার প্রায় কিছুই নেই উত্তর ভারতের এই পাহাড়ি রাজ্যে। পারভেজের পরিবারেও কেউ কখনও ক্রিকেট খেলেননি। ক্রিকেট নিয়ে তেমন উন্মাদনাও নেই জম্মু-কাশ্মীরে। এমনই নানা কারণে উপত্যকার বহু ক্রিকেট প্রতিভা হারিয়ে গিয়েছে অতীতে। এ নিয়ে পারভেজ বলেছেন, 'আমাদের রাজ্যে ক্রিকেট প্রতিভার অভাব নেই। কয়েকজন একটু সাহায্য পেলেই অনেক ভাল খেলতে পারবে। সমস্যা কেবল পরিকাঠামোর। আশা করি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবার পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে ভাববে।' নিজের সমস্যা প্রসঙ্গে ভূ-স্বর্গের এই ক্রিকেটার বলেছেন, 'দু'বছর ক্রিকেট নিয়ে প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যে গিয়েছে। ক্লাস না করতে পারার জন্য কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে দেয়নি। ফলে আমার দু'বছর নষ্ট হয়েছে। তার পর অবশ্য স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছি।' নিজের ক্রিকেটীয় সাফল্যের জন্য পারভেজ কৃতিত্ব দিয়েছেন ছোটবেলার দুই কোচ আবদুল কায়ুম এবং রাজেশ ধরকে। উল্লেখ্য, একসময় আবদুল কায়ুম ছিলেন জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেটের পোস্টার বয়। জাতীয় দলের হয়ে খেলার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল তাঁরও। কিন্তু প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাঁর প্রতিভাও সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি। তবে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য পারভেজ বিশেষ কৃতিত্ব দিয়েছেন প্রাক্তন স্পিন নক্ষত্র বিষেণ সিং বেদিকে। পারভেজের কথায়, বেদি স্যারের সাহায্য ছাড়া দেশের হয়ে খেলার ডাক তিনি পেতেন না। উপত্যকার ক্রিকেটের উন্নতিতেও বেদির ভূমিকা নিয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি। সবথেকে মজার কথা হল, যখন ক্রিকেট থাকে না সেই অবসরেও ক্রিকেট নিয়েই থাকেন পারভেজ। খেলে বেড়ান ক্লাব ক্রিকেট। সবসময় নিজেকে ম্যাচ ফিট রাখার চেষ্টা থেকেই ক্রিকেটে ব্যস্ত থেকেই অবসর কাটান। ক্রিকেটই তাঁর কাছে সেরা বিনোদন। ⌘⌘

"শ্রী গুরু জয়"

আলোর দিশারী

মন্ত্র সাধক

শ্রী ভৈরবানন্দ মহারাজ (আদি)

জ্যোতিষ, তান্ত্রিক, বাস্তুবিদ্ ও দর্শন বিশারদ্

"গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ
"গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবেঃ নমঃ"

সুধী পাঠকবৃন্দ, আমার ভক্তরা ও অনুরাগীরা, আশা করি সবাই সুস্থ ও সুরক্ষিত আছ। তোমাদের জন্য আমার প্রাণভরা আশিস রইল। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। প্রচুর ই-মেল এসেছে। তাই আজ কিছু ই-মেলের উত্তর দেব।

ই-মেল করেছ অর্জুন ঘোষ, জানতে চেয়েছ বিবাহ এবং বিবাহিত জীবন সম্পর্কে। শনি ও রাহু-র একটি কু-যোগ তোমার জীবনকে স্থিত হতে দিচ্ছে না, এর প্রতিকার অবিলম্বে দরকার, তা ছাড়া, কিছু সমস্যা আছে যা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সে ব্যাপারে তুমি যোগাযোগ কোর। আশীর্বাদ নিও।

পম্পা চৌধুরী, তোমার এত বড় চিঠি ছাপানো গেল না। তোমার সমস্যা আমি পড়লাম। মা, নারীদের ধৈর্য আর সহ্য হল প্রধান অবলম্বন। তাই দিয়ে সব কিছু জয় করতে হয়। তুমি মাঙ্গলিক, আর এই দোষ না কাটালে তোমার সমস্যা মিটবে না। আর একটা কথা, জ্যোতিষ শাস্ত্র এক সমুদ্র শাস্ত্র, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এই বিভাগে পুরোপুরি ভাবে করা সম্ভব নয়। তোমার ছক বিচার নিশ্চয় করব, তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোর। মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেবে। মনে রাখবে কোন কিছু ভাঙতে বেশীক্ষণ লাগে না। কিন্তু গড়তে সারা জীবন লেগে যায়। তোমার আগামী জীবনের জন্য আমার আশীর্বাদ রইল।

পল্লবী রায়, ২৯+, জলপাইগুড়ি

বাবা, তুমি আমার প্রণাম নিও। টেলিভিশন-এ তোমার অনুষ্ঠান দেখি, কিন্তু ফোনে লাইন পাই না। তুমি যে ভাবে বল, আমরা অবাক হয়ে যাই। বাবা আমার অনেক দুঃখ। উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও করতে পারিনি। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়ে সংসার সমুদ্রে ডুবে গেলাম। আমার একটি মাত্র ছেলে, খুব জেদি আর রুগ্ন। ওর নাম শায়ন, বয়স ৬ বৎসর। ওকে নিয়ে আমি খুব চিন্তায় আছি। সব সময় কিছু না কিছু শারীরিক সমস্যায় ভোগে। কেন এরকম হয় বলবে। আমি ওকে তোমার কাছে নিয়ে যেতে চাই। আমার প্রণাম নিও।

উঃ পল্লবী মা, ফোনে লাইন পাও নি, কিন্তু এখানে তোমার উত্তর দিচ্ছি, তুমি চাইলেই উচ্চশিক্ষা করতে পারতে, আর তোমার বুধ গ্রহ নীচস্থ থাকার জন্য তোমার জীবনে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত তুমি নিতে পারোনি। এবার আসি তোমার ছেলের কথায়। শায়ন খুব ভালো ছেলে, ওকে সঠিকভাবে পরিচালিত করলে ও খুব ভালো হবে। কোন অভিজ্ঞ জ্যোতিষ/তান্ত্রিক দিয়ে ওর ছকটা বিচার করিয়ে নিও। তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। আশীর্বাদ রইল।

যোগাযোগ নং :- **9830154932, 9830158932**
ফ্যাক্স নং :- **033-4000 6925**
ই-মেল :- **vairabanandaadi@gmail.com**
info@vairabanandaadi.com
ওয়েবসাইট :- **www.vairabanandaadi.com**

বিঃ দ্রঃ – প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭.০৫ মিঃ এবং মঙ্গলবার রাত্রি ১০.৪৫ মিঃ চ্যানেল ভিশনে 'লাইভ' অনুষ্ঠানে ওঁনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন। এছাড়া প্রতিদিন ওঁনার অনুষ্ঠান দেখুন রাত্রি ১২.৪৫ ও ১.০৫ মিনিটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

৪ ফেব্রুয়ারি চন্দ্র বৃশ্চিক রাশিতে যাবে দিবা ১১।৭ মিনিটে
৫ ফেব্রুয়ারি রবি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে যাবে শেষরাত্রি ৬টায়
৫ ফেব্রুয়ারি শুক্র শ্রবণা নক্ষত্রে যাবে দিবা ১।৪৫ মিনিটে
৬ ফেব্রুয়ারি চন্দ্র ধনু রাশিতে যাবে দিবা ১।৩৩ মিনিটে
৬ ফেব্রুয়ারি বুধ শতভিষা নক্ষত্রে যাবে প্রাতঃ ৬।২১ মিনিটে
৮ ফেব্রুয়ারি চন্দ্র মকর রাশিতে যাবে দিবা ২।৫৯ মিনিটে

মেষ ছোট শারীরিক সমস্যা হঠাৎ বড় হয়ে উঠতে পারে। চোট-আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে। অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে চাপের মধ্যে থাকতে হবে। ব্যবসায় শুভ পরিবর্তন আসবে না। চাকরিজীবীদের গতানুগতিকভাবে চলবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

বৃষ সপ্তাহের প্রথমটা খুব ভাল। ভাল যোগাযোগ আসবে, পড়াশুনোয় সফলতা পাবেন। ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে শুভ যোগাযোগ আসবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মিথুন এ সপ্তাহে হঠাৎ করে ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। শরীর ভালো থাকবে। পড়াশুনোয় বাধা আসবে। সব সময় আর্থিক অনিশ্চয়তা থাকবে। ব্যবসায় যোগাযোগ কাজে লাগাতে পারবেন না। চাকরিজীবীদের সময়টা মধ্যম। দাম্পত্যজীবনে মতবিরোধ।

কর্কট দীর্ঘদিনের শারীরিক সমস্যা নতুন করে আসতে পারে। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সফলতা আসবে। হঠাৎ বড় রকমের ব্যয় হতে পারে। ব্যবসায়ীরা সপ্তাহের শেষে বিনিয়োগ করুন। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ।

সিংহ পড়াশুনোর ক্ষেত্রে ভাল যোগাযোগ আসবে। উপার্জন ভাগ্য শুভ। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে জীবনে একটা শুভ পরিবর্তন আসবে। ব্যবসায় সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে বিনিয়োগ করতে পারেন। চাকরিজীবীদের শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ।

কন্যা সপ্তাহের শেষে শারীরিক সমস্যা আসবে। পড়াশুনোয় সফলতা আসবে না। সপ্তাহের শেষে ব্যবসা নিয়ে চিন্তা। এ সপ্তাহে বিনিয়োগ না করাই ভাল। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। দাম্পত্যজীবন শুভ।

তুলা সপ্তাহের প্রথমে শরীর নিয়ে সমস্যা হতে পারে। পড়াশুনোয় সফলতা পাবেন। এ সপ্তাহে ব্যবসা থেকে উপার্জন বাড়বে। সপ্তাহের প্রথমে একটু অর্থব্যয় হবে। চাকরিজীবীদের নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

বৃশ্চিক এ সপ্তাহে হঠাৎ করে কোনও দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সফলতা আসবে। উপার্জন যেমন হবে ব্যয়ও হবে । সঞ্চয় হবে না। চাকরিজীবীদের নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। ব্যবসায় ভাল হবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

ধনু শরীর নিয়ে সমস্যা নেই। পড়াশুনোয় বাধা আসবে। বন্ধুদের পরামর্শে সমস্যায় পড়তে পারেন। সব সময় একটা আর্থিক চাপ থাকবে। ব্যবসাতেও প্রতিবন্ধকতা হবে। চাকরিজীবীরা সুযোগ-সুবিধা পাবেন। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মকর শরীর নিয়ে সমস্যা হবে। বিশেষ করে বাতের সমস্যা। পড়াশুনো গতানুগতিক। যা কিছু কাজ করতে যাবেন তাতেই খুব বাধা আসবে। ব্যবসা ভাল যাবে না। চাকরিতে তেমন শুভ পরিবর্তন নেই। দাম্পত্যজীবনে সমস্যা আসবে।

কুম্ভ শরীর নিয়ে সমস্যা হবে না। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সফলতা বজায় থাকবে। শুভ পরিবর্তন আসতে পারে। সপ্তাহের শেষে ব্যবসায় শুভ পরিবর্তন আসবে। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে শুভ। সন্দেহপ্রবণতা দাম্পত্য শান্তি বিঘ্নিত করবে।

মীন সপ্তাহের প্রথম তিন দিনে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। পড়াশুনোয় সফলতা আসবে না। ব্যবসায় এ সপ্তাহে বিনিয়োগ করলে মন্দ হবে না। চাকরিজীবীদের শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা আসতে পারে। ⌘⌘ **শ্রীকৌস্তভ**

স্টল নং ২৫০

বই মেলায় প্রকাশিত নতুন বই

আরও নতুন বই

বুদ্ধদেব গুহ
টুটিলাওয়ার টাঁড়ে ২০০

সমরেশ মজুমদার
চাঁদের বাড়ি আসান ১৫০

নিমাই ভট্টাচার্য
হীরাবাঈ ৬০

সূত্রধর
সুধাসাগরের তীরে ১২৫

অনীশ দেব
পাতাল ঝড় ১২৫

অর্জুন চক্রবর্তী
মন চাই

জগন্নাথ বসু
আবৃত্তির আকাশে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শতমুখে
সম্পাদনা : উজ্জ্বলকুমার দাস

স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম সার্ধশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাত্র ৬০০ টাকায় ৫টি বেস্ট সেলার
শংকর
বিবেকানন্দ প্যাক

1. অচেনা অজানা বিবেকানন্দ ১২০
   সার্ধশতবর্ষে ১,৫০,০০০ কপি মুদ্রিত হল
2. আমি বিবেকানন্দ বলছি ১৫০
   ৬০,০০০ কপি মুদ্রিত
3. অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ ১৫০
   ৪০,০০০ কপি মুদ্রিত
4. বিবেকানন্দ পিতা বিশ্বনাথ দত্তের গোপনে লেখা উপন্যাস সুলোচনা ১২০
   দত্ত পরিবারের কথাই কি লেখা রয়েছে ?
5. অমৃতকথাকার শ্রীম নির্বাচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১৫০

শংকর-এর চিত্রপরিচিতি সহ
ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর দশটি বৃহৎ রঙিন ছবি ৬০

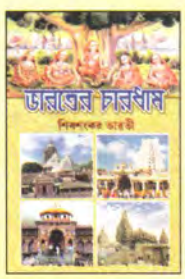

শংকর
গাঁয়ের যোগী সাগর পারে — পরিবর্ধিত ৩০৪ পৃষ্ঠার তৃতীয় সংস্করণ
অচেনা শ্রীচিন্ময় ১৫০

১৪০০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ ভ্রমণ সমগ্র
শংকর
ভ্রমণ সমগ্র
১ — ২০০ | ২ — ৩০০

বুদ্ধদেব গুহ
আরো দশটি উপন্যাস
৩০০

সুচিত্রা ভট্টাচার্য
ঠিকানা নেই
১০০

সমরেশ মজুমদার
পরানের পদ্মবনে
২০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ছয়টি উপন্যাস
২৫০

তসলিমা নাসরিন
ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে
১২৫

আশাপূর্ণা দেবী
কবিতা সমগ্র
৫০

শিবশংকর ভারতী
ভারতের চারধাম
১৮০

সুমন গুপ্ত
অনন্য মিঠুন
২০০

সুমন গুপ্ত
যেজন আছেন নির্জনে
১২৫

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
রোববার লাইব্রেরি খোলা
১ — ১২৫ | ২ — ১২৫

চঞ্চলকুমার ঘোষ
অরণ্য
১০০

নির্মল বুক এজেন্সি/সাহিত্যম্

18B, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-700 073 • ফোন : 2241 9238, 4003, 3588
ফ্যাক্স : 2241 3338 • ইমেল : nirmalsahityam@gmail.com • ওয়েব : www.nirmalsahityam.com

KOLKATA WEST

An exclusive gated community with villas
Your own landed homes with a private green
25 minutes drive from Park Street
30 minutes drive from Airport via Belgharia Expressway
Areas ranging from 1069 to 4500 sqft.
High-end finishes

Limited edition homes waiting for the select few

A few ready to move in villas available

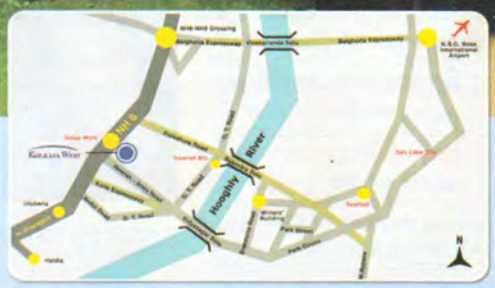

vichitra
THE RETAIL ARCADE

MEDICAL CENTRE
to be run by
Sanjiban Hospitals

opening shortly

Launching soon
Lavanya
The Apartments

A project by
USE Infra

Project supported by
LIC HOUSING FINANCE LTD.

Ph: 033 3002 6000 Email: sales@kwic.co.in
or Call: Aveek: **+91 98367 00021**, Soumitra: **+ 91 98742 88088**, Soumen: **+ 91 90517 02227**

Kolkata West International City, Unit No. A/9/20, Salap Junction, Howrah Amta Road and Bombay Road Crossing, NH6, Howrah - 711 403